গল্পে আঁকা

মহীয়সী খাদিজা

রাযিয়াল্লাহু আনহা

বাংলা রূপায়ণ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

মূল
আবদুস সালাম আল আশরী
মুহাম্মাদ আবদুল গণী হাসান

বাংলা রূপায়ণ
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

উৎসর্গ

নারী, তুমি খাদিজা হও!
তাঁর মতো আলোকিত হও!
আলোয় আলোয় ভরে দাও পৃথিবী!

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সীরাতচর্চা ও গবেষণার একজন ছাত্র হিসাবে দেখেছি—মহীয়সী খাদিজা সীরাতের আকাশে এক জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। এই দ্যোতিত নক্ষত্রের বৈভিক ঐশ্বর্যে আমার হৃদয়-মন বার বার আলোকিত হয়েছে। একাধিক সীরাত বিষয়ক কিতাব লিখতে গিয়ে আমি বার বার থমকে দাঁড়িয়েছি এই মহান চরিত্রটির পাশে। বিস্মিত হয়েছি। আপ্লুত হয়েছি। বিমুগ্ধ হয়েছি। আহরণ করেছি—শক্তি। বল। আদর্শ। সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের অবিনাশী চেতনা।

তাঁকে নিয়ে এই কিতাবটি লিখতে বসে যে কথাটি বার বার আমার মনে ছায়া বিস্তার করেছে তা হলো এই—*তাঁর সংগ্রামী ও সোনালি এবং নবুওত-বিধৌত জীবনের একটুখানি পরশ যদি লাগে কোনো নারী-জীবনে, তাহলে আমার বিশ্বাস সে নারীও হয়ে যাবেন ইতিহাসের মহীয়সী।*

তাঁকে নিয়ে লেখা অনেক কিতাব চোখে পড়েছে। বাংলা আরবী। তবুও মনে হয়েছে—আমিও লিখবো। মনকে শান্ত করার জন্যে আমারও লেখা প্রয়োজন। খুঁজলাম উপযুক্ত আরবী কিতাব। কিন্তু পেয়েও যেনো পাই না। বিষয় পেলে ভাব পাই না। ভাব পাই তো অনুপ্রেরণা পাই না। হঠাৎ একদিন চোখ পড়লো আলোচ্য কিতাবটিতে। পড়লাম একটু। আরেকটু। ভালো লাগলো। অনেক। শেষ পর্যন্ত অনুবাদে হাত দিলাম। শব্দ এড়িয়ে নিলাম ভাব। কোথাও কোথাও ছায়া। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী *কারওয়ানে যিন্দেগির* অনুবাদ থামিয়ে ডুবে গেলাম খাদিজাময় দিন-রাত্রিতে।

যদি বলি; এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভুল হবে না। আমার কাছে মনে হয়েছে, এখানে উপন্যাস-উপকরণ—নির্ভেজাল। সত্যপুষ্ট। আবেগ-মথিত। আদর্শের জ্যোতিতে চিরজ্যোতির্মান। উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞা এখানে ষোল আনা না থাকলেও

ইতিহাসের এ কাহিনী উপন্যাসের সেরা উপকরণ। এ কাহিনীর স্পর্শে উপন্যাস হতে পারে গর্বিত। সার্থক। তবুও নানা কারণে আমরা উপন্যাস শব্দটি এড়িয়ে কিতাবটির নাম রেখেছি—*গল্পে আঁকা মহীয়সী খাদিজা।*

খাদিজা কে?

কেমন ছিলো প্রিয় মুহাম্মদের সাথে নবুওত পূর্ববর্তী দাম্পত্য জীবনে তাঁর দীর্ঘ পনেরোটি বছর? শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় ভরপুর সে এক মজার কাহিনী!

কেমন ছিলো নবুওত পরবর্তী জীবনে প্রিয় রাসূলের পাশে এই মহীয়সী খাদিজা? সেও আরেক সংগ্রামমুখর জীবনের নানামাত্রিক চিত্র। এখানে আমরা খাদিজাকে আবিষ্কার করবো আকাশ-সহযোগী হিসাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক নবুওতের কাজে মুহূর্তে মুহূর্তে সাহায্য করছেন তাঁর প্রিয় রাসূলকে! খাদিজাও!

ওহী'র নির্দেশ—*সবাইকে ডাকো ঈমানের পথে!* এখন কাকে ডাকবেন? কাকে দিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করবেন? কে সাড়া দেবেন? সবার আগে সাড়া দিলেন খাদিজা! ডাকার আগেই!! খুশিতে তৃপ্তিতে প্রাপ্তিতে ভরে গেলো আল্লাহর নবীর মন!

বাইরে বেরিয়ে যান প্রিয়নবী, দাওয়াতের কাজে! ফিরে আসেন ক্লান্ত হয়ে। কখনো দুশমনের কথায় মন খারাপ করে! এখানেও খাদিজা প্রিয়নবীর পাশে আছেন! তাঁকে অভয়বাণী শোনান! তাঁরবাক্যে যেনো ঝরে ঝরে পড়ে—সান্ত্বনার পশলা পশলা বৃষ্টি! এভাবে খাদিজা ওফাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন ওয়াফাদার! এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তাঁর ওয়াফাদারির অপূর্ব এক বর্ণিলগাথা!

খাদিজার ওফাতে কতোটা কষ্ট পেয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল? সীমাহীন! সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন! সাহাবীরা কেঁদেছিলেন! মক্কা কেঁদেছিলো! আকাশ-পৃথিবীও কেঁদেছিলো! হেসেছিলো শুধু উম্মে জামিল আর আবু লাহাবেরা!

না, আর বললাম না। বরং কিতাবের পাতায় আমন্ত্রণ!

বিনীত
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

সূচিপত্র

এক

ঘরের শোভা

খোআইলিদের বাড়িটি যেনো হাসি-আনন্দ, স্নেহ-মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার এক শ্রেষ্ঠ 'নীড়'। কারণ একটাই; এ-বাড়ির শোভা তদীয় তনয়া খাদিজা। সবার চোখের মণি। সবার আদরের দুলালি। এ-বাড়ির সবাই তাকে ভালোবাসে। তার কাছ-ঘেঁষে বসতে আনন্দ পায়। দাসী ও পরিচারিকারা পর্যন্ত তার নামে আপনহারা। হবেই তো; খাদিজা-যে আদর দিয়ে .. ভালোবাসা দিয়ে .. সখ্যতা দিয়ে ওদের হৃদয়-রানী হয়ে আছেন! খাদিজার ডাকতে দেরি কিন্তু ওদের 'লাব্বাইক মালিকান!' বলতে দেরি হয় না!

খাদিজার সান্নিধ্য ওদের মনের খোরাক।

খাদিজার নির্দেশ ওদের আত্মার প্রশান্তি।

অমন মালিকান কে পায়?

অমন মহামানবী আর আছে কোথায়?

খাদিজা তাই এ বাড়ির শোভা।

এ বাড়ির অহঙ্কার।

এ বাড়ির অলঙ্কার।

কুরাইশ গোত্রে বাবা খোআইলিদের অবস্থান অনেক ওপরে। তিনি গোত্রের সশ্রদ্ধ নেতা। তাঁর আদেশ-নিষেধ সবাই মেনে চলে। তাঁর মতামত কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। সবাই তাঁকে সহযোগিতা করে পাশে থেকে। তাঁর পাশে আছে ঐতিহ্যবাহী বড় পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। অসহায় দরিদ্রদের প্রতি খোআইলিদ ছিলেন দয়াদিল—মায়াদিল—উদারহস্ত। সব সময় তাঁর বাড়িতে করুণা ও সাহায্যপ্রার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে।

অমন অতিথিপরায়ণ .. অমন উদার মমতা-ঢাকা বাড়ির আঙিনাতেই বেড়ে উঠছিলেন খাদিজা। বেড়ে উঠছিলেন বাড়ির অতিথিবৎসল পরিবেশের ছায়ায়—মায়ায়। দুচোখ ভরে দেখেছেন তিনি প্রাচুর্য। দেখেছেন বাবার দানবৃষ্টি। দেখেছেন মানুষের প্রতি তাঁর মমতা ও ভালোবাসা। এসব দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে তিনিও হয়ে উঠেছিলেন বাবার মতন .. মায়ের মতন—দানবতী মায়াবতী। না; এ-প্রাচুর্যের ভিড়ে কখনো তিনি অহংকারী হয়ে ওঠেন নি। কেনো করবেন অহংকার? সম্পদ ও প্রাচুর্য নিয়ে অহংকার করবেন? নাহ! সে তো শুধুই আল্লাহ্‌র দান! সম্পদ নিয়ে অহংকার করা মানুষের সাজে না। যদিও অনেক মানুষ সম্পদ পেলে অন্যের কথা ভুলে যায়। শুধু নিজের কথাই মনে রাখে। গর্ব ও অহংকারে 'গাল ফুলায়'। কিন্তু খাদিজা এ বিশাল প্রাচুর্যের ছায়ায় বসে একটুও অহংকার করেন না, শুধু আল্লাহর শোকর আদায় করেন। আল্লাহ না-দিলে তিনি এবং তাঁর পরিবার কোথায় পেতেন এ-সম্পদ? কোথায় পেতেন এতো সুখ ও আনন্দ?

অসহায় বঞ্চিতদের সহযোগিতায় .. অভাবীদের দুঃখ মোচনে ভীষণ তৃপ্তিবোধ করতেন খাদিজা। তিনি বিশ্বাস করতেন— এ-ই আল্লাহর নেআমতের শোকর! তাই তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। সবাইকে দিতেন। হাসিমুখে। উদার হাতে। তাঁর মন ছিলো আকাশ-উদার। তাঁর স্বভাব ছিলো মায়ায়-মোড়ানো। অভাবী যখন হাত পাততো, তখন তিনি একটুও বিরক্ত হতেন না। এমন হবেই, তিনিও-যে বাবার গুণাবলি পেয়েছেন! হয়েছেন ঠিক তাঁর অবিকল ছায়া। কী মায়া, কী দয়া! সব সময়, সবার জন্যে!

বাবা খোআইলিদ জানেন খাদিজা অনেক গুণী। মেয়ের গুণ দেখে দেখে তাঁর চোখ জুড়ায়, মন জুড়ায়। মেয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আরও অনেক বেড়ে যায়। মেয়ের অসীম উদারতায় তিনি বারবার মুগ্ধ হন। মেয়ের উন্নত নৈতিকতায় তিনি আপ্লুত হন। মেয়ের জ্বলন্ত মেধা ও বুদ্ধিদীপ্তি তাঁকে স্বপ্ন দেখায়। মেয়ের সাংকল্পিক মানসিকতা .. তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা .. তাঁর প্রখর ধী—তাঁকে ভীষণ অভিভূত করে।

ব্যবসায়িক বিষয়-আশয় পরিচালনায়ও মেয়ে তাঁর সচেতন এবং সফল। সব মিলিয়ে মেয়ে খাদিজার প্রতি তিনি খুব সন্তুষ্ট। তাঁর কাজে তিনি আনন্দ পান। খাদিজা তাঁর ঘরের শোভা। খাদিজার 'হ্যাঁ' যেমন সুন্দর .. খাদিজার 'না'ও সুন্দর। খাদিজার সবকিছু সুন্দর। সুন্দর মিশে আছে ওর সবকিছুতে। চলায়-বলায়-আচরণে।

বাবা খোআইলিদ ব্যবসার কাজে বাইরে থাকেন অনেক সময়। গৃহে ফিরেই খাদিজার দিকে ভীষণ মনোযোগ দেন তিনি। খাদিজার বিভিন্ন কর্মতৎপরতা লক্ষ করেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চপল-চলা উপভোগ করেন। তাঁর ভালোবাসাকাড়া পদচারণায় 'খোআইলিদ-গৃহ' যেনো জান্নাতের একটি টুকরো হয়ে উঠেছে। খাদিজার দিকে তন্ময়চিত্তে তাকিয়ে বাবা খোআইলিদ ভাবেন–

ওরা কী জালিম, যারা মেয়েদের দেখতে পারে না!
কী নিষ্ঠুর মেয়েদের প্রতি ওদের আচরণ!
কেনো এ নিষ্ঠুরতা? কেনো এ অন্যায়?
ওদের মাঝে কি নেই কোনো 'খাদিজা'?
কী সুন্দর আমার খাদিজা! ও আমার বাড়ির শোভা—প্রস্ফুটিত ফুল!
ও এ পরিবারের গর্ব—আনন্দ!

বাবা খোআইলিদ মেয়েকে অনেক সময় দেন। সুযোগ পেলেই তাঁকে কাছে নিয়ে বসেন। কথা বলেন। মেয়ের সাথে কথা বললে মেয়ে ভীষণ খুশি হন। কিন্তু খোয়াইলদের খুশি যেনো আরও বেশি। খাদিজার চাঁদমুখের দিকে মায়া-মায়া দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। তাঁর চপল-চলা, তাঁর চকিত-চাহনি, তাঁর কুদরতি রূপ-লাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব তাঁকে মনে করিয়ে দেয়— আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টিশীল কুদরতের কথা। কতো সুন্দর অবয়বে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। খোয়াইলিদ কথা বলতে বলতে এবং মেয়ের কথা শুনতে শুনতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

❋❋❋

খাদিজা খুব লাজুক মেয়ে। এতো কথা হয় ওর সাথে খোআইলিদের, তবুও সব কথা ওকে বলতে পারেন না। এই-যে বেশ কিছুদিন ধরে অনেক কুরাইশ যুবক আসছে। একের পর এক খাদিজার জন্যে প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে খাদিজাকে এখনো কিছুই বলা হয় নি। অপরদিকে ওদের কাউকে খোআইলিদের মনেও ধরছে না। কথা বললে মনে হয় ওরা যেনো শুধুই দুনিয়া চায়। তাঁর অঢেল প্রাচুর্যের উপর বুঝি ওদের চোখ পড়েছে। অবশ্য লাজুক স্বভাবের খাদিজার কানেও-যে এদের কথা একেবারে আসতো না– তা নয়। বাঁদিরা এসে বলতো। সখীরা এসে জানাতো। কিন্তু খুব কান দিতেন না। মন দিতেন না। এসব এড়িয়ে খাদিজা মশগুল হয়ে যেতেন নিজের কাজে, ঘরের কাজে। বাবা যেখানে আছেন সেখানে খাদিজা কেনো ভাববেন—মাথা ঘামাবেন? বাবাই ভাববেন, বর পছন্দ করবেন—শ্রেষ্ঠ বর। আদর্শ বর। দাম্পত্য-জীবন কোনো খেলনা নয়, এখানে আছে অনেক দায়-দায়িত্বের ব্যাপার। বাবা খোআইলিদের মুখে খাদিজা শুনেছেন—আদর্শ মানুষ ছাড়া আদর্শ পরিবার হয় না। আদর্শ পরিবার ছাড়া আদর্শ সমাজ হয় না। আদর্শ মানুষ সব জায়গায় আদর্শ হয়। এমন কখনো হতে পারে না যে একজন মানুষ পারিবারিকভাবে আদর্শ নয় কিন্তু সামাজিকভাবে আদর্শ। না, এটা হতে পারে না। কখনো হয় না। ঘরের মানুষই বাইরে প্রতিবিম্বিত হয়। পরিবারই সমাজে প্রতিবিম্বত হয়। সমাজই দেশে ও রাষ্ট্রে প্রতিবিম্বিত হয়। এভাবে পরিবার ভালো হলে সমাজ ও দেশ-রাষ্ট্র ভালো হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ ভুল করে। আগে নিজে ঠিক হয় না। আগে পরিবার ঠিক করে না। সমাজ ঠিক হবে কীভাবে?

❊❊❊

খোআইলিদের বাড়িতে আজ অনেক ভিড়। বনু মাখযূম-এর নেতৃবৃন্দ এখানে 'ভিড়' করেছেন। খুব আনন্দঘন পরিবেশে গৃহস্বামী খোআইলিদের সঙ্গে তারা আলাপ-আলোচনা করছেন। গভীর রাত পর্যন্ত চললো কথার উপর কথা; অনেক কথা। একসময় মজলিস ভাঙলো। বনু মাখযূম প্রসন্নচিত্তেই বেরিয়ে গেলো। খোআইলিদকেও বেশ আনন্দিত

দেখাচ্ছিলো। সবাইকে বিদায় দিয়ে তিনি নিজের কামরায় চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ স্ত্রী ফাতেমার সাথে কথা বললেন। তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন। একটু পর দুজনই বেরিয়ে এলেন। তাঁদের চেহারায় খুশির আভা। আনন্দের দীপ্তি। স্বস্তির ছায়া। অনেক খোঁজার পর কিছু পেলে যেমন হয়!

খোয়াইলিদ স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির আঙিনায় এসে বসলেন—তাঁর জন্যে পেতে-রাখা একটা নরম বিছানায়। হেলান দিয়ে বসলেন সুসজ্জিত একটা রেশমি তাকিয়ায়। পাশেই বসলেন ফাতেমা। খোয়াইলিদ খাদিজাকে ডাকলেন। খাদিজা এসে বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়ালেন। খোআইলিদ হাসিমুখে খাদিজার দিকে তাকালেন। খাদিজা দাঁড়িয়েই আছেন। খোআইলিদ জানেন, বসতে না বললে মেয়ে বসবে না। স্নেহঝরা কণ্ঠে খোয়াইলিদ বললেন :

-বসো মা! তোমার সাথে কথা আছে; অনেক গুরুত্বপূর্ণ! আমি তোমার স্পষ্ট মতামত জানতে চাইবো একটা ব্যাপারে। নির্দ্বিধায় তুমি মতামত প্রকাশ করো। এখন শোনো আমি কী বলছি, তারপর চিন্তা করে উত্তর দেবে!

দুই

সুসংবাদ

খাদিজা বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন। লাজরাঙা মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে মৃদু হাসির স্নিগ্ধ প্রভা। খোয়াইলিদ খাদিজার দিকে তাকালেন, তার কাজল-কালো ডাগর চোখের দিকে তাকালেন। মৃদু হাসির উজ্জ্বল দ্যুতিতে দ্যোতিত তার সুবিন্যস্ত দন্তরাজির দিকে তাকালেন। তারপর স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! কয়েক দিনের মধ্যেই তো আমাদের বাণিজ্য-কাফেলা শাম যাচ্ছে বিপুল পণ্য নিয়ে। তুমি তো সবকিছুর উপর চোখ রাখছো। আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি ও অবস্থা নিয়ে তোমার মন্তব্য কী?

খাদিজার মণিমুক্তা-সদৃশ দন্তরাজি ঝলমল করে উঠলো। মৃদুল হাসির পরাগে পরাগে বিনয়-নম্রতা ও আদবের সৌরভ ছড়িয়ে খাদিজা বললেন :

-চমৎকার এক কাফেলা! সাফল্য বয়ে আনবেই! লাভজনক ব্যবসা, কিছুতেই ব্যর্থ হবে না! আমাদের দক্ষ শ্রমিকরা ওখানে যে-সব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তার সবই নিয়েছে। সব মিলিয়ে চমৎকার প্রস্তুতি। সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা।

খোআইলিদ অপলক তাকিয়ে মেয়ের কথা শুনলেন। তাঁর ঠোঁটে তৃপ্তির, সন্তুষ্টির মৃদু হাসি! বললেন :

-খাদিজা! আমাদের কাফেলায় যে-সব শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে তোমার মত কী!

বাবার এ প্রশ্নটায় খাদিজা একটু অবাক হলেও মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন :

-তারা দক্ষ। তারা জানে কী করণীয় আর কী বর্জনীয়। পাশাপাশি সবাই আমানতদার ও বিশ্বস্ত।

খোআইলিদ পাশে-বসা স্ত্রীর দিকে একবার দেখলেন তারপর মেয়ের দিকে গভীর করে তাকালেন। তারপর মমতাঝরা কণ্ঠে বললেন :
-খাদিজা! তুমি কি জানো, মক্কার সবচেয়ে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী কে? জানো, কে পারে অনায়াসে লাভ তুলে আনতে?

খাদিজা একটু ভাবলেন। তারপর বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন :

-কোন লাভের কথা বলছেন বাবা! হারাম না হালাল?

-নিঃসন্দেহে হালাল! হারাম তো বিলীয়মান ছায়া, কোনো স্থায়িত্ব নেই! হারাম-পথে একবার কেউ লাভের মুখ দেখে ফেললেও পরবর্তীতে তা কেবল তার ক্ষতিকেই টেনে আনে! মূলধনের বরকতটাও সেই সাথে নষ্ট হয়ে যায়! আমি হালাল লাভের কথাই বলছি! এ-হালাল ব্যবসায় মক্কায় কে সবচেয়ে বেশি সফল ও অগ্রগণ্য, তা-ই আমাকে বলো!

খাদিজা এবার একে একে নাম বলে যেতে লাগলেন মক্কার সৎ ও আমানতদার সফল ব্যবসায়ীদের। খাদিজা চুপ করলেই খোআইলিদ 'আরও বলে যাও' বলে তাগিদ দিয়ে যেতে লাগলেন। এভাবে খাদিজা যখন 'কাঙ্ক্ষিত' নামটাও বলে ফেললেন এবং বলা শেষ করে থেমে পড়লেন তখন খোআইলিদ স্ত্রী—ফাতেমার দিকে তাকালেন। আবার খাদিজার দিকে তাকালেন। তারপর মুখে মিষ্টি হাসির টুকরো নিয়ে খাদিজাকে বললেন :

-খাদিজা! আতিক বিন আবিদের ব্যাপারে তোমার কী মত?!

খাদিজা বেশ আস্থার সাথে জবাব দিলেন :

-তিনি বনু মাখযূমের সফল ব্যবসায়ী। কোন পথে লাভ আসে তা তাঁর বেশ জানা। এখন তিনি সুসচ্ছল। তার ব্যবসায় সাফল্য বেড়েই চলেছে।

খোআইলিদ মাঝখানে জানতে চাইলেন :

-তার সব আয় কি হালাল পথেই?

খাদিজা এবার বাস্তব-জানা মানুষের মতোই উত্তর দিলেন :

-আমার বিশ্বাস, হালাল পথেই এসেছে তাঁর এ-খ্যাতি। হারামের ধারে-কাছেও তাঁর যাওয়ার কথা না। তা ছাড়া তিনি একজন বীরপুরুষ।

আমার জানামতে, পরিবারের কাছে তিনি যেমন প্রিয়, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার কাছেই তেমন প্রিয়।

খাদিজা থামলেন। কিছুক্ষণ পর অবাক-কণ্ঠে জানতে চাইলেন :

-বাবা! তুমি কি আমাদের বাণিজ্য-কাফেলার দায়িত্বটা এবার তাঁর উপরই ন্যস্ত করতে চাইছো?

খোআইলিদ মেয়ের দিকে তাকালেন গুণমুগ্ধ চোখে, বললেন মমতাভরে :

-হ্যাঁ, তাঁর উপর একটা দায়িত্ব আমি অর্পণ করবো, সেটা এ-ব্যবসার চেয়ে, সম্পদের চেয়ে অনেক দামি! সম্পদ দিয়ে এর মূল্যমান নির্ধারণ সম্ভব নয়!

খাদিজা আনত-মুখে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল গত রাতের অতিথিদের দীর্ঘ বৈঠকের কথা! খাদিজার আর বুঝতে বাকি রইলো না— বাবার কথার কী অর্থ! লজ্জায় তাঁর রাঙা চেহারা আরও রবিরাঙা হয়ে উঠলো! তাঁর নতমুখ আরও নত হয়ে গেলো! তাঁর মুখে কোনো কথাই সরলো না!

খাদিজার মা ফাতেমা ভাঙতে চাইলেন সে লাজরাঙা নীরবতা!

-মা খাদিজা! বলো না, আতিকের ব্যাপারে তোমার কী মত!

খাদিজার চেহারা আরও লাজরাঙা হয়ে উঠলো। সকাল বেলার টুকটুকে লাল সূর্যের মতো। মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনায়াসে ভাবপ্রকাশের যে-স্বভাবজাত গুণটি তাঁর ভেতরে সযত্নে রক্ষিত আছে, তার প্রতিটি কিনারা ধরেই তিনি টান দিলেন, শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন, তবুও আজ কথা বলতে পারলেন না। কী যেনো বার বার তাঁর কথা বলার শক্তি কেড়ে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। উচ্চারণের পূর্বলগ্নেই সব কথা যেনো জড়িয়ে যাচ্ছে! এদিকে মা-বাবা অনিমেষ তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে, তাঁর সাহসী মতামত শুনতে।

এভাবে কেটে গেলো আরও অনেকগুলো নীরব প্রহর। খাদিজা সেই নিশ্চুপ দাঁড়িয়েই আছেন। খোআইলিদ কোমলকণ্ঠে আবার জানতে চাইলেন তাঁর ইচ্ছের কথা। খাদিজাও আবার লাজুকতার লালিমার ছায়ায় একটু শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেন। ক্ষীণকণ্ঠে পিতাকে বললেন :

-বাবার মতই আমার মত!

খোআইলিদ অমন জওয়াবই আশা করছিলেন। তিনি মেয়েকে কাছে বসালেন। তাঁর লাজ-রক্তিম কপালে স্নেহ-চুম্বন এঁকে দিলেন! আনন্দঝরা কণ্ঠে বললেন :

-আমি আস্থার সাথেই বলতে পারি, তুমি আতিকের উপযুক্ত! আতিকও তোমার উপযুক্ত! আল্লাহই সব কল্যাণের আধার। তিনিই মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, শ্রেষ্ঠ নারীর জন্যে শ্রেষ্ঠ বর। শ্রেষ্ঠ বরের জন্যে শ্রেষ্ঠ নারী। আমি তোমার জন্যে তাকে নির্বাচন করেছি আল্লাহ তাকে তোমার জন্যে নির্বাচন করার পর! আল্লাহর নির্বাচনই বড় নির্বাচন। আশা করছি, 'এ বন্ধনে' তিনি বরকত দান করবেন। আমি আরও আশা করছি, আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি আতিককে নিয়ে সুখী হবে!

ফাতেমা খাদিজাকে স্নেহ-পরশে টেনে আদর করলেন। সোহাগভরে চুমু খেলেন। তারপর স্বামী খোআইলিদের দিকে তাকিয়ে স্পষ্টকণ্ঠে বললেন :

-কিন্তু আমরা এক্ষুনি বিবাহ-অনুষ্ঠান করতে পারবো না, যেমনটা চাইছে আতিকের খানদান। একটু সময় নিতে হবে। অনেক জাঁকজমকের সাথে আমি মেয়ের বিবাহ দিতে চাই। এ জন্যে আমাদের অনেক পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন!

খোআইলিদ বললেন :

-আমি দুয়েক মাস পেছানোর চেষ্টা করবো আতিককে বুঝিয়ে। যাতে আমাদের শাম ও ইয়ামেনের বাণিজ্য-কাফেলা আমাদের চাহিদামতো সবকিছু নিয়ে আসতে পারে। তা ছাড়া আমাদের সঞ্চয়-ভাণ্ডারে তো কম নেই! আল্লাহ অনেক দিয়েছেন! সুতরাং হে ফাতেমা, মেয়ের বিবাহের প্রস্তুতি নিতে হাত খুলে খরচ করো! আমার সব সম্পদ খাদিজার জন্যে! এরপর তিনি হাসতে হাসতে বললেন :

-আমি এরচে' বেশি দেরি করতে চাই না!

ফাতেমা এ কথা শুনে হাসলেন। এদিকে খাদিজার গাল গোলাপরাঙা হয়ে উঠলো। এরপর খোআইলিদ ও ফাতেমা বিশ্রামে চলে গেলেন, মেয়ের আগামী দিনের নতুন জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে।

আহারে! মেয়েকে এখন অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে। মেয়েকে এখন অন্যের বাড়িতে পাঠাতে হবে! যার সাথে এবং যে বাড়ির সাথে তার বিশেষ কোনো পূর্ব-পরিচয় নেই।

এদিকে খাদিজার মনে তখন না-জানি আগামী জীবনের কতো ছবি ভেসে উঠছিলো। পিত্রালয়ের হাজারো সুখ-স্মৃতি নিশ্চয়ই তাঁর মনে ভেসে ভেসে উঠছিলো। শৈশব-কৈশোরের কতো স্মৃতি মিশে আছে এ বাড়িতে। এ বাড়ির আঙিনায়। একটু দূরের ওই পাহাড়টার কাছে। এ-সব ছেড়ে এখন চলে যেতে হবে আরেক নতুন ঠিকানায়। প্রায় অজানা, অচেনা। কিন্তু কী আর করা! মেয়ে হয়ে জন্মালে পিত্রালয় ছাড়তেই হয়। স্বামীগৃহই হয়ে যায় আসল ঠিকানা। সেখানে পরজনকেই করে তুলতে হয় আপনজন। এ-ই নিয়ম। আল্লাহর অমোঘ বিধান।

তিন

কুরাইশের নববধূ

একদিন মক্কার বাণিজ্য-কাফেলা ফিরে এলো। সাথে নিয়ে এলো রঙ-বেরঙের পণ্য। খাদ্য, ফল, সুগন্ধি, পরিধেয় বস্ত্র, নানা রকমের অলঙ্কার। আরও কতো কী! এ কাফেলায় খোআইলিদ ও আতিকের উট-বহরও ছিলো। বয়ে-আনা পণ্যের ভেতরে সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান পণ্য ছিলো— খাদিজার বিবাহ উপলক্ষে নিয়ে আসা অভিনব সব পাত্র, পোশাক ও বিছানা, পারসিক বিছানা, নানা রকমের সুগন্ধি ও গালিচা, এ-সবই বিবাহ উপলক্ষে খোআইলিদের ফরমায়েশি মালামাল। সব তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন আতিকের বাড়িতে। অপরদিকে আতিকও খাদিজার উপযোগী মহামূল্যবান সামগ্রী এনেছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন খাদিজাদের বাড়িতে।

সারা মক্কা অধীরচিত্তে অপেক্ষা করছিলো আতিক-খাদিজার বন্ধন-রজনী—লাইলাতায যাফাফের! দরিদ্র ও অসহায়রাও অপেক্ষা করছে এ-কাঙ্ক্ষিত দিনটির। ওদের চিন্তায় কাজ করছে কেবল এ চিন্তা— কয়েকদিন খুব মজা করে খাওয়া যাবে। খাবার-দাবারের একটা আচ্ছা ধুম পড়বে। মোটা মোটা উট জবাই হবে। গোশত যেমন খাওয়া যাবে, সাথে করে নিয়েও যাওয়া যাবে। অবাধে। কেউ বাধা দেবে না। এ বাড়ির দরোজা আগে যেমন খোলা ছিলো, এখনো খোলা। এখন আরও বেশি করে খুলে যাবে। মুক্ত অবারিত হয়ে যাবে।

তরুণ—যুবারাও ওই দিনটির জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে ওদের মজাটাই তো সবচেয়ে বেশি হয়! তৃপ্তিভরে খাওয়া-দাওয়া শেষে অসি-চালনায় নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা উজাড়

করে দাও! আঘাত করো! আবার আঘাত করো! আঘাতের জবাবে পাল্টা আঘাত করো, আরও জোরে, আরও শাণিতভাবে। আনন্দঘন রুপোলি রাতের মায়াবি পর্দায় বসে খুলে দাও নৈশালাপের ঝুলি। পিপাসায় পান করো তৃপ্তিভরে। ধনীদের বিবাহ-অনুষ্ঠানগুলো অমন জাঁকজমকপূর্ণই হয়ে থাকে। থাকে সাজ-সজ্জার বাহার! খাওয়া-দাওয়ার ধুম! আনন্দ-উল্লাসের অবাধ প্রকাশ! নির্ঘুম রাতের আনন্দভরা গল্পের আসর জমে ওঠেই! আকাশে রূপালি জোছনা থাকুক কিংবা না থাকুক!

বুড়োরাও খাদিজা-আতিকের অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। তারাও বাদ পড়তে চায় না এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রাণময়তা থেকে। তারাও চায় প্রাণোচ্ছ্বলতায় একটু 'সিক্ত' হতে। তা ছাড়া খোআইলিদের অমন উদার সুন্দর নিমন্ত্রণ কি 'বয়কট' করা যায়! মক্কায় অমন সুন্দর করে কে আর দাওয়াত দেবে?

এ-সকল মানুষের বাইরে আরও একটা দল অপেক্ষা করছিলো এ দিনটির। এরা আতিকের প্রতি হিংসাপরায়ণ। ওরা খাদিজাকে পাওয়ার জন্যে অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছে। কিন্তু শেষটায় আতিক সবাইকে পেছনে ফেলে আগে চলে গেছেন। এ জন্যে দুঃখে-আফসোসে হৃদয় ওদের কেবলই পুড়ছিলো—হিংসার আগুনে। দিনক্ষণ যতোই এগিয়ে আসছিলো ওদের জ্বলনও ততোই বাড়ছিলো। অবশ্য বাইরে বাইরে ওরাও সবাইকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিলো যে খাদিজার শুভদিনটির অপেক্ষায় আমরাও প্রহর গুনছি। আমরাও চাই এ আনন্দে অংশ নিতে।

হ্যাঁ .. অপেক্ষা ছিলো পুরুষের মতো নারীমহলেও। কেমন পোশাকে খাদিজার অনুষ্ঠানে ওরা যাবে? কেমন পোশাকে গেলে মান রক্ষা হবে? এ ভাবনাই হয়ে দাঁড়ালো ওদের নিত্যভাবনা। আরেকদল নারী ভাবছিলো অন্য কথা। এরা অভাবী। দারিদ্র্যপীড়িত। এই আনন্দের দিনে নিশ্চয়ই ফাতেমা তাদের কথা ভুলবেন না। তাঁর দান ও দয়া পাওয়ার অমন উপযুক্ত উপলক্ষ আর কী হতে পারে? সব সময়ই তো তিনি তাদেরকে দিয়ে এসেছেন! আজ আরও দেবেন; ভরে দেবেন! আজ তো ভরে দেবারই দিন! আজ তো মনভরে পাবারই দিন! আজ আকাশে মেঘ না

থাকলেও বৃষ্টি নামবে, ঝোঁপে ঝোঁপে! আজ ফাতেমার আকাশ শুধুই দানের আকাশ! দানবৃষ্টিতে আজ তারা সিক্ত হবে, ভিজে যাবে! আজ ভিজে যাবারই দিন!

ফাতেমা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাদেরকে মূল্যবান উপহার দিয়েছেন তারাও এখন সে ঋণ শোধ করতে চাইছে। এ জন্যে খাদিজাকে দেয়ার জন্যে দামি দামি উপহার ক্রয় করছে। আজ তো বদলা দেবার দিন! আজ ফাতেমার মতো মহীয়সীর কৃতজ্ঞতা আদায় করার দিন। আজ দাতাকে ফেরত দেবার দিন। আজ বিনিময়ের বিনিময় দেওয়ার দিন।

না, শেষ হয়নি! অপেক্ষার তালিকায় আরও কিছু মানুষ আছে! ওরা হলো কা'বার খাদেম! ওরা কেনো বঞ্চিত হবে? সাধারণত সব ধনীদের বিবাহ-অনুষ্ঠানেই কিছু না-কিছু ওরা পায়। কিন্তু খোআইলিদ-তনয়ার বিবাহ অনুষ্ঠানটা ওদের চোখে একদম ভিন্ন। আজ প্রাপ্তির দেখা মিলবে না শুধু। আজ প্রাপ্তির রিমঝিম বৃষ্টি নামবে! নাহ! ঢল নামবে! নাকি বন্যাই বয়ে যাবে?! হোক সে 'বন্যা' মরু-মক্কাতেই!

ওরা ফুরফুরে মেজাযে কা'বাকে সাজাতে লাগলো সে দিনটির জন্যে!

❄❄❄

খাদিজার আম্মা ফাতেমা এখন কী করছেন? কী ভাবছেন? একটু খোঁজ নেয়া যাক! তাঁর অনেক কাজ! দায়িত্বটা-যে বিশাল! তিনি দুহাতে সব গুছাচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও উপকরণ—সব! ভাবছিলেন ছোট-বড় সব বিষয় নিয়ে। মনে মনে তিনি রচনা করছিলেন প্রিয় মেয়ে খাদিজার ঘর-সংসারের কতো লাল-সবুজ চিত্র! আর বাস্তবেও তিনি তা থরে থরে সাজাতে লাগলেন। তাঁর একটাই চিন্তা, খাদিজার যেনো কষ্ট না হয়। খাদিজার যেনো আরাম হয়। খাদিজার মনে যেনো না থাকে কোনো অভাব ও শূন্যতাবোধ। পারিবারিক সুখ-শান্তি ও স্বস্তি হোক খাদিজার নিত্য পাওয়া। তিনি এসব নিয়ে ভাবেন, ভাবতেই থাকেন। মেয়ে খাদিজার আসবাবপত্রে কোনো কমতি থাকতে পারবে না। তাহলে মানুষ বলাবলি করবে, খাদিজার চেয়ে 'ঐ মেয়ের' বিবাহ-আয়োজনটা আরও

সুন্দর ছিলো। উপায়-উপকরণ অনেক বেশি ছিলো। আরও জাঁকজমকপূর্ণ ছিলো।

ভাবছিলেন খাদিজাও— নতুন জীবনের দায়িত্বভারের কথা। আরও ভাবছিলেন কেমন হবে আগামী দিনগুলো; সুখের না দুঃখের। কারও কারও জীবনে তো দুঃখও আসে। কেউ হাসে সুখের হাসি। কেনো এ দুঃখ? কেনো ওই সুখ? কারণ আছে। দুঃখের যেমন কারণ আছে, সুখেরও কারণ আছে। দুঃখের কারণ বর্জন করতে হয়, সুখের কারণ অর্জন করতে হয়। খাদিজা বর্জন করবেন দুঃখের কারণ। অর্জন করবেন সুখের কারণ।

❄❄❄

এবার বলি খাদিজার বাঁদিদের কথা। ওরা সীমাহীন আনন্দিত। একবার আসছে একবার যাচ্ছে। খাদিজাকে উপলক্ষ করে ওরা সুরেলাকণ্ঠে গুনগুন করছে, সময়ের ধারায় .. সময়ের ভাষায়। খাদিজাদের বাড়িটি সুরময় হয়ে উঠেছে। সুরের গুঞ্জরন কখনো বাড়ে দুতলায়, কখনো তিনতলায়। কখনো মূর্ছনা ছুঁয়ে যায় আঙিনায় বিচরণ করা মানুষের কান। ওদের কেউ যখন খাদিজার কাছে চলে আসে, ওর কণ্ঠটা তখন আরও বেশি বেজে ওঠে, বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ওরা যেনো খাদিজার বাঁদি নয়, সখী! যেনো কেনো? খাদিজা তো ওদের সঙ্গে সখীর মতোই আচরণ করেন! হ্যাঁ, ঠিক সখীই ভাবেন! কে বলতে পারবে— খাদিজার দুর্ব্যবহার কারও চোখে আঁসু এনেছে?
মনের আকাশে জমিয়েছে কারও কালো মেঘ?
এ জন্যেই খাদিজার এইসব 'সখীদের' প্রত্যেকই এখন কামনা করছে— হায়! খাদিজা যদি আমাকে, শুধু আমাকে নিয়ে যেতেন স্বামীগৃহে— আতিকালয়ে!

খাদিজার মনে বাজছে চিরন্তন 'বিরহ-সুর'। উদাস (হয়তো ছলছল) চোখে দেখছিলেন তিনি বাবার বিশাল বাড়ি। তার আশপাশ। সবকিছু। আহা, সবকিছু কী মায়া-জড়ানো! স্মৃতি-মোড়ানো! এখন সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে এমন এক বাড়িতে, যা তাঁর কাছে অজানা অচেনা! এমন এক মানুষের কাছে, যাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই—কেবল দূর থেকে

শোনা-শোনা! কেমন হবে সেই বাড়ি? কেমন হবে সেই মানুষটি? খাদিজার একটু ভয়ভয় করে। কিন্তু খাদিজা সে ভয়কে মনে জায়গা দেন না। মনে শক্তি সঞ্চয় করেন। ভয়কে ঠেলে অনেক দূরে সরিয়ে দেন। তারপর মনের সাথে কথা বলেন ফিসফিস কণ্ঠে :

কেনো আমি অমন ভয় পাচ্ছি ভবিষ্যৎ নিয়ে? ভবিষ্যৎ তো আল্লাহ্‌র হাতে! দাম্পত্যজীবনে আমার কাছে কী চাওয়া হবে? বিবাহ হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা। আমি মনেপ্রাণে আমার স্বামীকে সহযোগিতা করবো। আমি নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দেবো। আমি তাঁর বাঁদি হয়ে যাবো! অপরদিকে আমার আনুগত্যের 'যাদু' দিয়ে তাঁকে বশীভূত করে ফেলবো, আমার 'গোলামে' পরিণত করবো! তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই হবে আমার সাধনা। আমি তাঁর প্রতি থাকবো চিরবিশ্বস্ত, সবকিছুতে। আমার হাতে তাঁর কিছুই নষ্ট হবে না। না মাল নষ্ট হবে, না বিশ্বাস নষ্ট হবে।

খাদিজা থামলেন। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর 'নিজেরে নিয়ে নিজের কথা' বন্ধ হলো। একটু পর আবার তিনি সবাক হলেন। আবার তিনি মনকে লক্ষ করে বললেন :

কেনো আমি ভয় পাবো? পিত্রালয়ে সবকিছু তো আমিই আঞ্জাম দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি! বাবার আস্থা ও বিশ্বাস কুড়িয়েছি! সবকিছুতেই ঝিলমিল করছে আমার কর্ম ও কর্মপরিচালনার ছাপ! এতোদিন এখানে যা শিখেছি তা-ই ওখানে গিয়ে প্রয়োগ করবো। কাজে লাগাবো। এখানে যেমন আমি সফল হয়েছি ওখানেও আমি সফল হবো! এখানে যেমন আমি সন্তুষ্টি অর্জনে সফলকাম হয়েছি ওখানেও আমি সফলকাম হতে পারবো! আমাকে আল্লাহ দান করেছেন বুদ্ধি। দিয়েছেন বিচারক্ষমতা। প্রবল অনুভূতিশক্তি। সব আমি কাজে লাগাবো। সব কাজে লাগালে কেনো আমার স্বামী আমার উপর রাগ করবেন? কেনো আমি তাঁকে অসন্তুষ্ট করবো? তাঁর জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবো? তাঁর জীবন-যাপনকে সুখঘেরা না-করে কেবল বিষিয়ে তুলবো?

খাদিজা এমন অনেক যুবতীর কথাই ভাবেন, যারা দাম্পত্যজীবনে সফল হয় নি। খাদিজা এ জন্যে ওদেরই দোষ দেন, স্বামীদের নয়।

কেননা, এ যুবতীরা স্বামীদের আরাম ও স্বস্তি দিতে পারে নি, ব্যর্থ হয়েছে। ওরা ভাবে নি, ভেবে দেখে নি, কেনো এ বিবাহ-বন্ধন? কেনো ওরা পিত্রালয় ছেড়ে অজানা অচেনা পরিবেশে এসেছে।

হ্যাঁ .. এসব ভাবতে ভাবতে খাদিজা এখন অনেক স্বস্তি অনুভব করছেন। না, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। আর কোনো ভয় নেই। আল্লাহই সব সহজ করে দেবেন। ভয় নেই আর 'লাইলাতুয যাফাফ' (দু'টি পৃথক মানুষ আল্লাহর নামে এক হয়ে যাওয়ার রাত) নিয়ে, যা এখন খুবই কাছে, হাতে গোনা কয়েকটা দিনরাত্রি।

খাদিজার মা ফাতেমা খাদিজাকে সুযোগ পেলেই বলে দিচ্ছেন দাম্পত্যজীবনের ছোট-বড় সব কর্তব্যের কথা। কী করণীয় এবং কেনো করণীয়, কী বর্জনীয় এবং কেনো বর্জনীয়— সব খুলে-খুলে তিনি মেয়েকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বিবাহের বাকি এ দিনগুলো যেনো হয়ে উঠেছে— 'পাঠশালা'। ছাত্রী হলেন খাদিজা আর শিক্ষিকা হলেন ফাতেমা। কী সুন্দর পাঠশালা! কী উত্তম বিষয়বস্তু! সুবোধিনী খাদিজার সামনে সুহাসিনী ফাতেমা সব মেলে ধরছেন। খাদিজার সামনে খুলে যেতে লাগলো একের পর এক বদ্ধ কপাট। অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ এখন কী স্পষ্ট! খাদিজার মন এখন শান্ত-প্রশান্ত। খাদিজার হৃদয় এখন আলোকোদ্ভাসিত। কেননা একের সাথে এখন আরেক মিলিত হয়ে যোগ সংখ্যা দুই হয়েছে! অর্থাৎ খাদিজা যা যা ভাবছিলেন করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে, মা-ও ঠিক তা-ই তা-ই বলেছেন। তার চিন্তার সাথে মিলে গেছে, বরং মিশে গেছে মায়ের চিন্তা।

❋❋❋

অবশেষে এলো বিবাহের প্রতীক্ষিত সেই দিন। অনুষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লগ্ন। খোআইলিদ-গৃহ পূর্ণ হয়ে গেলো আত্মীয়-স্বজনে। সখী ও বান্ধবীদের ভিড়ে ভরে গেলো। বনু মাখযূমের মহিলারা এলো আতিক-প্রেরিত মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে। এলো কুরাইশ নারীরাও নিজেদের উপহারসামগ্রী নিয়ে। তারপর কতো-যে উট জবাই হলো, সারা মক্কার কতো-যে মানুষ খেতে এলো, তার কোনো হিসাব রইলো না।

খোআইলিদ-গৃহে গীত হতে লাগলো নারীকণ্ঠের বিবাহ ও আনন্দ সঙ্গীত। কন্যা-সাজানেরা লেগে গেলো সাজানোয়। সুন্দর নববধূকে আরও সুন্দর ও রূপবতী করে তুলতে। সুন্দরের উপর আরও সুন্দর। দিনটাও ছিলো আশ্চর্য সুন্দর। প্রকৃতি ছিলো স্থির শান্ত। চারদিকে বইছিলো ঝিরঝিরে বাতাস। সারা মক্কা আজ উৎসবে মেতে উঠেছে। খোআইলিদ-গৃহকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত হচ্ছে। মক্কার উৎসবমুখর সময় এগিয়ে চলেছে সামনে।

দিবাবসানে এলো সন্ধ্যা। চারদিক ছেয়ে গেলো রাতের আঁধারে। আজকের আঁধারেও যেনো আলোর ঝিলিমিলি। অবশ্য আকাশেও আছে তারকার মিটিমিটি। এ সময়েই কা'বার সন্নিকটে 'আকদ' সম্পন্ন হলো। আকদের পর সবার মুখাবয়বে খুশির আলো ঝলমলিয়ে উঠলো। সবাই আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কা'বা তাওয়াফ করতে লাগলো। খাদিজা-আতিকের সুখময় শান্তিময় দাম্পত্যজীবনের জন্যে দু'আ করতে লাগলো। খোআইলিদ-গৃহ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি-মধুর হর্ষোল্লাসধ্বনি। মক্কার এখানে ওখানে তা গড়িয়ে পড়ছে। মক্কার মানুষের মনে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হলে সবাই আসর জমিয়ে বসলো। গোল আসরের মধ্যমণি হয়ে হয়ে বসলো মক্কার নেতা ও সরদারেরা। মধ্যিখানে এসে হাজির হলো মক্কার বীর সন্তানেরা, অসি ও নেযা চালনায় যাদের জুড়ি মেলা ভার। শুরু হলো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। চললো আক্রমণ প্রতিআক্রমণ। পাশাপাশি জ্বলে জ্বলে উঠলো প্রতিরোধ। প্রকৃত লড়াইয়ের মতো এখানেও ছিলো 'হারজিত'। যারা জিতলো তারা পেলো উষ্ণ অভিনন্দন ও বাহবা। যারা হারলো তারা মাথাটা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে এলো। হতাশা-ছাওয়া চেহারা নিয়ে। কপালের দরদর ঘাম মুছতে মুছতে। পরবর্তী লড়াইয়ে লজ্জার আবির থেকে মুক্তি পাওয়ার গজগজে (ক্রুদ্ধতা মেশানো) সংকল্প নিয়ে।

চার
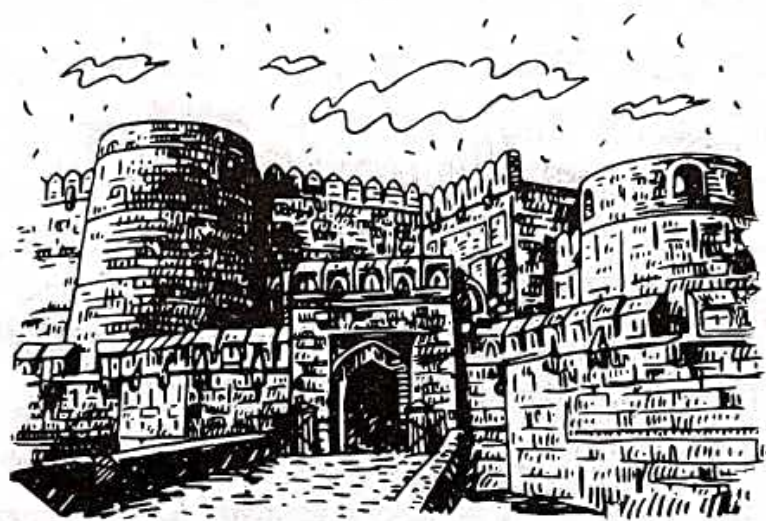
মক্কার ধর্মযাজক

উচ্ছ্বাসমাখা হাসি-আনন্দে আর মন ছুঁয়ে-যাওয়া সঙ্গীতে সবাই মুগ্ধ। সবার চেহারায় ঝলমল করছে স্বল্পালোকিত রাতের মায়াবি দ্যুতি। কিন্তু একজন বসে আছেন তাদের কাছে, একটু দূরে গম্ভীর হয়ে। এই গণআনন্দেও তার যেনো আনন্দ নেই। এই গণজোয়ারেও তার যেনো কোনো প্রবহমানতা নেই। কেমন নীরব নিস্তব্ধ ভাবলেশহীন। আপন ভুবনে নিমজ্জিত। নিজের চিন্তায় সমাহিত। কখনো তাকাচ্ছেন গভীর দৃষ্টিতে এদের দিকে .. ওদের দিকে। আসরের কাছে তিনি যে অপরিচিত তা নয়, মক্কার সবাই তাকে জানে, চেনে। মক্কার পাহাড়-পর্বত-উপত্যকা– সব তাকে চেনে। এ জন্যে সবাই তাকে কাছে আসতে বললো। আজকের এ আনন্দে শরিক হতে বললো। পান করতে বললো। সঙ্গীত উপভোগ করতে বললো। খোআইলিদ তাকে ডেকে উঠলেন এই বলে :

-ওয়ারাকা! অমন গম্ভীর হয়ে বসে আছো যে! এসো, কাছে এসো! আজ আনন্দের দিন। চাচাতো বোন খাদিজার আনন্দে কেনো তুমি অংশ নেবে না?!

ওয়ারাকা চাচার কথায় মৃদু হেসে বললেন :

-চাচা! আপনি তো জানেন, এসব গান-আনন্দ আমার ভালো লাগে না। আপনাদের জগৎ থেকে আমার জগৎ আলাদা!

খোআইলিদের পাশের একজন বলে উঠলো :

-ওয়ারাকা! তুমি-যে কী! তুমি কি বদলাবে না? এক কাজ করো তাহলে, মক্কা ছেড়ে চলে যাও! সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাও! মক্কার মানুষের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? মক্কার ধর্ম মানো না তুমি! মক্কার সমাজ মানো না তুমি!

তার সাথে যোগ দিলো আরেক লোক :

-ওয়ারাকা! তুমি মক্কার নও, মক্কাও তোমার নয়! তোমার দীন-ধর্ম ভীনদেশি—রোম থেকে পাওয়া! আমাদের উপাস্যদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কেনো তুমি পড়ে আছো এখানে? আমাদের উপাস্যরা তোমার চোখে মূল্যহীন? মোটেই তা ভেবো না! আমাদের উপস্যরা আমাদের সাহায্য করে। দেখে দেখে রাখে। বিপদে সাহায্য করে। আমাদের 'গায়ে' মঙ্গল ও কল্যাণ ঢেলে দেয়। ওয়ারাকা! এই-যে দেখতে পাচ্ছো না, আজ আমাদের কী আনন্দ? এ আনন্দ আমাদের উপাস্যদেরই দয়া ও দান! আজ তো খোআইলিদ-কন্যা খাদিজার বিবাহ-অনুষ্ঠান। আজ খাদিজা চলে যাবে আতিক বিন আবিদের গৃহে। এ উপলক্ষে তুমি যে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন দেখছো, তাতে কে মজা ও রস ঢেলে দিয়েছে—জানো? সে আমাদেরই এই উপাস্যরা! আমাদের এই-যে আজকার হাসি-আনন্দ, তাও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এই উপাস্যদেরই বরকতে! সুতরাং হে ওয়ারাকা! তুমি তোমার নিরস জগৎ ছেড়ে আমাদের সরস জগতে প্রবেশ করো! ভোগ করো আনন্দ, আমাদের সাথে মিশে যাও! নইলে তুমি পস্তাবে, কঠিন মাশুল দেবে! অনেক কল্যাণ তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে!

আরেকটা বিদ্রূপ-কণ্ঠ বেজে উঠলো পাশ থেকে :

-ওয়ারাকা! কবে থেকে তুমি অমন সাধু বনে গেলে? কেনো 'ধর্ম নিয়ে' এতো খোঁজাখুঁজি করছো? কেনো দেশে-দেশে এতো ঘোরাঘুরি করছো? এ সবই আত্মপ্রতারণা, বুঝলে হে ওয়ারাকা? আশ্চর্য! বাপ-চাচাদের কাছ থেকে কিছুই তুমি শিখলে না! তুমি কী চাও আসলে? তুমি কি আমাদের সবকিছু নষ্ট করে দিতে চাও?

আরও অনেকেই এ বিদ্রূপমাখা আলোচনায় অংশ নিলো। কিন্তু ওয়ারাকা তেমন কিছুই বললেন না। দীর্ঘশ্বাসজড়িত কণ্ঠে কেবল উচ্চারণ করলেন :

-করো, যতো পারো বিদ্রূপ করো আমাকে নিয়ে! এমন একদিন আসবে, যখন আমি বিদ্রূপ করবো তোমাদের নিয়ে! জানো, সে সময়টা কখন? সে সময়টা হলো নবীর আগমনের মহালগ্ন! হ্যাঁ .. সে নবী

আসবেন এই তোমাদেরই মধ্য থেকে! তিনি এসে তোমাদের এ-সব মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দেবেন! তোমাদের বাতুলতাকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন!

ওয়ারাকার কথা শুনে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, ওয়ারাকা যেনো পাগল! তার মুখে যেনো পাগলের অসংলগ্ন উক্তি! একজন চিৎকার করে বলে উঠলো— কে সেই নবী, ওয়ারাকা? কোন বংশে তার আগমন? তুমিই তো নও?! তুমি পাগল হয়ে গেছো ওয়ারাকা, তুমি পাগল হয়ে গেছো! তুমি দ্রুত মক্কা ছাড়ো, আবার তোমার 'দেশভ্রমণে' বের হও! ধর্মচর্চা করোগে গিয়ে! কিন্তু মনে রাখবে, অন্য কোনো ধর্মটর্ম মক্কায় আমদানি করলে আমরা তোমাকে ছাড়বো না! আমাদের ধর্ম শুধু আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম!

হঠাৎ শোনা গেলো একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির গম্ভীর কণ্ঠ, এই.. থামো তো! কী তর্ক শুরু করলে তোমরা? তোমরা তো দেখছি আজকের আনন্দের রাতটাকেই বালি করে দিচ্ছো! সাবধান! আর একটা কথাও নয়! এখন চলবে শুধু গান! শুধু পান!

আবার শুরু হলো গান আর পান! হর্ষোল্লাস আর দফের আওয়াজে আবার নেমে এলো আসরীয় মাদকতা!

❄❄❄

মান্যবর কুরাইশ সরদার আবদুল মুত্তালিবও এ আনন্দ-অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। আজকের এ আনন্দ-অনুষ্ঠানের পূর্বে কুরাইশ কোনো আনন্দ-অনুষ্ঠান করে নি। আর এর কারণ হলো আবদুল মুত্তালিবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ। প্রিয় ছেলে আবদুল্লাহকে তিনি খুব ঘটা করে বিবাহ করিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই আবদুল্লাহ চলে গেলেন! আবদুল্লাহর শোকে আবদুল মুত্তালিব ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শোকে সারা মক্কা শোকের চাদর পরলো। সব আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলো। নেতা যদি শোক-বিহ্বল থাকে, অন্যরা কেমন করে আনন্দ করবে? আজ অনেক দিন পর মক্কা আবার আনন্দ দেখলো। আনন্দের পরিবেশ উপভোগ করলো। স্বয়ং আবদুল মুত্তালিবও তাতে অংশ না নিয়ে পারলেন না। কিসের টানে শোকাকুল আবদুল

মুত্তালিব এখানে আকুলচিত্তে ছুটে এলেন— তা নিজেও পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না। এখানে এসে যেনো সব শোক তিনি কাটিয়ে উঠেছেন! নাহ! শুধু শোক কাটিয়ে উঠেছেন বলছি কেনো? তিনি অফুরন্ত আনন্দও অনুভব করছেন! হৃদয়টা ভরে গেছে স্বস্তি ও প্রশান্তিতে। কারণ আছে। এখানে এসেছেন বলেই যে তাঁর মনটা শান্ত ও প্রশান্ত হয়েছে, কেবল তা-ই না, আরও কারণ আছে। তা হলো আল্লাহ আবদুল্লাহর বিনিময় দান করেছেন তাঁকে। আবদুল্লাহর স্ত্রী আমেনার গর্ভে জন্ম নিয়েছে এক শিশু। তার নাম রেখেছেন তিনি আদর করে— মুহাম্মদ।

এ মুহাম্মদের বরকতেই এখন তাঁর শোক পরিণত হয়েছে আনন্দে। স্বস্তিতে। প্রশান্তিতে। সবাই মুহাম্মদের আগমনে আবদুল মুত্তালিবকে মুবারকবাদ জানাচ্ছিলো। আর খাদিজার এ বিবাহ-অনুষ্ঠানে বসে সবাই আবদুল মুত্তালিবের উদ্দেশে এ কামনাও করছিলো যে আল্লাহ যেনো তাঁর হায়াতকে দারাজ করে দেন, যেনো তিনি প্রিয় নাতি মুহাম্মদের বিবাহ-অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকতে পারেন! জবাবে আবদুল মুত্তালিব হাসেন কৃতজ্ঞতার হাসি, যে হাসিতে লুকোনো আছে এই নীরব ভাষা— সে কী করে হবে! আমার যে এখন অনেক বয়স হয়েছে! আমি পারবো এই দুধশিশুর বিবাহ দেখে যেতে? আহ! আল্লাহ যদি এমনটি করতেন!

নৈশালাপ চললো ফজর-অবধি। এর মধ্যে নববধূ বনু মাখযূমে আতিক-গৃহে যাত্রা করেছেন। আতিক অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছেন নিজের বাড়িটি, খাদিজার উপযুক্ত করে। এদিকে ধীরে ধীরে অন্যরাও চলে গেলো নিজেদের বাড়িতে, খুশির রাঙা আবির মেখে।

খাদিজা প্রবেশ করলেন নতুন জীবনে। এ জীবনের কতো স্বপ্ন এঁকেছেন তিনি মনে মনে। এ জীবন নিয়ে কতো আশা বাসনা লুকিয়ে ছিলো তাঁর মনোজগতে। কিন্তু তবুও তিনি স্বস্তি অনুভব করতে পারছেন না, কোনো অদৃশ্য ইশারা কি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাঁকা চোখে হাসছে?!

আল্লাহই ভালো জানেন! তিনিই সবকিছুর খবর রাখেন—আল্লামুল গুয়ূব।

পাঁচ

তাকদীর

খাদিজা এখন স্বামীগৃহে। পিত্রালয়ের শৈশব-কৈশোরের মধুময় স্মৃতি থেকে-থেকে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেও এখন এ গৃহই তাঁর আসল গৃহ। এখানে এখন বাসা বেঁধেছেন তিনি আর তাঁর হৃদয়ে বাসা বেঁধেছেন তাঁর স্বামী। স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা-আনুগত্য দিয়ে স্বামীর মন জয় করতে একটুও বেগ পেতে হয় নি, কষ্ট করতে হয় নি। বিনিময়ে স্বামীর কাছেও পেয়েছেন তিনি সম্মান ও ভালোবাসা। পেয়েছেন স্বস্তির ঠিকানা। প্রশান্তির 'সবুজ' নীড়।

স্বামী আতিক বিন আবিদ খাদিজাকে পেয়ে সীমাহীন আনন্দিত। পুলকিত। তিনি স্ত্রী হিসাবে খাদিজার কাছে যা যা আশা করেছিলেন তা পেয়েছেন, যা আশা করেন নি তাও পেয়েছেন। মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়েছেন। স্বস্তি ও প্রশান্তিতে আপ্লুত হয়েছেন।

আতিকের এ বাড়ি যেনো তাঁর আগের সেই নিজেরই বাড়ি। সব তাঁর অনুকূল। আগে ছিলেন তিনি ওই বাড়ির শোভা। এখন তিনি এ বাড়িরও শোভা। খাদিজারা সব বাড়িরই শোভা। শুধু ঘরের প্রতিই খাদিজার মন নেই, বাইরেও তিনি চোখ রাখেন। সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। আতিকের বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় প্রধান পরামর্শক তিনিই।

খাদিজা ও আতিক দাম্পত্য একটি আদর্শ দাম্পত্য। সবার জন্যে আদর্শ। এ দাম্পত্য এখন মক্কার গর্ব। সুখ-শান্তি-আনন্দ-ভালোবাসায় প্লাবিত এ দম্পতি। নেই অশ্রদ্ধা। নেই অবহেলা। নেই অভিযোগ ও বিরোধ।

মেয়ের জন্যে এ সুন্দর নীড় রচিত হওয়াতে বাবা খোআইলিদও খুশি। বারবার তিনি ছুটে যান খাদিজাকে দেখতে—তাঁর ভালোবাসায়, তার মায়ায়। অনেকক্ষণ বসে থেকে .. অনেক কথা বলে তারপর রওনা হন নিজের বাড়িতে, নিজের কাজে। বের হতে হতে মেয়েকে কৃতজ্ঞতা জানান তাঁর স্বামীভক্তির জন্যে .. স্বামীর সর্বানুগত্যের জন্যে। আতিকের সাথে কথা বললেই তিনি বুঝতে পারেন— মেয়ে খাদিজা আনুগত্য ও ভালোবাসা দিয়ে আতিকের মন 'দখল' করে নিয়েছেন! এই তো চান তিনি! এই তো দাম্পত্যের সুখ রচনার কেন্দ্রবিন্দু! এসব ভাবতে ভাবতে তাঁর আনন্দ আরও শতগুণ বেড়ে যায়! গৃহে ঢুকতে ঢুকতেই তিনি প্রিয় স্ত্রীর নাম ধরে ডেকে ওঠেন তাকে সুখের খবর বলতে— ফাতেমা!

হ্যাঁ, ফাতেমাও ছিলেন মেয়েকে নিয়ে ভীষণ খুশি। মেয়েকে তিনি ছোটবেলা থেকেই সব শিখিয়েছেন। শেখাতে শেখাতে তাকে রত্ন বানিয়েছেন। এ রত্ন-যে স্বামীগৃহেও রত্ন হবে, সে ব্যাপারে ফাতেমার কোনো সন্দেহ কোনো কালেই ছিলো না। ফাতেমা লক্ষ করেছেন কতোবার, ছোটবেলা থেকেই খাদিজা তাঁদের খুশি ও সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। তাহলে এখন কেনো স্বামীর সন্তুষ্টি তাঁর লক্ষ হবে না? এখন ও-বাড়ি থেকে খাদিজার প্রশংসা শুনলে গর্বে তাঁর বুক ফুলে যায়। কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর দরবারে তাঁর মাথা নুয়ে আসে। এমন মেয়ে জন্ম দিতে পেরে তিনি ভীষণ গর্ব অনুভব করেন। কেবলই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন।

দেখতে দেখতে খাদিজা-আতিকের দাম্পত্যের বছর পার হয়ে গেলো, সুখে-শান্তিতে মমতার বন্ধনে। এর মধ্যেই খাদিজার কোল আলোকিত করে জন্ম নিয়েছে এক মেয়ে। দৃঢ় বন্ধন আরও দৃঢ় হলো। স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার বন্ধন আরও মধুময় হলো। মেয়েটি ছিলো দেখতে অনেকটাই খাদিজার মতো।

কিন্তু খাদিজা-আতিকের এ দাম্পত্য-সুখ স্থায়ী হলো না। বিবাহের দ্বিতীয় বছরটি অর্ধেকটা পেরুতে না-পেরুতেই আতিক চলে গেলেন আখেরাতের অনন্ত সফরে, খাদিজার মনে শোকের দগদগে ঘা রেখে। আহ! অমন দায়িত্বশীল একনিষ্ঠ ওফাদার স্বামীর ওফাত কেমন করে সইবেন খাদিজা?

রেখে-যাওয়া এ বিশাল সম্পদ ও ব্যবসা এখন কে সামলাবে?

স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে খাদিজা ভীষণ দুঃখ পেলেন। খাদিজার মায়ের দুঃখও খাদিজার দুঃখের চেয়ে কম নয়। তিনি নীরবে অশ্রু ফেলেন আর ভাবেন— আহা, মেয়েটা একটু থিতু না হতেই বিধবা হয়ে গেলো! কুরাইশের নারী-পুরুষ খাদিজার স্বামীর অঢেল সম্পদ ও বিরাট ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করলে কী হবে, মেয়ে তো বিধবা এখন!

❊❊❊

এদিকে যারা সৌন্দর্য মাল ও বংশের পূজারি তাদের চোখ পড়লো— খাদিজার উপর। অনেকেই কামনা করতে লাগলো স্ত্রী হিসাবে খাদিজাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা তার সম্পদের উপরও পড়লো ওদের লোলুপ দৃষ্টি। তারা খোআইলিদের কাছে আনাগোনা বাড়িয়ে দিলো। শোক প্রকাশের ছদ্মাবরণে তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। আতিকের মৃত্যুর পর কিছুদিন না-পেরুতেই এদের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো। মক্কার ধনীদের বারংবার প্রস্তাব ও বিরক্তিকর পীড়াপীড়িতে খোআইলিদের কান ঝালাপালা হয়ে গেলো। সবাই খাদিজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলছিলো যে খাদিজা তার গৃহে এলে সব বদলে যাবে তাঁর ছোঁয়ায়।

খোআইলিদ যদিও চাচ্ছিলেন আতিকের ওফাতের পর বেশিদিন খাদিজা একাকী না থাকুক, কিন্তু পাশাপাশি তিনি উপযুক্ত পাত্র ছাড়া তাকে যে-কারও হাতে তুলে দিতেও মোটেই রাজি ছিলেন না তিনি। এদিকে এ বিষয়ে তিনি খাদিজার সাথে কথা বলতে পারছেন না। খাদিজা এখনো ভীষণ শোকাহত। ফাতেমাও নতুন কোনো প্রস্তাব নিয়ে মেয়ের মুখোমুখি হতে পারছেন না। কেননা তিনি ভালো করেই জানেন, তার মেয়ের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন একটি কোমল কণ্ঠের, যা তার মন থেকে শোক-দাহ নিভিয়ে দিতে পারবে। তাকে শোনাবে সমবেদনা ও সান্ত্বনার শীতল বাণী। এমন কণ্ঠের এখন প্রয়োজন, যা খাদিজাকে গিয়ে বলবে— খাদিজা! আবার তোমাকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ফাতেমা জানেন, খাদিজা আর নতুন করে বিবাহে আগ্রহী

নয়। নিজের মেয়েটিকে মানুষ করা আর আতিকের ব্যবসার হাল ধরাই এখন খাদিজার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েটাকে নিয়ে আরেকজন অপরিচিত মানুষের মুখোমুখি হতে তিনি অপ্রস্তুত।

এভাবেই কেটে যেতে লাগলো দিনের পর দিন .. মাসের পর মাস। খাদিজা এখনো সেই শোকের চাদরটা গা থেকে সরাতে পারছেন না, জীবন নিয়ে নতুন করে কিছু ভাবতে পারছেন না। মেয়েটিকে নিয়েই কাটে তাঁর সারাবেলা। ঘর থেকেও বের হন না। তাঁর মুখের আগের সেই হাসিটি এখন আর নেই, কোথাও যেনো হারিয়ে গেছে। দুঃখের সংবাদ কানে এলেই চোখ ছলছল করে ওঠে। আনন্দের সংবাদ শুনলে মন দুরুদুরু করে ওঠে। কেননা আনন্দ-বেদনা তাঁর হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে, স্বামীর হাজারো স্মৃতি তখন তাঁর মনকে স্মৃতিকাতর করে তোলে।

এদিকে খোআইলিদের কাছে অনবরত প্রস্তাব আসছেই। কিন্তু খাদিজাকে গিয়ে সে কথা বলতে পারছেন না তিনি। খাদিজার অবস্থা এখনো আগের মতোই। মেয়ের শোকতপ্ত শুকনো মুখটা দেখলেই খোআইলিদের মন খারাপ হয়ে যায়। ভেতরটা হু হু করে ওঠে। ফাতেমাকে বলেন নিজের মনের কথা। নিজের খারাপ লাগার কথা। ফাতেমাও তাঁকে শোনান একই কথা। বাবা ব্যথিত হলে মা তো আরও ব্যথিত! মেয়ের ব্যথা তো বাবার আগে মাকেই বেশি স্পর্শ করে! কিন্তু মা খাদিজাকে গিয়ে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছেন না।

কিন্তু কতোদিন আর? সময় তো গড়িয়ে যাচ্ছে! খোআইলিদ আর মানতে পারছেন না খাদিজার নিঃসঙ্গ জীবন।

কেনো মেয়েটা দুঃখে-বেদনায়-শোকে অমন ম্রিয়মাণ হয়ে থাকবে?
কেনো ও আগের মতো হাসবে না?
উচ্ছলতায় বাবা-মাকে এবং নিজেকে প্রাণবন্ত করে রাখবে না?
না, এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না!

একদিন খোআইলিদ গিয়ে নীরবে বসলেন মেয়ের কাছে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন। এতো সময় কখনো তিনি মেয়ের কাছে বসেন না। তারপর নীরবতা ভেঙে .. সংকোচ ও জড়তা কাটিয়ে বললেন :

-মা আমার! আর কতো পরে থাকবে এ শোকের চাদর, খুলবে না আর? অনেক দিন তো হলো আতিক মারা গেছে। তুমি জীবনে যেমন তার হক আদায় করেছো, করে যাচ্ছো। আমি মনে করি, মরণেও তুমি তার হক পুরোপুরি আদায় করেছো। জীবনে-মরণে ও ছিলো তোমার শ্রদ্ধার পাত্র। ভালোবাসার মানুষ। কিন্তু তাই বলে তো জীবিতরাও জীবিত থেকে মৃতের জন্যে মরে যেতে পারে না!!

বুদ্ধিমতি খাদিজার মনকে ছুঁয়ে গেলো বাবার কান্নাভেজা ও দরদমাখা এসব কথা। খাদিজা বাবার দিকে তাকালেন বড় বড় চোখে। ছলো-ছলো দৃষ্টিতে। তারপর বললেন ভেজা ভেজা আওয়াজে :

-প্রিয়-বিচ্ছেদের পর কিসের আবার জীবন! আতিক নেই তো কী হয়েছে, তাঁর স্মৃতি (মেয়ে) তো আছে!

খাদিজা তারপর আদর করে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। নিজের উদ্‌গত অশ্রুকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না, ঝরঝর করে কপোল বেয়ে বয়ে চললো অশ্রুধারা! বললেন খোআইলিদকে লক্ষ করে :

-আতিকের রেখে যাওয়া এ রত্নই এখন আমার সবকিছু! সারাজীবন একে নিয়েই আমি বাঁচতে চাই! বাবা বিনে ওকে আর কার কাছে তুলে দেবো আমি? না, আমি একে কোনো অজানা মানুষের দয়ামায়ার উপর ছেড়ে দিতে পারি না! কিছুতেই না!!

খোআইলিদ মেয়ের ভেজা চোখের কাঁদানে কথায় প্রভাবিত হলেন। কোনোভাবে অশ্রু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন। তারপর স্নেহঝরা কণ্ঠে বললেন :

-কিন্তু মা আমার! তুমি-যে বড্ড একা! আমার মনে হয় সময় এসেছে তোমার এ সীমাহীন একাকীত্ব ঘোচানোর! মা! তুমিই তো পৃথিবীতে একমাত্র স্বামীহারা নও! একটু সবর করো! সব আল্লাহর হাতে। তিনি যখন যা চান তা-ই হয়। তাঁর বিধান শিরোধার্য। এ বিধানকে অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে! আমি চাই যে তুমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করো!

এরপর খোআইলিদ একে একে এমন অনেক মহিলার নাম বলে যেতে লাগলেন যারা অকালে স্বামী হারিয়েছেন এবং পরবর্তীতে আবার ঘর বেঁধে জীবনে অনেক সুখী হয়েছেন। খাদিজা আর কথা বললেন না, নীরবে সব শুনে যেতে লাগলেন। তখন খোআইলিদ আরও সামনে বাড়ার সুযোগ পেলেন। এ সুযোগকে তিনি কাজে লাগালেন। দরদভরা কণ্ঠে বললেন :

-মা আমার! দিন বড়ো দ্রুত চলে যায়! এই দেখো, আমি কতো বুড়িয়ে গেছি! জানি না, কদিন আর বাঁচবো! আমার অনেক ভয় করে, আল্লাহ না করুন, যদি তোমাকে অমন অবস্থায় রেখে আমাকে চলে যেতে হয়, তাহলে মরেও আমি শান্তি পাবো না! মা! তুমি 'না' করো না, এ বুড়ো বাবাকে ফিরিয়ে দিয়ো না!

খোআইলিদ একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন :

-জানো মা! আমি এমন একজন মানুষের নাম এখন তোমাকে বলবো, যার ভেতরে আতিকের ছায়া দেখেছি আমি! আশা করি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবে! বলবো তার নামটা? একটু শুনবে কি? নিশ্চয়ই তুমি তার নাম অনেক শুনেছো, নাব্বাশ ইবনে যুরারাহ আত তামিমী! বড়ো উঁচু মাপের মানুষ ও! মক্কাসহ সর্বত্র মশহুর—একজন দানবীর যুদ্ধবীর হিসাবে। হাজার মানুষের ভিড়ে ওকে অনায়াসেই আলাদা করা যাবে! ও হতে পারে শ্রেষ্ঠ স্বামী শ্রেষ্ঠ মেয়ের! সুতরাং এবার তুমি 'হ্যাঁ' বলো!

খাদিজা নিরুত্তর! খোআইলিদ আবার কথা বললেন। আবার বললেন। আবার মেয়েকে 'হ্যাঁ' বলতে বললেন। অবশেষে খাদিজা 'হ্যাঁ' বললেন!!
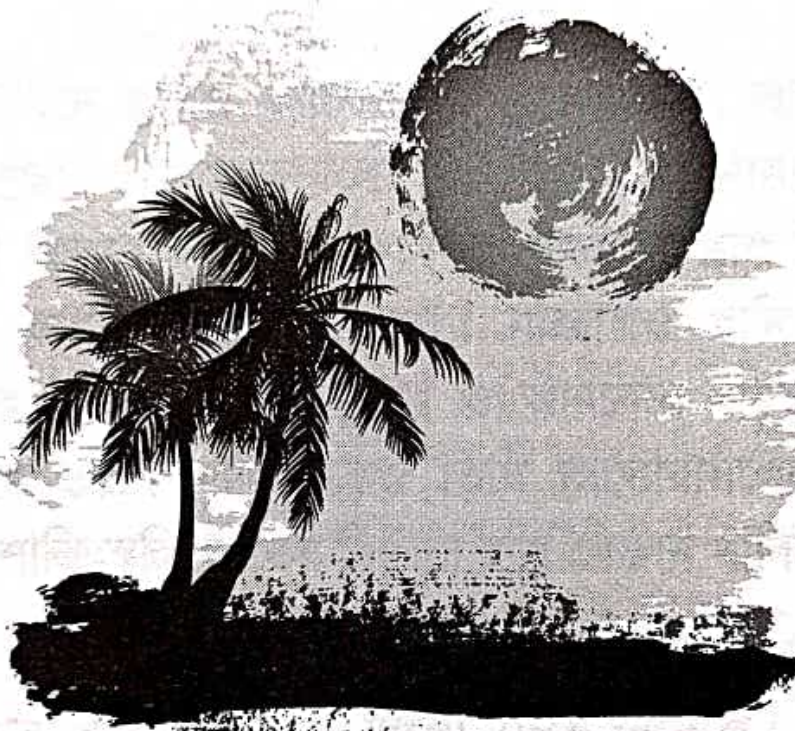
ছয়

শোকের উপর শোক আড়ালে তার কী হাসে?

নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন আবার খাদিজা। আতিকের মতো এ স্বামীকেও শ্রদ্ধার আসনে বসালেন খাদিজা। ভালোবাসলেন হৃদয় দিয়ে। বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আসলেই নাব্বাশ ছিলেন আতিকের প্রতিচ্ছবি। কথায় কাজে আচরণে। নাব্বাশও খাদিজার মাঝে খুঁজে পেলেন এক মহীয়সী বধূ। সুখের ও আনন্দের অনুভূতি তার ভেতরে কলরব করে ওঠে। খাদিজাকেও তিনি ভালোবাসলেন। হৃদয়ের রানী বানালেন। শান্তি-স্বস্তি লাভের ঠিকানা হয়ে গেলেন খাদিজা।

নাব্বাশ ছিলেন অনেক জ্ঞানী ও গুণী। আরও ছিলেন সুবিশাল ব্যবসার মালিক। তার ব্যবসা ছড়িয়ে ছিলো দেশে-বিদেশে। ব্যবসায়ী হিসাবে সর্বত্রই তার সুনাম। এ ছাড়া তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বীরপুরুষ। তাকে ঢাল-তলোয়ারে সজ্জিত হতে দেখলেই দুশমনের বুকে কাঁপন ধরে যেতো। লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই দুশমন হেরে যেতো। নাব্বাশ ছিলেন এমনই শত্রুর কলিজায় কাঁপন-ধরানো জাত-বীর।

এসব গুণের অধিকারী মানুষটিকে পেয়ে খাদিজার ভাঙা মনও জোড়া লাগলো। তাঁকে পেয়ে ভীষণ খুশি তিনি। সব কাজে তিনি তাঁকে সহযোগিতা করেন হৃদয়-মন উজাড় করে। তাঁকে পরামর্শ দেন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে। নাব্বাশও স্ত্রীর অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। তার কাছে পরামর্শ চান নির্দ্বিধায়। খাদিজা আবার সুখী হলেন নাব্বাশের এ নীড়ে। যেমন সুখী হয়েছিলেন আতিকের ওই নীড়ে।

মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগলো সুখ ও আনন্দঘেরা এ গৃহের দিকে। অমন সুখী পরিবার কয়টি আছে মক্কায়? সবদিক দিয়েই সুখী। স্নেহ-

মমতা-ভালোবাসার অমন দ্যোতিত সংসার তো চোখেই পড়ে না! ধন-সম্পদেরও কোনো অভাব নেই। কী সাজানো-গোছানো পরিবার!

মক্কার শ্রেষ্ঠ বাড়ি কোনটি? নাব্বাশ-খাদিজার বাড়ি!

মক্কার শ্রেষ্ঠ নারী কে? মুখে মুখে উঠে আসে খাদিজার নাম!

এক বছর পর খাদিজার কোলে এলো এক পুত্র-সন্তান। আরও দৃঢ় হলো বন্ধন। পুত্র-সন্তানের জন্যে তখন আরবের লোকেরা ভীষণ ব্যাকুলচিত্ত ছিলো। পুত্র-সন্তানের জন্মে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হতো। আর পুত্র-সন্তান না-হলে দুঃখে-কষ্টে, মর্ম-যাতনায় তাদের চেহারা কালো হয়ে যেতো। শূন্যতা ও অভাববোধ ঠিকরে ঠিকরে বের হতো তাদের চোখে-মুখে।

আদর করে ছেলের নাম রাখলেন তারা—হালা। যার অর্থ—চাঁদকে ঘিরে রাখা আলোকবৃত্ত। নাব্বাশ-খাদিজা যেনো আলো-বিলানো চাঁদ। হালা যেনো তাদের ঘিরে রাখা আলোকবৃত্ত। কী সুন্দর অর্থবহ নাম! আদরে-সোহাগে বেড়ে উঠতে লাগলো হালা। হালার পেছনে খাদিজা অনেক সময় দেন। তাকে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে সবকিছুই করেন। সন্তানের পেছনে অমন সীমাহীন গুরুত্ব দিতে দেখে সবাই খাদিজার প্রসংশা করে, গুণগান গায়। স্বামীর খেদমতেও খাদিজা অদ্বিতীয়া। সে কথাও এখন মানুষের মুখে মুখে।

চারপাশের এ সুনাম নাব্বাশের ভেতরে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। তার কর্মতৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেলো। তার সম্পদও অনেক অনেক বেড়ে গেলো। শুধু কি বেড়ে গেলো? স্রোতের মতো ধেয়ে আসতে লাগলো! ওই বাণিজ্যবহর কার? নাব্বাশের! ইয়েমেনমুখী ওই উটবহর কি নাব্বাশের? হ্যাঁ, সব নাব্বাশের!

খাদিজা এখন প্রিয়স্বামীকে আর নাম ধরে ডাকেন না, বলেন— আবু হালা। অন্যরাও এখন তাকে 'আবু হালা' বলে ডাকে। এ উপনাম শুনতে নাব্বাশের খুব ভালো লাগে, খুব গর্ব হয়! তার মনের ভেতর আনন্দরা কলকলিয়ে ওঠে!

দ্বিতীয় বছর আরেক ছেলের জন্ম হলো! নাম তার 'হিনদ'। নাব্বাশের আনন্দ আর ধরে না! খুশি ও কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর সামনে তাঁর মাথা নুইয়ে আসে! অসহায় দরিদ্রদের দাওয়াত দিয়ে ঘটা করে খাওয়ালেন। কা'বা তাওয়াফ করলেন। আল্লাহর সকাশে সঁপে দিলেন অযুত নিযুত কৃতজ্ঞতা। খাদিজাকেও তিনি জানালেন—হৃদয়ছোঁয়া মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা! আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেলো তাঁর কাছে প্রিয় খাদিজার মান-মর্যাদা-সম্মান-ভালোবাসা! আবার পাশাপাশি ভয়ও করতে লাগলেন— তাঁদের এ সৌভাগ্যে কেউ 'কষ্ট' পাচ্ছে না তো!

খাদিজার মনেও থেকে থেকে উঁকি দেয় ভয় ও শঙ্কা— আমাদের এ সৌভাগ্য স্থায়ী হবে তো! অদৃশ্যে কোনো দুঃখ লুকিয়ে নেই তো!

সম্পদ ও সুখ বাড়ে, খাদিজার আশঙ্কাও বাড়ে। ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান তিনি। অথচ তাঁর সামনে স্পষ্ট কোনো বিপদ সংকেত নেই।

❄❄❄

খাদিজার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো! হঠাৎ আবু হালা চলে গেলেন!!
খাদিজা আবার বৈধব্যের কোলে নিক্ষিপ্ত হলেন!!
খাদিজা আবার শোকের মরুতে দিশেহারা হলেন!!
পুরোনো শোকের উপর নতুন শোক!!
ক্ষতের উপর আরেক ক্ষত!!
অঝোরধারায় কেঁদে চললেন খাদিজা!
শোকের দহনে জ্বলতে লাগলেন খাদিজা!!
বেদনা-নিঃসৃত অশ্রু-প্রবাহে ভিজতে লাগলেন খাদিজা!!
আতিক-নাব্বাশের সুখ-স্মৃতির আঘাতে আক্রান্ত হতে লাগলেন খাদিজা।
শোকের উপর শোক— অমন তো হয় না!
বিপদের পর তো আসে মুক্তি! সুখ?!
তাহলে কেনো আবার এই বিচ্ছেদ? এই মহাশোক?
আড়ালে কিছু লুকিয়ে নেই তো!

❄❄❄

স্বামী আবু হালার রেখে যাওয়া অঢেল সম্পদ ও বিপুল ব্যবসার দিকে ফিরে তাকানোর কোনো তাগিদ অনুভব করলেন না বিরহ-কাতর খাদিজা। জীবন যেনো কেমন! যেখানে সৌভাগ্য সেখানেই 'রূঢ় হাসি'! তাই এ সম্পদ ও ব্যবসার কথা মনে পড়তেই যেনো জ্বলে উঠলো তাঁর শোকানুভূতি— কী হবে অঢেল সম্পদ দিয়ে .. বিপুল ব্যবসা দিয়ে? এসব কি আবু হালার কোনো উপকার করেছে? মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে পেরেছে? না আতিককে বাঁচাতে পেরেছিলো?!

খাদিজা তাকান মেয়ের দিকে, দুই ছেলের দিকে।
ওদের এতিমী তাঁর হৃদয়ে ঢেউ তোলে—
শোকের ঢেউ!
দুঃখের ঢেউ!
বারবার বিধবা হওয়ার কষ্টের ঢেউ!
এ ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার আঘাতে তিনি এখন জর্জরিত।
দেহে নেমে এসেছে দুর্বলতার প্রকটিত দৃশ্য।
চেহারায় দৃশ্যমান বিবর্ণতা।
কিছুদিন পর নড়াচড়াই বন্ধ হয়ে গেলো তাঁর!
কেবল 'অশ্রুনদীতে শোকের তরী ভাসিয়ে ভেসে চলা'!
তাঁর গৃহটা যেনো এখন বিশাল এক শোক-তাঁবুতে ছাওয়া!!

খোআইলিদ আবার কষ্ট পেলেন, আবার দুঃখ পেলেন। এ কষ্ট ও দুঃখ খাদিজা ও তাঁর মায়ের কষ্ট ও দুঃখের চেয়ে মোটেই কম নয়। খোআইলিদের মুখাবয়ব এখন ছেয়ে থাকে দুঃখ-দুঃখ ছাপে! কোন বাবা দেখতে পারেন পর পর দুইবার এক মেয়ের বৈধব্য—স্বামী বিয়োগ? কোন বাবা সইতে পারেন বার বার মেয়ের বিধবা হওয়ার কষ্ট?

কিন্তু খোআইলিদ একেবারে ভেঙে পড়লেন না, খাদিজার বাড়িতে আসা-যাওয়া বাড়িয়ে দিলেন। নিজে ধৈর্য্যে বুক বাঁধলেন। খাদিজাকেও সান্ত্বনা দিয়ে যেতে লাগলেন। দুঃখটাকে চেপে রেখে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর স্বামীর সুবিশাল ব্যবসার হাল ধরলেন। নাতি-নাতনির সাথে সময় কাটাতে লাগলেন। ওদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা

করতে লাগলেন। বারবার এতিম হওয়ার দুঃখ ও বেদনা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন— কখনো ওদের খেলার সাথী হয়ে, কখনো গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে।

কিন্তু খাদিজা শোকাতুর মনটা নিয়ে রোগশয্যা থেকে উঠতে পারলেন না! তাঁর অসুখটা বরং দিনে দিনে বেড়েই চললো। এক সময় খোআইলদের আশঙ্কাই হলো, মা কি আমার চলে যাবে, সবাইকে একলা রেখে?! খোআইলিদ এবং ফাতেমা খাদিজার শয্যাপাশে এসে বসে থাকেন। তাঁর শুশ্রূষা চালিয়ে যেতে থাকেন। আর সান্ত্বনার পর সান্ত্বনা দিয়ে যেতে থাকেন। নিজের প্রতি .. নিজের সন্তানদের প্রতি 'সদয়' হওয়ার উপদেশ দিয়ে যেতে তাকেন। মা ছাড়া আর কে ওদের সঠিক পরিচর্যায় গড়ে তুলবেন? সুযোগ পেলেই ফাতেমা মেয়েকে বলতেন :

-মা খাদিজা! তুমি স্বামীর প্রতি সর্বদাই ছিলে অনুগত ও কর্তব্যপরায়ণ। কিন্তু কী করবে, আল্লাহর হুকুমের সামনে তো আমাদের কিছুই করার নেই! এখন ধৈর্যে বুক বাঁধো! ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব এখন তোমাকে একাই পালন করতে হবে। এ এক বিশাল দায়িত্ব। এ এক বিরাট আমানত। এ দায়িত্ব পালনে .. এ আমানত সংরক্ষণে বিন্দুমাত্র অসচেতন হলে চলবে না! এদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই কবরে বসে আতিক ও আবু হালা শান্তি পাবে। যেমন তারা শান্তি পেয়েছিলো বেঁচে থাকতে। তুমি অমন ভেঙে পড়লে চলবে না মা! তাহলে কে পালন করবে এদের লালন-প্রতিপালনের মহাদায়িত্ব? তুমি তো এমনটি কক্‌খনো চাইতে পারো না যে তোমার সন্তানেরা বাবা-মা ছাড়া অন্যের হাতে গিয়ে পড়ুক!

এভাবে ফাতেমা খাদিজাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। খাদিজা মায়ের কথায় শক্তি অনুভব করলেন। মনে। তারপর গায়ে। আস্তে আস্তে খাদিজা উঠে বসলেন। তাঁর কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। খাদিজার দেহ-মনের পরিবর্তনে খোআইলিদ ও ফাতেমা খুশি হলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। খোআইলিদ ভালো করে মন দিলেন খাদিজার ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে। নাব্বাশ বেঁচে থাকতে

ব্যবসা যেমন চলছিলো খোআইলিদের পরিচালনায় এখন সেভাবেই চলতে লাগলো।

❄❄❄

কিন্তু বাঁধ সাধলো খোআইলিদের বার্ধক্য। অনেক বয়স হয়েছে, চাইলেই এখন সবকিছু করে ফেলতে পারেন না। আস্তে আস্তে খোআইলিদ নিস্তেজ হয়ে এলেন।

হঠাৎ খাদিজা শুনলেন, বাবা আর নেই! চলে গেছেন চিরতরে!!
এ ছিলো খাদিজার জীবনে তৃতীয় আঘাত!
তাঁকে সইতে হয়েছে আতিকের মৃত্যুর আঘাত!
তারপর নাব্বাশের আঘাত!
এখন সইতে হচ্ছে প্রিয়তম বাবার আঘাত!
কেমন করে সইবেন তিনি এতো আঘাত?!
আশ্চর্য! এতো আঘাত কী করে একজন মানবীর জীবনে একত্রিত হতে পারে?

খাদিজা শোক-মেশানো বিস্ময় নিয়ে ভাবতে লাগলেন—
আল্লাহ কী চাইছেন?
তার জীবনটা কি একে একে কেবল আঘাতই পেয়ে যাবে?
কেমন করে কোত্থেকে এতো সহ্যক্ষমতা আসবে তার?
আল্লাহ আসলে কী চাইছেন?
এতো আঘাতের পর আসবে কি কোনো পুরস্কার?
এতো আঘাত ও কষ্ট তো আল্লাহ একসাথে একত্রিত করেন না?!
কঠিনের পাশে তো কঠিন থাকে না।
তাহলে বার বার কঠিন আসবে কেনো?
কেনো এখন সহজ আসবে না?
এতো কান্নার পর এবার আসবে কি হাসি?

❄❄❄

খাদিজার গৃহের কাছেই আরেক গৃহে বাস করেন এক সম্ভ্রান্ত নারী। আমেনা বিনতে ওয়াহ্‌ব। তাঁর স্বামীও বিবাহের কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। একমাত্র পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে আমেনা একাই থাকেন। নতুন করে বিবাহের কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই। মুহাম্মদের বয়স ছ' বছর। এর লালন-প্রতিপালনেই কেটে যায় আমেনার সারা বেলা। ধৈর্য ও সহনশীলতার এক প্রতীক তিনি।

খাদিজা দৃঢ় সংকল্প করেন, আমেনার মতো তিনিও এখন কেবল সন্তানদের লালন-প্রতিপালনেই মন দেবেন। আর কারও প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলবেন না। সন্তানদের মুখ চেয়েই কাটিয়ে দেবেন বাকি জীবন। হ্যাঁ, স্বামীর ব্যবসা-বাণিজ্য আগে অনেকটাই দেখতেন বাবা। তিনি এখন নেই, তাই বলে এই অঢেল সম্পদ ও বিপুল ব্যবসা তো আর হেলায় নষ্ট করা যায় না। তিনি নিজেই এখন এর হাল ধরবেন। ইয়েমেন ও সিরিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় চালিয়ে যাবেন। এ জন্যে যতো লোক প্রয়োজন, ততো লোকই নিয়োজিত করবেন।

না, খাদিজা ভেঙে পড়বেন না। নতুন করে জীবনের হাল ধরবেন। ছেলে-মেয়েদের হাল ধরবেন। আবু হালার ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ধরবেন।

অতীতের দুঃখ-স্মৃতির কথা মনে করে শুধু শুধু আর কষ্ট পাবেন না। আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেবেন তিনি সর্বান্তকরণে।

সাত

আশা

শুরু হলো পুরোদমে খাদিজার ব্যবসা। বাণিজ্য-কাফেলা যখন যেখানে পাঠানো দরকার সেখানেই পাঠাচ্ছেন। কখনো ইয়েমেনে কখনো শামে। অনেক শ্রমিক তাঁর এখানে কাজ করে। কারও মনে কোনো খটকা নেই .. ক্ষেদ নেই .. কষ্ট নেই .. অনুযোগ নেই .. অভিযোগ নেই। সবাই মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে খাদিজাকে শ্রম দেয় আর গুনে গুনে লাভ নেয়। ন্যায্য মজুরির ঢের বেশি পায়, সব সময়। সবাই খাদিজার প্রতি সন্তুষ্ট। খাদিজাও সবার প্রতি সন্তুষ্ট। বরং খাদিজার এখানে যারা কাজ করে তারা একটা গর্ব অনুভব করে।

অমন মহীয়সী দয়ালু সুদক্ষ ও বুদ্ধিমতি নারী মক্কায় কয়জন পাবে তারা? ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল ও মূলনীতি বেশ তাঁর জানা। কোন পণ্যের চাহিদা বেশি আর কোন পণ্যের বাজার মন্দা। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর অভিমত এখন ব্যবসায়িক মহলে ভীষণ গুরুত্ব বহন করে। বড় বড় সওদাগররা পরামর্শের জন্যে তাঁর দিকনির্দেশনার অপেক্ষা করে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং লাভবান হয়।

মক্কার বড় সওদাগর কে? সবচেয়ে বড় পণ্যশালাটা কার? খাদিজার এবং খাদিজার! খাদিজার এ ব্যবসা দিনে দিনে কেবল বিস্তৃতই হচ্ছিলো। বাড়ছিলোই। কারণ আছে, তাঁর ব্যবসার সমস্ত আয়-ব্যয় ও ক্রয়-বিক্রয় হালাল উপায়ে হয়। ন্যায়সঙ্গত পন্থায় হয়। ওজনে কম দেওয়া হয় না। মাপে বেশকম করা হয় না। সরস বলে নিরস মাল দেওয়া হয় না। সর্বপ্রকার লেনদেন সুদমুক্ত। অথচ সেকালে সুদের বাজারটা ছিলো বেশ

রমরমা। পাশাপাশি খাদিজার ব্যবসায় যতো লাভ হতো তাঁর দান ও দয়াও ততো বেড়ে যেতো। অসহায় দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীদের কেউই তাঁর কাছে এসে শূন্য হাতে ফিরে যেতো না। খাদিজা তাদের দিতেন উদার মনে। মুক্তহস্তে। আনন্দচিত্তে। যারা বড় ও মহৎ, দান করতে .. অপরের দুঃখ ঘুচাতে .. বিপদ দূর করতে— সব সময় অগ্রগামী।

খাদিজা বিশ্বাস করেন— ব্যবসার এই-যে লাভ, তা গভীরভাবে সম্পর্কিত ওই দানের সাথে! যার দান যতো বেশি হবে তার লাভও ততো বেশি আসবে। এটা দানের বরকত। এটা দানের মহিমা। এটা দানের অনিবার্য ফল। দান আসলে এক ধরনের ব্যবসা। এ ব্যবসায় পুঁজি খাটালে লাভ— নিশ্চিত। দুনিয়ার প্রচলিত ব্যবসায় পুঁজি নষ্ট হয়ে যায়। লোকসান হয়। কিন্তু দানের এ ব্যবসায় লোকসানের কোনো সম্ভাবনা নেই। এ জন্যেই খাদিজা দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন, অনেক বাড়িয়ে দেন। অন্যরা এতে বিস্মিত হয়, ভীষণ বিস্মিত! যেমন বিস্মিত তারা তাঁর ব্যবসার ক্রমোন্নতিতে। সবাই বুঝতে পারে না দানের বরকত ও মহিমা। তাই ওরা বিস্মিত হয়— এতো দান করলে কেমনে ব্যবসা হবে! পুঁজিই তো খতম হয়ে যাবে?! অথচ খাদিজার ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো! খাদিজা কেবল দান করেন, রাতে-দিনে। একে-ওকে—সবাইকে! প্রকাশ্যে গোপনে। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাঁর ব্যবসার কোনো ক্ষতি তো হচ্ছেই না, বরং দিনে দিনে তা আরও বাড়ছে, বাড়ছেই!! বড় বড় ব্যবসায়ীরা সামান্য লাভ তুলে আনতে কী পরিশ্রম করে! অথচ খাদিজা অন্তঃপুরবাসিনী হয়েও কেমন 'তরতর' করে এগিয়ে যাচ্ছেন! এমন কি সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন!

অনেকে খাদিজার এ উন্নতি সইতে পারে না। হিংসায় জ্বলে আর বলে— নারীরা কেনো অমন করে 'পুরুষের ময়দানে' ঝাঁপিয়ে পড়বে?! কিন্তু সমালোচকদের নিন্দাবাক্যে খাদিজা কান দেন না, আপন মনে ব্যবসা পরিচালনা করে যেতে লাগলেন। অন্তঃপুরে বসেও বাইরের বড় বড় ব্যবসায়ীদের পেছনে ফেলে তিনি আপন মহিমায় জ্বলে উঠলেন। খাদিজার একমাত্র কাজ এখন দু'টি। নিজের সন্তানদের লালন-

প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকা এবং ব্যবসা পরিচালনা করা। এর বাইরে আর কোনো চিন্তা তাঁর নেই। বিশেষত নতুন করে ঘর-সংসার করার কথা মাথা থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি। অনেক সময় খাদিজার ভাইয়েরা এসে তাকে অনুরোধ করেন— আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে, উপযুক্ত পাত্র দেখে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে। তাহলে তাকে আর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে অমন কষ্ট করতে হবে না, স্বামীই সবকিছু দেখাশোনা করবেন। কিন্তু খাদিজা রাজি হন নি, হতে পারেন নি। তিনি বরং ভাইদের বুঝিয়েছেন যে নারীও কর্মের ময়দানে একেবারে মেধাশূন্য নয়। পুরুষের আকল থাকলে নারীরও আকল আছে। পুরুষের প্রজ্ঞা থাকলে নারীরও প্রজ্ঞা আছে। পুরুষের দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকলে নারীরও আছে। নারী ইচ্ছে করলে .. সংকল্পে স্থির থাকলে, সেও পারে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে। তখন পথের দূরত্ব কমে যায়—দূর চলে আসে একেবারে কাছে। কঠিন হয়ে যায় সহজ। কাঁটা হয়ে যায় ফুল। তারপর খাদিজা ভাইদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলতেন :

-তোমরা আমাকে নিয়ে কিচ্ছুটি ভেবো না, আমি সেসব পুরুষের সামনে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই, যারা নারীদের কেবলই 'ভোগ্যপণ্য' মনে করে।

ভাইয়েরা খাদিজার সাথে কথা ও যুক্তিতে পেরে উঠতেন না; অনেকটা রাগ করেই চলে যেতেন। কিন্তু যখন খাদিজাকে নিয়ে মানুষের বক্র-উক্তি কানে আসতো—'খোআইলিদ কন্যার-যে কী হলো, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না! কেনো ও অমন করে পুরুষের কর্মকে বেছে নিলো? মহিলাদের কি আর কোনো কাজ নেই?' তখন ভাইয়েরা আবার এসে বোনকে পূর্বের মতো অনুরোধ করতেন। কিন্তু খাদিজা যেনো 'বধির'—কিছুই শোনেন না। আপন মনে আপন পথে কেবলই এগিয়ে চলা, দৃঢ় অবিচলতায়। 'পাছে লোকে কিছু বলে'র কোনো পরোয়া নেই। এ ব্যস্ততার ভেতরেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন এমন এক মজা, যা তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছে পেছনের সব ব্যথা-বেদনা। ভুলিয়ে রাখছেন সামনের 'নতুন জীবন'এর চিন্তা থেকেও।

শেষ পর্যন্ত সকল আলোচনা ও সমালোচনা পেছনে ফেলে তিনি পৌঁছে গেলেন এমন এক অবস্থানে, যেখানে পৌঁছলে মানুষ মানুষের চোখে বড় হয়ে যায়! দিন যতো গড়াচ্ছে খাদিজার এ অবস্থান ততো মহিমান্বিত হচ্ছে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদাও ততো বাড়ছে। সবাই তাঁকে এখন সমীহ করতে লাগলো। তারা মুগ্ধ, সন্তানদের প্রতি তাঁর অপরিসীম সেবা-যত্ন ও তারবিয়াত দেখে। যে-কোনো মহৎ কাজে খরচ করেন তিনি অকাতরে। একটি দিরহামও খরচ করেন না তিনি অকারণে। খাদিজা নারীজাতির গর্বে পরিণত হয়েছেন। সব নারীই তাঁকে নিয়ে গর্ব করে স্বামীদের কাছে। তাদের কাছে তুলে ধরে নারীর শক্তি ও ক্ষমতার গল্প।

খাদিজার প্রাচুর্য যতো বাড়ছিলো .. তাঁর খ্যাতি যতো ছড়াচ্ছিলো, মক্কার নেতৃস্থানীয়রা এবং যুবকেরা ততোই উদগ্রীব হয়ে উঠছিলো খাদিজাকে 'বউ হিসাবে' পেতে। যে যার মতো করে এ জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। কেউ কেউ মাধ্যমও ধরছিলো। কিন্তু আগেই যেমনটা বলে এসেছি, খাদিজা এ দিকটায় ফিরেও তাকাচ্ছেন না। কারও কথায় কোনো কান দিচ্ছেন না। কারও প্রস্তাবে কোনো সাড়া দিচ্ছেন না। এভাবে সময় আরও পেরিয়ে গেলো। মক্কার 'মানুষ' খাদিজাকে পাওয়ার জন্যে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কেননা, খাদিজার বয়স যতো বাড়ছিলো মানুষের কাছে তাঁর মূল্যায়নও ততো বাড়ছিলো।

কিন্তু এদের কেউই সরাসরি খাদিজার সাথে কথা বলার সাহস পাচ্ছিলো না। তাঁর সীমাহীন ব্যক্তিত্বের সামনে সবাই ছিলো নিষ্প্রভ ও ম্লান। তাঁর সামনে যেতে ও মুখোমুখি হতে যে সৎ-সাহস ও সুব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তা কারোই ছিলো না। তাই সবাই আশ্রয় নিয়েছিলো ছোট-বড় মাধ্যমের, যাদের কেউ নারী, কেউ-বা পুরুষ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কারও সুপারিশই কাজে লাগলো না। মহীয়সী খাদিজাকে কেউ রাজি করাতে পারলো না। তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত। নিজের পথচলায় অবিচল। নিজের সাধনায় আচ্ছন্ন। তিনি সন্তানদের প্রকৃত লালন-প্রতিপালন নিয়ে ব্যস্ত। তিনি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। তিনি অনেক বার কষ্ট ও আঘাত পাওয়ার পর এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে

পুরস্কার লাভ করার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করছেন! এ অপেক্ষার ভাষা ও শব্দ শুধু তিনিই শুনতে পান। শুধু তাঁর কানেই গুঞ্জরিত হয়। আর কেউ শুনতে পায় না। বুঝতে পারে না। উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যরা কেবলই ভাবে— খাদিজার এ নীরবতা এবং এ ভাবলেশহীনতা কেনো! আর খাদিজা নীরবে ভাবেন, এবার আশা— মিলবেই পুরস্কার!

❄❄❄

মাঝ রাত পর্যন্ত বসে বসে খাদিজা ইয়েমেনে প্রেরিত বাণিজ্য কাফেলায় যেসব পণ্য পাঠানো হয়েছে তার মূল্যের একটা হিসাব করলেন। অনুমান করার চেষ্টা করলেন— লাভ কী পরিমাণ আসতে পারে, খরচ এবং দান-অনুদান বাদ দিয়ে। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনই খাদিজা দেখলেন এক স্বপ্ন। আশ্চর্য স্বপ্ন। অভাবনীয় স্বপ্ন।

ঘুমের ঘোরে খাদিজা দেখলেন, আকাশটা অপূর্ব ঝলমলে। রক্তাভ লালিমা ছড়িয়ে সূর্য উদিত হয়েছে। পৃথিবীকে ভারি মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। এ পৃথিবী যেনো তাঁর চেনা পৃথিবী নয়, তিনি যেনো পৃথিবীর মতোই আরেকটা গ্রহে এসেছেন, যা অনেক সুন্দর .. অনেক মিষ্টি। তারপর অবাক বিস্ময়ে খাদিজা দেখলেন, একটু আগে উদয়-হওয়া সূর্যটা ধীরে ধীরে আকাশ থেকে নেমে আসছে। হ্যাঁ .. ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসছে। একটু আগে বেশ দূরে মনে হচ্ছিলো, এখন অনেক কাছে মনে হচ্ছে। আরও কাছে। আরও ঝলমলে। আরও সোনালি। আরও অপূর্ব। আকৃতিটাও বড় হচ্ছে।

তারপর কী হলো?

তারপর, হ্যাঁ, তারপর আস্তে আস্তে সে মিষ্টি দীপ্তিময় সূর্যটা তাঁর গৃহে এসে ঢুকে পড়লো!

গৃহটা তখন আর গৃহ রইলো না, শুধু আলো আর আলো হয়ে গেলো!

ডানে আলো, বামে আলো, উপরে আলো, নিচে আলো!

আলোর অসংখ্য টুকরো যেনো তাঁর গৃহে এসে ভিড় করেছে!

তারপর গৃহ থেকে বের হয়ে আশপাশ, মক্কা নগরী তারপর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে!

সে আলোর প্রদীপ্ত আভায় সব আলো ঝলমলে হয়ে উঠেছে!
পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত!
এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত!
সব! সবখানে শুধু আলো আর আলো!!
নূর আর নূর!!
আর সব আলো ও নূরের উৎস হলো— খাদিজার গৃহটা!

খাদিজার ঘুম ভেঙে গেলো! তিনি ঘোর জড়ানো .. স্বপ্নের সেই আবেশ-মাখানো চোখ দিয়ে তাকাতে লাগলেন গৃহের ভেতরে! চোখ বড় বড় করে!! কই, সব তো আগের মতোই আছে! ওই-যে ওখানে বাঁদিরা ঘুমিয়ে আছে! ওরা গভীর ঘুমে ডুবে আছে। পৃথিবীও নীরব নিঝুম। রাতের পরিবেশে নেই কোথাও কোনো কোলাহল। কিংবা ছন্দপতন।

খাদিজা বসে বসে স্বপ্নটা কল্পনা করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন— সেই সূর্যিটা কেমন করে আকাশ থেকে নেমে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলো। তারপর .. তারপর ..!! এসব ভাবতে ভাবতেই আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। খাদিজা বাইরে বেরোনোর পোশাক পরলেন। সঙ্গে বাঁদিরা। কোথায় যাবেন? চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে!

❄❄❄

এতো সকালে খাদিজাকে দেখে ওয়ারাকা বেশ অবাক হলেন। বললেন :

-খাদিজা তুমি এতো সকালে! তোমার তো ঘুম ভাঙে মক্কার লোকজনের কোলাহলে! (অর্থাৎ ওয়ারাকার বক্তব্য হলো, আমি যদ্দুর জানি, তুমি কখনো এতো সকালে ঘুম থেকে ওঠো না, আজ কী এমন ঘটলো যে প্রত্যুষেই শয্যা ছেড়ে এখানে ছুটে এসেছো!)

খাদিজা বললেন :

-একটা বিষয় জানতে এলাম ওয়ারাকা! আচ্ছা তুমি কি খাবের তা'বীর জানো?!

ওয়ারাকা শুনে যেতে লাগলেন খাদিজার স্বপ্ন! ... সূর্যিটা ছিলো দীপ্তি-ছড়ানো। ভীষণ মিষ্টি মিষ্টি আলো। অন্যরকম সে আলোর পরশ। কী

অবাক ব্যাপার, আকাশের সূর্য নেমে এলো আমার কাছে—আমার গৃহে! তারপর ... তারপর ... ! খাদিজা বলছিলো তাঁর স্বপ্নের কথা আর ঝলমল করছিলো তাঁর চোখের তারা! ঝিলমিল করছিলো তাঁর আনন্দরেখা! বলতে বলতে খাদিজা যখন একেবারে শেষদিকে চলে এলেন তখন ওয়ারাকা সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন :

-খাদিজা! খাদিজা! অনেক মুবারক খাব! কান খুলে শোনো! তোমার বিবাহ হতে যাচ্ছে!!

ওয়ারাকার অমন অদ্ভুত তা'বীর শুনে খাদিজা একদম আকাশ থেকে পড়লেন! রাগতকণ্ঠে বললেন :

-ওয়ারাকা! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো? তুমি ভালো করেই জানো, নতুন করে বিবাহ-শাদীর বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই! বিবাহের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে আমি ব্যস্ত আছি! আর তা হলো, আমার সন্তান ও আমার ব্যবসা! তুমি বরং আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা নিয়ে আরেকটু ভাবো তারপর আমাকে জানাও! তাড়াহুড়োর কোনো প্রয়োজন নেই! নিশ্চয়ই এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অন্য কিছু হবে। কেননা, বিবাহের জগতে আমি আর কখনোই প্রবেশ করবো না!

কিন্তু খাদিজার ধারালো কণ্ঠে ওয়ারাকার মাঝে কোনো পরিবর্তন এলো না; তিনি বরং আগের সেই স্বর্গীয় হাসিটি ঠোঁটে অক্ষুণ্ন রেখে আবার বললেন :

-খাদিজা! আমি বলছি, তোমার বিবাহ হবে, হবেই! আমি কোনো ঠাট্টা করছি না! তুমি তো আমার সম্পর্কে বেশ জানো, আমি ঠাট্টা পছন্দ করি না! আমি সব সময় সত্যের পথে হাঁটি! আবার বলছি শোনো! অবশ্যই তোমার বিবাহ হবে—সেই 'সূর্যের' সাথে, যে সূর্য অন্ধকার দূর করে পৃথিবীকে আলোয় আলোয় ভরে দেবে। বিভ্রান্ত ও দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করবে! তুমি বিবাহ করবে এমন একজন মানুষকে, যিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন! আরও পরিষ্কার করে বলবো? ... তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী হবেন— একজন নবী!!

খাদিজার দেহটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো! বলছে কী ওয়ারাকা!! অবিশ্বাস্য!! ওয়ারাকা থামলো না, আবারও বলতে লাগলো :

-খাদিজা! সেই প্রতীক্ষিত নবী কোনো দূরদেশে নয়—এ আরব দেশেই তাঁর আবির্ভাব ঘটবে! এসব কথা আমি জেনেছি আসমানি কিতাব পড়ে পড়ে। তাঁর আগমনকালও দূরে নয়—একেবারেই সন্নিকটে! খাদিজা! তুমি কি প্রস্তুত? তোমার স্বপ্নটা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, তুমিই হতে যাচ্ছো সেই নবীর মহীয়সী স্ত্রী! তুমি প্রস্তুত করো নিজেকে! প্রস্তুত করো!! খাদিজা! খাদিজা! তুমি সৌভাগ্যবতী!!

❋❋❋

খাদিজা অবিশ্বাস্য অদ্ভুত মিষ্টি এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন! ওয়ারাকার ব্যাখ্যা মেনে নিতে যেমন 'সাহস' হচ্ছে না আবার 'না' বলতেও মন সায় দিচ্ছে না! এই মিশ্র অনুভূতিতে খাদিজার ভেতরটা তোলপাড় করতে লাগলো। খাদিজা মেলানোর চেষ্টা করছেন, স্বপ্নের ওই সূর্য আর ভবিষ্যতের সেই নবীর মাঝে সত্যি কি আছে গভীর সম্পর্ক? কেমন করে ওয়ারাকা নিশ্চয়তা মেশানো কণ্ঠে বলে গেলো, সেই নবী আসবেন এই আরব থেকেই! আর আমিই হতে যাচ্ছি তাঁর স্ত্রী!! খাদিজা আর ভাবতে পারেন না! মিষ্টি অনুভূতিটা যেনো এখন সব সংশয়-দোলা থেকে মুক্ত হয়ে ঘোষণা করছে— খাদিজা! খাদিজা! ওয়ারাকা বলেছে সত্য! মহাসত্য! তুমিই হবে সেই নবীপত্নী!!

হে আল্লাহ! তুমিই ভালো জানো!!

খাদিজা বাড়িতে এসে অন্য কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মন তো বসে না কোনো কাজে! সারাক্ষণ হৃদয়পটে ভাসছে সেই স্বপ্ন আর এই ব্যাখ্যা!! নীরবে একলা বসে এর মাঝেই তিনি ডুবে রইলেন সারাক্ষণ! কাউকে কিছু বললেন না, কিছু জানতে দিলেন না! একা একাই হৃদয়ের এই মিষ্টি 'ঝড়ে' তিনি 'আক্রান্ত' হতে লাগলেন!

আট

আবেদন

ইয়েমেনে পাঠানো বাণিজ্য-কাফেলা ফিরে আসার সময় হলো যখন, সুসংবাদদাতা এসে একদিন জানালো– শিগ্‌গিরই আমাদের বাণিজ্য-কাফেলা মক্কায় পৌছবে।

কাফেলার আগমনের খবর পেয়ে খাদিজার মহলে সাড়া পড়ে গেলো। সবাই কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলো। নতুন নতুন পণ্যের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো পণ্যশালা। এ খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা মক্কায়। মানুষ দলে দলে আসতে লাগলো খাদিজার বাড়িতে, খাদিজার কাছে। এরা এমন উপলক্ষে সব সময় আসে, ভিড় জমায়। খাদিজার কাছে। দানের আশায়। খাদিজা এদেরকে দেন অকাতরে, এদের মন ভরে। ধারণার চেয়ে অনেক বেশি করে।

খাদিজার বাঁদিরাও উল্লসিত। ওদের কপালও এখন খুলবে। আগে থেকেই খাদিজার কাছে বায়না ধরে রেখেছিলো এরা সবাই– আমার জন্যে চাই এবার একটা সেরা উপহার! খাদিজা কাউকে 'না' করেন না, 'না' করতে পারেন না। কাফেলা পৌঁছলে সবাই সবার উপহার পেয়ে যাবে– এটাই ওরা ধরে নেয়। তাই কাফেলার আগমন-সংবাদে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে!

কাফেলা মক্কায় পৌঁছে গেছে। খাদিজার পণ্য খালাস করা হচ্ছে। সব নিয়ে রাখা হচ্ছে গুদামঘরে। কাফেলার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের মুখ থেকে খাদিজা শুনছিলেন বিভিন্ন অবস্থা। কী কী আনা হয়েছে, কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছিলো কি না–ইত্যাদি। সবাই খাদিজাকে আশ্বস্ত

করলো, খুব চমৎকার সব পণ্য এ যাত্রা আনা হয়েছে। কোথাও কোনো সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টি হয় নি। সবই ঠিক-ঠাক মতো সম্পন্ন হয়েছে।

কথা শেষ করার পর সবাই খাদিজাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালো। তারপর মুগ্ধদৃষ্টিতে খাদিজার হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। খাদিজা শ্রমিকদের মুখে সব শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সবাইকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেন। চাহিদার চেয়ে সবাইকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিলেন। ধারণার চেয়ে বেশি 'সম্মানী' পেয়ে সবাই আনন্দচিত্তে বেরিয়ে গেলো, খাদিজার প্রতি কৃতজ্ঞতার 'পশলা পশলা বৃষ্টি বর্ষাতে বর্ষাতে'!

❄❄❄

সবাইকে বিদায় দিয়ে খাদিজা এলেন ইয়েমেন থেকে আনা পণ্য পরিদর্শনে। ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে লাগলেন বিভিন্ন পণ্যের বহর (ঘটা, জাঁকজমক) ও বাহার (জৌলুস, শোভা)। বাঁদিরা আছে তাঁর সঙ্গে। খাদিজা কিছু মূল্যবান অলঙ্কার তুলে নিয়ে বাঁদিদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন একে একে। ওরা অভাবিতভাবে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পেয়ে আনন্দে ভাসতে লাগলো! একে অপরকে নিজেরটা দেখিয়ে গর্বভরে বলতে লাগলো— এই-যে দেখো, আমারটা সবচেয়ে সুন্দর .. সবচেয়ে দামি! ইশ্, দেখতে কী সাদা!! আরেকজন বলছিলো— আমারটা সবচেয়ে সেরা! দেখো না কী লাল!

এভাবে সবাই নিজের উপহার নিয়ে গর্ব করতে লাগলো। যদিও মানে ও গুণে সবগুলো উপহারই ছিলো ভালো ও সেরা। এ ছিলো ইয়েমেনী বাণিজ্য-কাফেলার গল্প। এবার বলি সিরিয়ার বাণিজ্য-কাফেলার কথা। কয়দিন পরই এ বাণিজ্য-কাফেলা যাত্রা করবে।

❄❄❄

এখন যাত্রা হবে গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য-কাফেলার। এ কাফেলা যাবে শামে—সিরিয়ায়। শীতকালীন বাণিজ্য-কাফেলা যায় ইয়েমেনে আর গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্য-কাফেলা যায় শামে। ইয়েমেন থেকে বয়ে আনা পণ্য

যাবে এখন শামের বাজারে। এক বাজারের জিনিস লুফে নেয় আরেক বাজারের ব্যবসায়ীরা। এটাই ব্যবসার নিয়ম। উত্তরে যা থাকবে দক্ষিণে তা থাকবে না বা কম থাকবে। আবার দক্ষিণের জিনিস পাওয়া যাবে না উত্তরে। আনতে হলে আনতে হবে দক্ষিণ থেকে। এভাবেই আল্লাহ এক জায়গার অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে আরেক জায়গায় প্রয়োজনীয় করে তোলেন। মানুষের জীবন-জীবিকার পথ সহজ করে দেন।

খাদিজা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শামের কাফেলার আয়োজন নিয়ে। খাদিজার এখানে লোকজনের প্রচণ্ড ভিড়। সবাই চায়, খাদিজার কাফেলায় কাজ করতে। খাদিজার মহানুভবতা ও দয়ার অংশ থেকে একটু সিক্ত হতে। কেউ-ই বঞ্চিত হতে চায় না।

কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় একদম কাছে। শ্রমিকরা অষ্টপ্রহর কর্মব্যস্ত। কেউ পণ্যের আঁটি বাঁধছে। কেউ সওয়ারি প্রস্তুত করছে। কেউ পানির মশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পাথেয়-সামগ্রী প্রস্তুত করছে। সব মিলিয়ে খাদিজার মহলে সার্বক্ষণিক কর্ম-কোলাহল। খাদিজা নিজে সব তদারক করছিলেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন, কয়দিনের মধ্যেই কাফেলার যাত্রা হবে।

❄❄❄

এর মধ্যেই একদিন আবু তালিব এলেন খাদিজার কাছে। খাদিজা আবু তালিবকে সসম্মানে স্বাগত জানালেন। তারপর দু'জন বসে ব্যবসা নিয়ে কথা বললেন। কথা বললেন আরবের বিভিন্ন বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে। লাভ-ক্ষতি নিয়ে। দু'জনের মাঝে আরও অনেক বিষয় নিয়েই কথা হলো। শ্রমিকদের বিশেষত আমানতদার ও দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে তাঁদের মাঝে দীর্ঘ আলাপ হলো। খাদিজা নিজের শ্রমিকদের খুব প্রশংসা করলেন। শ্রমিকদের বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতায় তাঁর ব্যবসায় অনেক বরকত হচ্ছে—সে কথাও বললেন খাদিজা। তিনি-যে নিজের শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বেশ পুষিয়ে দেন, সে কথাও শোনালেন আবু তালিবকে। খাদিজা ব্যবসার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন দেখে আবু

তালিব আপ্লুত হলেন। খাদিজার অনেক প্রশংসা করলেন। শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁর মহানুভব আচরণেরও ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

কথা শেষ হচ্ছিলো না। দু'জনই কথা বলে যেনো খুব মজা অনুভব করছিলেন। শ্রদ্ধাভাজন আবু তালিবের সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে বুদ্ধিমতী খাদিজা উৎফুল্লচিত্তে আবু তালিবকে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথা বাঁক নিচ্ছিলো বিভিন্ন দিকে। কখনো কথা হচ্ছিলো হরেক রকম পণ্য নিয়ে। কখনো নানান কিসিমের মানুষ নিয়ে। এবার আবু তালিব যেনো একটু সুযোগ পেয়ে গেলেন—মূল কথাটা উপস্থাপনের, যে উদ্দেশ্যে মূলত তিনি এসেছেন।

আবু তালিবের প্রিয় ভাই-পো—মুহাম্মদ এখন পঁচিশ বছরের যুবক। তিনি এখনো বিবাহ করেন নি। কারণ, আবু তালিবের এতোটা আর্থিক সচ্ছলতা নেই যে ভাতিজাকে আয়োজন করে বিবাহ করাবেন। মুহাম্মদ কিছুদিন মেষ চরিয়ে চাচাজানকে সহযোগিতা করেছেন। এখন মেষ চরানো আর উপযোগী মনে হচ্ছে না। আবু তালিব চাইছেন মুহাম্মদকে আরও লাভজনক ও সুবিধাজনক কোনো কাজে লাগাতে, যাতে আয়-রোজগারে তাঁদের দিন কিছুটা ফিরে আসে। মুহাম্মদের ঘরে 'সুন্দর একজন বউ' আসতে পারেন। তাই এসেছেন আবু তালিব খাদিজার কাছে, মুহাম্মদের উপযোগী একটা কাজের আবদার নিয়ে। সেই আবদার এখনো মনের ভেতরে। কথার মাঝখানে আবু তালিব খাদিজাকে বললেন মৃদু হেসে :

-খাদিজা! আমার ভাতিজা মুহাম্মদের ব্যাপারে তোমার মত কী? তুমি কি মনে করো ও তোমার শামের কাফেলায় কোনো কাজে লাগতে পারে?

খাদিজা উৎকর্ণ হয়ে আবু তালিবকে শুনছিলেন। আবু তালিব থেমে যাওয়ায় কিসের যেনো একটা ছন্দপতন ঘটলো। মরুর বুকে একটা উচ্ছল ঝরনাধারা হঠাৎ যেনো থেমে গেলো। সেই ঝরনাধারার কুলকুল রব যেনো নেই হয়ে গেলো—থেমে গেলো। সব মিলিয়ে খাদিজার হৃদয়ে কিসের যেনো একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো!

আবু তালিবের মুখে উচ্চারিত এ নামটা এতো মিষ্টি মিষ্টি লাগছিলো কেনো?!

এ নামের পরশ এতো যাদুমাখা কেনো?!

এতো মধুমাখা কেনো?!

আহা! মুহাম্মদ! মুহাম্মদ!! মুহাম্মদ!! কী সুন্দর নাম!

খাদিজার কানে যেনো মধু ঝরলো!

খাদিজার অনুভবের গভীরে যেনো 'বসন্ত-কলরব' জেগে উঠলো!

খাদিজার হৃদয়-কাননে যেনো একসঙ্গে হাজার হাজার ফুল ফুটে উঠলো। সে সব ফুলের সৌরভে যেনো তার ভেতরের সব সুরভিত হয়ে উঠলো। অমন কেনো হলো? মুহাম্মদ নামটি এত্তো মধুর লাগলো?

❋❋❋

খাদিজা মুহাম্মদ সম্পর্কে আগে তো কতোই শুনেছেন। তিনি মক্কার আদর্শ যুবক। সবাই তাঁকে ভালোবাসে, সম্মান করে। সবাই মুগ্ধ তাঁর সততা-বিশ্বস্ততায়। খাদিজা হাসিমুখে বললেন :

-মুহাম্মদের মতো আদর্শ যুবকের কাছে অনায়াসেই আমানতের দায়িত্ব অর্পণ করা যায়! মুহাম্মদ বিশ্বস্ততার প্রতীক। তাঁর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। যে-কোনো দায়িত্ব পালনের জন্যেই মুহাম্মদ উপযুক্ত। তবে তাঁর কেনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই!

আবু তালিব খাদিজাকে আশ্বস্ত করে বললেন :

-মুহাম্মদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা-যে নেই তা নয়! ওর বয়স যখন দশ তখন আমার সাথে বাণিজ্য-কাফেলায় শাম সফর করেছে। ব্যবসার কলা-কৌশল অন্যদের চেয়ে মুহাম্মদের বেশ জানা। সফরের দূরত্ব ও ক্লান্তিও আশা করি ওকে কাবু করতে পারবে না। উত্তপ্ত মরুর বুকে অনেকদিন মেষ চরানোয় ওর অর্জিত হয়েছে অনেক গুণ। এর অন্যতম হলো, কর্ম-নৈপুণ্য, ধৈর্য ও সুপরিচালনা।

❋❋❋

খাদিজা আবার আপ্লুত হলেন। খাদিজা আবার আগের সেই ছন্দপতন অনুভব করলেন। কেনো থামলেন আবু তালিব! খাদিজা বিমুগ্ধচিত্তে শুনে যাচ্ছিলেন আবু তালিবের মুখে মুহাম্মদের উচ্ছ্বসিত গুণগাথা। খাদিজা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লেন।

তাঁর মনে পড়ছে মুহাম্মদের জন্মলগ্নের কথা। সেদিন দাদা আবদুল মুত্তালিব কী যে খুশি হয়েছিলেন! তাঁর খুশিতে সারা মক্কায় খুশির 'ঢল' নেমেছিলো। তখন খাদিজার বয়স চৌদ্দ।

খাদিজার আরও মনে পড়ছে মুহাম্মদের পিতা আবদুল্লাহর কথা। আবদুল মুত্তালিব যখন আবদুল্লাহকে কুরবানী করতে উদ্যত হলেন তখন মক্কার মানুষের সে কী সকাতর-'না! না!!'। আবদুল্লাহ যেনো তাদের সবার সন্তান! তাদের হৃদয়েরই টুকরো!

খাদিজার আরও মনে পড়ে আবদুল্লাহর সাথে আমেনার বিবাহের সেই ঐতিহাসিক দিনটির কথা। সেদিন সারা মক্কা যেনো মহাআনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছিলো।

খাদিজার আরও মনে পড়ে ছোট্ট মুহাম্মদের কথা। আহা! কী দুঃখের জীবন!

জন্মের আগেই বাবাহারা—পিতৃহীন!
মা-ও চলে গেছেন একেবারে ছোট্টবেলায়!
তবুও কী সুন্দর করে মুহাম্মদ বেড়ে উঠেছেন।
ছায়া দিয়েছেন তাঁকে মহানুভব দাদা!
তারপর এই হৃদয়বান চাচা!!

খাদিজার হৃদয়ে মুহাম্মদের প্রতি এই বৈঠকেই কোমল একটা ভালোবাসা জন্ম নিলো! আবু তালিবকে লক্ষ করে তিনি বলে উঠলেন :

-আবু তালিব! আমি সানন্দে রাজি! আপনি তো আপনার এক প্রিয় মানুষের জন্যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, দূরের কারও জন্যে প্রস্তাব নিয়ে এলেও তো আমি 'না' বলতে পারতাম না!'

❋❋❋

খাদিজার কথায় আবু তালিবের চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তিনি আনন্দে তাকিয়ে রইলেন খাদিজার দিকে, কৃতজ্ঞতাভরা চোখে! এরপর আবু তালিব আরেকটা বিষয়ে একটু কথা বলতে চাইলেন। বুদ্ধিমতী প্রজ্ঞাবতী খাদিজা বিষয়বস্তু বুঝে ফেললেন! আবু তালিবের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন :

-আবু তালিব! এ ব্যাপারে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না! অবশ্যই তাঁর বিনিময় অন্য কারও সমান হবে না, অনেক বেশি হবে!

আবু তালিব খাদিজাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। বিদায় নিয়ে ছুটে গেলেন প্রিয় ভাতিজাকে সুসংবাদ দিতে! মুহাম্মদ নিশ্চয়ই তাঁর পথ চেয়ে আছে!!

অপেক্ষা করো হে চাচাভক্ত মুহাম্মদ! চাচা আসছেন! তোমার জন্যে মিষ্টি সুসংবাদ নিয়ে! তোমার মুখে এখন হাসি ফুটবে, মিষ্টি হাসি! তৃপ্তির হাসি! অভাবী চাচার সংসারে বাতি জ্বালানোর হাসি!

নয়
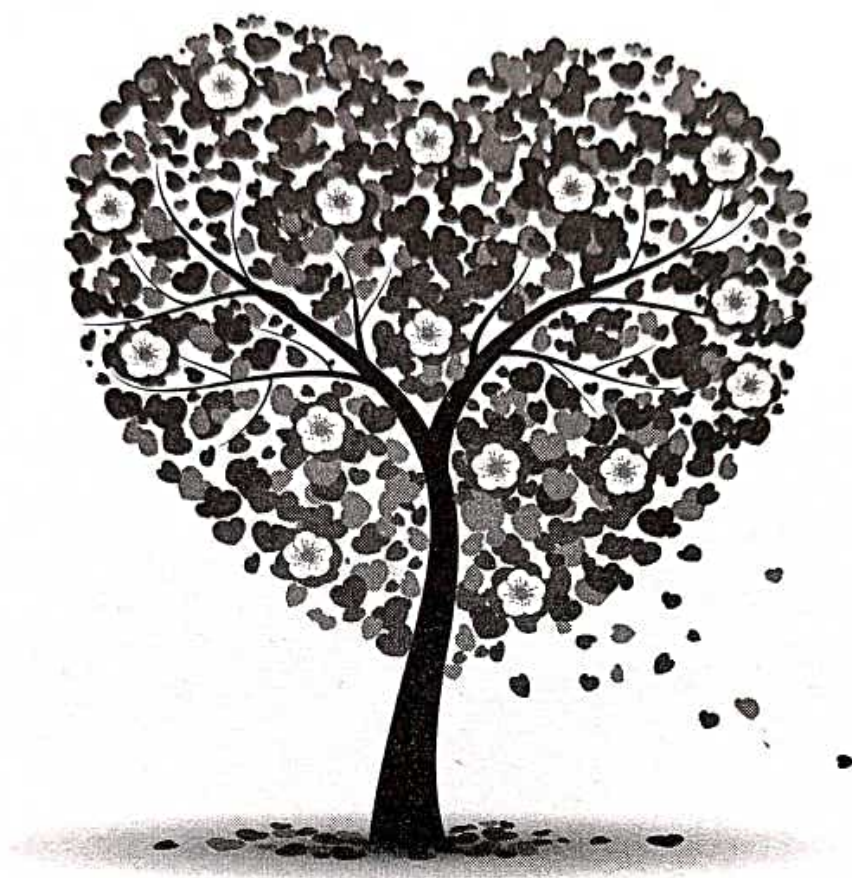
মুখোমুখি

মুহাম্মদ চাচাজানের মুখে সব শুনে ভীষণ আনন্দিত হলেন। মক্কার উপকণ্ঠে মেষ-চরানো-জীবন থেকে এখন তাঁর যাত্রা হবে সুদূর শাম মুলুকে, খাদিজার ব্যবসা নিয়ে! এখন চাচাজানকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সহযোগিতা করা যাবে! এখন একবার যেতে হবে খাদিজার সাথে দেখা করতে। দায়িত্ব বুঝে নিতে একদিন চাচাজানের নির্দেশে মুহাম্মদ গিয়ে উপস্থিত হলেন খাদিজার সাথে দেখা করতে। মুহাম্মদ আগে কখনো এ দিকে আসেন নি।

খাদিজার বাড়ি যেনো রাজপুরী। বিশাল দ্বিতল ভবন। অনেক মানুষ ভেতরে-বাইরে আসা-যাওয়া করছিলো। কেউ বড়, কেউ ছোট। কেউ নারী, কেউ পুরুষ। কেউ বের হচ্ছে শূন্য হাতে, কেউ-বা বোঝা নিয়ে। বাঁদি ও খাদেমদের ব্যস্ত আনাগোনা ছিলো চোখে পড়ার মতো। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ সুন্দর পরিপাটি। চেহারা যেনো নূর-ছাওয়া। খাদিজার মহলের পরিবেশ মক্কার অন্য 'মহলের' পরিবেশের সাথে মিলছে না। এখানে ক্রীতদাসকে ক্রীতদাস মনে হয় না, মনে হয় ওরাও যেনো বাড়ির কেউ! মুহাম্মদ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। একটু পরই অনুমতি পেয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন!

সদর দরোজা পেরিয়ে তিনি একটা খোলা আঙিনায় প্রবেশ করলেন। তারপর এক খাদেম তাঁকে নিয়ে গেলো একটা প্রশস্ত আলিশান কামরায়। মেঝেতে মূল্যবান ফিরাশ বিছানো। কারুকার্যময়। দেয়ালের গায়ে আঁকা সুন্দর সুন্দর নকশা। সূক্ষ্ম হাতের কারু-নৈপুণ্য।

মুহাম্মদকে বসিয়ে খাদেম চলে গিয়েছিলো। মুহাম্মদ এখন একা। কামরার এক পাশে তিনি বসা। মুহাম্মদ সুন্দর কামরাটা চোখভরে দেখতে লাগলেন আর মনে মনে খাদিজার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। এইমাত্র খাদিজা প্রবেশ করেছেন। গোলগাল চেহারা। দীর্ঘদেহী। বড় বড় চোখ। গভীর মায়াময় দৃষ্টি। দীর্ঘ কেশ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল। ঠোঁটে লেগে ছিলো এক টুকরো মিষ্টি হাসি। পরে আছেন কারুকার্যময় মূল্যবান রেশমি পোশাক। পায়ে দামি চামড়ার মোজা। কানে মুক্তার দুল।

খাদিজা মুহাম্মদকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মুহাম্মদ সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রতিসম্ভাষণ জানালেন। খাদিজা মুহাম্মদকে বসতে বললেন। নিজেও বসলেন অনেকটা দূরে। খাদিজা ভুলেই গিয়েছিলেন– কিংবা ভুলতেই বসেছিলেন– তাঁর সেই স্বপ্নটা, যা তিনি দেখেছিলেন এই কয়বছর আগে! আর ব্যাখ্যা শুনেছিলেন চাচাতো ভাই ওয়ারাকার মুখে।

কী ব্যাখ্যা?

খাদিজার আবার বিবাহ হবে!

কার সাথে?

একজন নবীর সাথে হবে!!

❋❋❋

মুহাম্মদকে দেখে ..

মুহাম্মদকে সামনে পেয়ে ..

মুহাম্মদকে নিজের মহলের ভেতরে পেয়ে খাদিজার আবার মনে পড়ে গেলো সেই ভুলে-যাওয়া—প্রায় ভুলে-যাওয়া—স্বপ্নটা!

এখন তাঁর মনে হচ্ছে; তিনি যেনো আছেন সেই স্বপ্নের ঘোরে! সেই স্বপ্নের মধুময় আবেশে!!

এখন যেনো তিনি রয়েছেন ঘুমে। দেখছেন সেই সূর্যটাকে। এগিয়ে আসছে তাঁর গৃহপানে—আকাশের ঠিকানা ছেড়ে! সারাটা গৃহ কী আলোকময়!

সেই আলো ছড়িয়ে পড়ছে এখানে-ওখানে—সবখানে! সারা পৃথিবীতে!!

খাদিজা স্বপ্নের আবেশ থেকে ফিরে এলেন। মুহাম্মদের দিকে তাকালেন। মনে হলো; এ যুবক সাধারণ কোনো যুবক নয়। এর আছে ব্যক্তিত্বের দ্যোতিত বিচ্ছুরণ। মাহাত্ম্যে ঢাকা অনন্য আত্মিক ক্ষমতা।

খাদিজা কথা বলা শুরু করলেন। বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে। তাঁর ব্যবসা নিয়ে। মুহাম্মদের নতুন দায়িত্ব নিয়ে। সম্ভাব্য লাভ নিয়েও তিনি কথা বললেন। তিনি মুহাম্মদকে তাঁর দায়িত্ব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন।

পথ কেমন? নিরাপত্তা আছে কি?
কোনো ভয় নেই তো!
আগের বাণিজ্য-কাফেলা থেকে কেমন লাভ এসেছে?
পথে কোথায় কোথায় থামতে হবে?
থামার পর কাজ কী হবে?
নতুন করে পাথেয় সংগ্রহের প্রশ্ন আছে কি?
চলার পথে ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো ব্যাপার আছে কি?
নাকি একেবারে শামে গিয়েই শুরু করতে হবে বেচা-কেনা? ...
খাদিজা সবই বলে দিলেন একে একে মুহাম্মদকে।

মুহাম্মদ নিবিষ্টচিত্তে কান পেতে খাদিজার কথা শুনলেন। শুধু খাদিজাকেই বলতে দিলেন। খাদিজার কথা যখন শেষ, তখন দাঁড়িয়ে খাদিজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন!

মুহাম্মদকে বিদায় দিয়ে এবার খাদিজা ভালো করে ভাবতে বসলেন। ভেবে ভেবে খাদিজা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন যে মুহাম্মদ সম্পর্কে এতোদিন লোকমুখে তিনি যা শুনে এসেছেন তা সবই বর্ণে-বর্ণে সত্যি। খাদিজা অনুভব করলেন, মুহাম্মদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় বারবার দুলে উঠছে! তিনি সামনে বেড়ে আরও ভাবলেন— এই মুহাম্মদই কি তাঁর সেই স্বপ্নসূর্য?!

❋❋❋

কাফেলা রওয়ানা হওয়ার দিন খাদিজা মুহাম্মদের হাতে তাঁর ব্যবসায়িক পণ্য সম্ভার তুলে দিলেন। প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। তাঁর সঙ্গে দিলেন এক সুবোধ গোলাম, নাম মায়সারা। মায়সারাকে খাদিজা নির্দেশ দিলেন, মুহাম্মদের প্রতি সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতে এবং তাঁর যে-কোনো নির্দেশ নতশিরে পালন করতে। খাদিজা মুহাম্মদকে বিদায় জানালেন। সবাইকে বিদায় জানালেন। কাফেলা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাকিয়ে রইলেন।

মুহাম্মদ আরোহণ করেছেন তাঁর বিশেষ উটটিতে। মায়সারা আছে তাঁর পাশেই আরেকটা উটে। কাফেলা এগিয়ে চলেছে মরু বিয়াবান ও বালিয়াড়ি পেরিয়ে। মুহাম্মদের বেশ লাগছিলো। আনন্দে আনন্দে সময় বয়ে যাচ্ছিলো। রাতের বেলা মুক্ত অবারিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি দেখেছেন—সৌর-সৌন্দর্য—চাঁদ-সিতারার আলোর মাহফিল। আল্লাহর অপার কুদরত। তাঁর সৃষ্টি-সুষমা। মুহাম্মদের দিবসও কাটতো এ-চিন্তায়। কী বিশাল মরু! কতো বালিরাশি! পথের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে কী বিশাল বিশাল পাহাড়! এরা জমিনের প্রহরী! জমিনকে স্থির রাখে, নড়তে দেয় না! আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই নিরর্থক নয়।

সফরের পদে-পদে মুহাম্মদকে নতুন নতুন রূপে আবিষ্কার করছিলো মায়সারা। একদিন মায়সারা দেখলো, একখণ্ড মেঘ মুহাম্মদকে ছায়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, শুধু তাঁকেই—নাহ্! আর কাউকে নয়!

মরুভূমির প্রচণ্ড সূর্যতাপে তাঁকে ছায়া দিতে কেনো এই আকাশ-আয়োজন?

কে এর আয়োজক?

কাফেলায় তো তিনিই একা নন, আরও কতোজনই তো আছে!

কিন্তু ছায়া কেনো তাহলে শুধুই তাঁকে? ...

বুদ্ধিমান মায়সারার বুঝতে বাকি রইলো না কেনো মালিকান তাকে মুহাম্মদের প্রতি বিশেষ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন!

❋❋❋

কাফেলা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। খাদিজার অবসরকালকে দখল করে বসে আছে এখন সেই সূর্য—স্বপ্নের সূর্য। ওয়ারাকার ব্যাখ্যা আবার মনে পড়লো খাদিজার। ওয়ারাকা শেষনবীর যতো গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, সবই তো মুহাম্মদের মাঝে বিদ্যমান মনে হচ্ছে!

আত্মিক পরিচ্ছন্নতা—

মুহাম্মদের চেয়ে পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী আর কে আছে?

সততা-বিশ্বস্ততা—

মুহাম্মদের চেয়ে অধিক সৎ ও বিশ্বস্ত কেউ আছে বলে তো মনে হয় না!

হ্যাঁ, মুহাম্মদকে দেখার পর থেকেই খাদিজা হিসাব মেলাতে শুরু করেছিলেন।

আশ্চর্য! কী মজা!! স-ব হিসাব ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে! কোথাও কোনো গরমিল ধরা পড়ছে না!

তাঁর গৃহে মুহাম্মদের আগমনের পর থেকে মনে হয়েছে— এ-ই তো সে-ই!!

এই মুহাম্মদই তাঁর সেই স্বপ্নসূর্য!!

খাদিজা একলা বসে নীরবে শুধু মুহাম্মদের কথাই ভাবতে লাগলেন। তাঁকে স্বপ্নের সূর্যের সাথে তুলনা করতে লাগলেন। খাদিজার হৃদয়ে মুহাম্মদ-ভাবনা এতোটাই 'ঝড়' সৃষ্টি করলো যে তিনি আর সইতে পারলেন না, একবার তো তাঁর এক বান্ধবীর কাছে সে কথা বলেই দিতে চাইছিলেন। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে তা আরও কিছুদিন গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। আরেকটু দেখতে চান তিনি—

মুহাম্মদই তাঁর প্রতীক্ষিত মানুষ কি না!

মুহাম্মদই সেই স্বপ্নসূর্য কি না!

মুহাম্মদই সেই নবী কি না!

মুহাম্মদই তাঁর ভাবী স্বামী কি না!

কিন্তু মন মানতে চায় না! তাঁর প্রতি আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়ছেই! কাফেলা যখন ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে এলো মুহাম্মদের প্রতি তাঁর মন আরও ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো। কয়দিন আগেই তাঁর সংকল্পটা ছিলো 'চিরসংকল্প'—'বিবাহের পিঁড়িতে' তিনি আর বসবেন না!

না! না! না!

কিন্তু এখন যে সে সংকল্পের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম!

মুহাম্মদ-প্রেমে তাঁর হৃদয়-যে এখন বাঁধনহারা?

খাদিজা মনের কাছে জানতে চাইলেন :

-মন! তোমার কী হয়েছে? পুরুষকে এড়িয়ে চলেছো, বিবাহ থেকে বিরত থেকেছো! এভাবে তোমার জীবন তো বেশ চলছিলো! মক্কার কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি .. কোনো নেতা .. কোনো ঐশ্বর্যিক তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি! অথচ এ যুবকের প্রতি তুমি ঝুঁকে পড়ছো সীমাহীন! আসলে কী হয়েছে তোমার?!

খাদিজা আত্মবিশ্লেষণে বসলেন।

কেনো এই ঝোঁক? ভেবেচিন্তে দেখলেন— এটি সাধারণ কোনো ঝোঁক নয়। নারী-হৃদয়ে পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক যে-ঝোঁক ও ভালোবাসা জন্ম নেয়, এটি তেমন নয়—সে ধরনের নয়! মুহাম্মদের প্রতি তাঁর যে-ঝোঁক ও ভালোবাসা— তার কারণ ও উৎস খাদিজার অজানা! খাদিজা শুধু অনুভব করতে পারছেন, মুহাম্মদ প্রচণ্ডভাবে তাঁকে আকর্ষণ করছেন! গভীরভাবে তিনি মুহাম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলেছেন! ওয়ারাকা যদিও বলছে খাদিজার আবার বিবাহ হবে এবং স্বামী হবেন একজন নবী, কিন্তু খাদিজা বুঝতে পারছেন না কীভাবে তা হবে! এর মানে কি এই যে—মুহাম্মদের প্রতি তাঁর এই ঝোঁক বিবাহ পর্যন্ত গড়াবে আর মুহাম্মদ অচিরেই নবী হতে যাচ্ছেন?! আল্লাহ! আল্লাহ! তা-ই যদি হতো!!

❄❄❄

খাদিজা অনেক চেষ্টা করলেন এই তোলপাড় করা অনুভূতি থেকে দূরে সরে থাকতে এবং বিশ বছর ধরে বিবাহ না-করার যে সংকল্প ছিলো তার উপর অটল থাকতে। কিন্তু তাঁর চেষ্টা কোনো ফল বয়ে আনে না, আনতে

পারে না। বারবার তিনি ফিরে যান বাণিজ্য-কাফেলার স্মৃতিতে .. মুহাম্মদের ভাবনাতে। তখন আবার ফিরে আসে সেই অনুভূতি। সেই স্বপ্নসূর্য! আবার শুরু হয় হৃদয়ের তোলপাড়। আগের চেয়ে আরও বেশি করে, প্রবল আকারে। কাফেলা মক্কায় পৌঁছার দিনক্ষণ যতো এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মদের ব্যাপারে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন, সে চিন্তাও ততো বাড়তে থাকে।

খাদিজার এক মন বলে, মুহাম্মদ! জলদি এসো! আর তর সইছে না।! এই যে আমি দিন গুনছি। ক্ষণ গুনছি! খাদিজার আরেক মন বলে, মুহাম্মদ! তোমার আসতে আরও দেরি হোক। আমি তোমার ভাবনায় আরও আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে চাই। তোমার ভাবনায় আরও আত্মসমাহিত হয়ে থাকতে চাই। আহা! তোমাকে নিয়ে ভাবতে.. তোমাকে নিয়ে আচ্ছন্ন থাকতে কী মজা! কী মিষ্টি! হৃদয়-মনে পবিত্র একটা বাতাস বয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট—সব দূর হয়ে যায়।
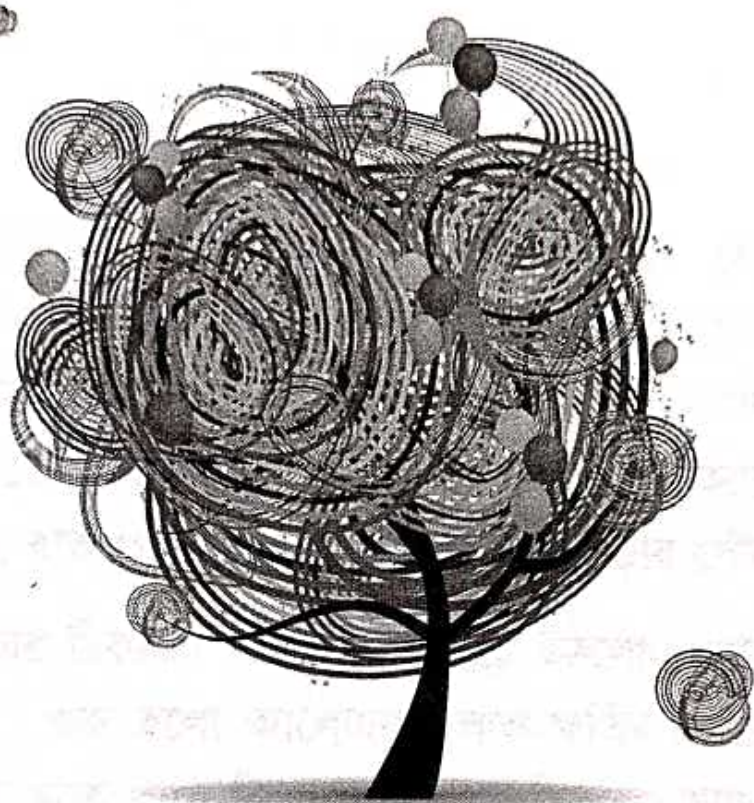
দশ

প্রতিজ্ঞা

কাফেলা কাছাকাছি চলে এসেছে। সারা মক্কা জেগে উঠলো কাফেলাকে স্বাগত জানাতে। অনেক চিন্তার ভিড়ে শাম থেকে আসা নতুন পণ্য এবং আগামী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে খাদিজা ভাবনা শুরু করে দিলেন। এর মাঝেই ঘোষক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রচার করলো মক্কায়— আশা করা হচ্ছে, রাত পোহালেই শামের কাফেলা মক্কায় পৌঁছে যাবে!

সবাই গুদামঘর ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পণ্যশালায় ভিড় বাড়তে লাগলো। শুরু হলো আলোচনা—লাভ-ক্ষতির। ইয়েমেনী পণ্যে কী পরিমাণ লাভ হতে পারে কিংবা ক্ষতি, সে হিসাবও মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো। সিরিয়া থেকে বয়ে আনা পণ্যের চাহিদা ও বাজারমূল্য ঠিক আছে তো?

❄❄❄

পরদিন ভোরে মক্কার দৃশ্য বদলে গেলো। সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো। কাফেলাকে স্বাগত জানাতে মক্কার উপকণ্ঠে এসে বসে রইলো। অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এ অপেক্ষায় যোগ হলো কতো মানুষ! যোগ দিলো অসহায় দরিদ্ররাও, যারা বাণিজ্য-কাফেলা ফিরে এলে কিছু না-কিছু পেয়েই যায়। কোলাহল শুরু হয়ে গেলো কুলি ও বোঝাবহনকারীদের মাঝেও, এদেরও এখন কিছু পাওয়ার সময়। অপরদিকে উৎকণ্ঠাভরে অপেক্ষা করছেন একদল মা, যাদের সন্তানেরা গিয়েছিলো এ কাফেলায়, শ্রম দিতে, মজুরির বিনিময়ে! সবাই ফিরে

এসেছো তো! কোনো বিপদ হয় নি তো! এসব নীরব জিজ্ঞাসাই ভেসে বেড়াচ্ছিলো তাদের চোখে-মুখে।

এ দলে দাঁড়িয়ে আছে আরেকদল উদ্বেগাক্রান্ত স্ত্রীও, যারা এখনো জানে না, তাদের স্বামীরা কি সবাই ফিরে এসেছে? নাকি কুদরতের অমোঘ বিধানে কেউ কেউ হারিয়ে গেছে—চলে গেছে না-ফেরার দেশে!

সবার মতো খাদিজাও নিজের পণ্যসম্ভার গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আগের মতোই তার আঙিনায় অনেক প্রার্থী। দীন-দুঃখী-অসহায়দের ভিড়। খাদিজার বাঁদিরাও প্রাণবন্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিলো। পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো মালিকানপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা। ওদের চোখ হাসছিলো। ওদের মুখ হাসছিলো। ওদের আশা—কাফেলা অনেক লাভবান হয়ে ফিরে আসছে। কাফেলা যতো লাভবান ওদের পুরস্কার ততো ফলবান।

জোহরের পর, আসরের একটু আগে। খাদিজা ভবনের দোতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন অধীরচিত্তে। পথের দিকে তাকিয়ে আছেন অনিমেষ (অপলক) চোখে। তাঁকে বেষ্টন করে থাকা বাঁদিরা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, মালিকানকে সুসংবাদ জানাতে মরিয়া হয়ে। অবশেষে কাফেলা দেখা গেলো, দূর-দিগন্তে। এগিয়ে আসছে মক্কার দিকে। খাদিজা অনুভব করলেন যতো না আনন্দ তারচেয়ে বেশি হৃদয়ের ক্রমবর্ধমান ধুকধুকানি। তিনি যতোটা সম্ভব দৃষ্টি মেলে তাকালেন। হ্যাঁ, এই তো উটগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে আসছে! কাফেলা ধীরে ধীরে অবয়ব ফিরে পাচ্ছে! হঠাৎ এক বাঁদি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো :

-মালিকান! মুহাম্মদ, ওই-যে আল-আমীন! পাশে মায়সারা!!

মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর উটে, পাশেই মায়সারা আরেকটি উটে। পেছনেই পণ্যবাহী উটের সারি। তখন, ঠিক তখনই খাদিজা দেখলেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য! খাদিজা লক্ষ করলেন, কাফেলার সবাই পুড়ছে রৌদ্রে আর মুহাম্মদ চলছে একখণ্ড মেঘছায়া মাথায় নিয়ে!! এমনকি তাঁর পাশের মায়সারাও রোদে জ্বলছে!! খাদিজা কি ভুল দেখছেন? এমনই তো দৃশ্যটা!

মুহাম্মদ একা মেঘের ছায়ায়! বাকি সবাই রোদের ঘেরায়!! খাদিজা দেখলেন হঠাৎ এক বাঁদি চিৎকার করে বলছে :

-মালিকান! লক্ষ করেছেন? কী বিস্ময়কর দৃশ্য? মুহাম্মদের উপর রোদ নেই, সবার উপর রোদ?! মালিকান! মুহাম্মদ যেখানে ছায়াটাও সেখানে! এমনকি মুহাম্মদ নিচু হলে মেঘখণ্ডটাও নিচে নেমে আসছে! আয় আল্লাহ!!

ঘোরলাগা দৃষ্টিতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ খাদিজা বাঁদির কথায় নিজের পর্যবেক্ষণের উপর আস্থা ফিরে পেলেও নীরব রইলেন, কোনো উত্তর করলেন না। তিনি কাফেলার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েই রইলেন।

কাফেলা এসে থামলো। উটের দল বসতে লাগলো। লোকেরা ছুটোছুটি শুরু করে দিলো। ছেলে ছুটে গেলো বাবার দিকে। বাবা ছুটে গেলো ছেলের দিকে। কেউ-বা ভাইয়ের দিকে। শুরু হলো খোঁজ-খবর। স্বাগতিকরা জানতে চাচ্ছে, কে এলো আর কে এলো না। সফরের সময়টা কেমন কাটলো ... ইত্যাদি।

❋❋❋

মায়সারা মুহাম্মদকে অনুরোধ করলো আগে গিয়ে খাদিজাকে সব জানাতে। মুহাম্মদ এগিয়ে আসছেন মহলের দিকে দেখেই খাদিজা নিচে নেমে এলেন— তাঁকে স্বাগত জানাতে।

এসেই দেখলেন বিস্ময়, মহাবিস্ময়! ঠিক স্বপ্নে দেখা সূর্যের মতোই মুহাম্মদ! চেহারা থেকে সূর্যালোকের মতো প্রখর জ্যোতি বের হচ্ছে! মহল আলোকিত হয়ে উঠেছে! আশপাশও! মক্কাও! চারদিকে কেবলই আলো আর আলো! বিস্মিত বিমুগ্ধ খাদিজা মুহাম্মদকে স্বাগত জানালেন। মুহাম্মদও প্রতিউত্তর করলেন। তারপর খাদিজাকে সবিস্তারে সফরের সব জানালেন। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন! বাড়িতে গিয়ে মিলিত হলেন চাচাজান আবু তালিবসহ অন্যান্য চাচাদের সাথে। আলাপ হলো আত্মীয়দের সাথে .. স্নেহভাজনদের সাথে।

এদিকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ খাদিজা ছুটে গেলেন নতুন পণ্য দেখতে, পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবসায়িক মালামাল। অনেক পণ্য! অনেক মাল! সব দেখে খাদিজা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, এতো লাভ কী করে হলো, কেমন করে মুহাম্মদ এতো মাল নিয়ে এলেন! কোথায় পেলেন মূল্য? বিপুল পণ্যের বৈচিত্র-বৈভবে খাদিজা অবাক বিস্মিত! ডেকে পাঠালেন মায়সারাকে! মায়সারা আসতেই খাদিজা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন :

-মায়সারা! কী করে এসেছো তোমরা? এতো লাভ কী করে হলো? এতো পণ্য কীভাবে কিনলে?!

মায়সারা সারা মুখে আনন্দ ছড়িয়ে বললো :

-মালিকান! সবই মুহাম্মদের বরকত! আমরা যে-ই-না বুসরার বাজারে ঢুকলাম সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতারা এসে ভিড় করতে লাগলো! এ ভিড় আর কমলো না, ক্ষণে ক্ষণে কেবলই বাড়লো! আমাদের পণ্য যতো কমে ভিড় ততো বাড়ে! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ রকম ভিড় আর কোথাও ছিলো না! অথচ আমাদের মতো পণ্য তো সবার কাছেই ছিলো!

মালিকান! আমি ভাবতেই পারি নি, বেচাকেনায় মুহাম্মদ এতোটা দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন! আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেচাকেনার পর্ব শেষ করে ফেললাম! অন্য ব্যবসায়ীরা অবাক-বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলো! কেউ কেউ তো বলেই ফেললো :

-মায়সারা! এসব কী ঘটছে?! তোমাদের আর আমাদের পণ্য কি এক নয়? নাকি কৌশলে আমাদের পেছনে ফেলে দিলে! নাকি এখানে পৌঁছার আগেই ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলে?!

খাদিজা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললেন :

-কিন্তু মায়সারা, পণ্য বিক্রির যে মূল্য তা দিয়ে তো এতো পণ্য কিছুতেই কেনা সম্ভব না! এত্তো সব কেনার মূল্য কোত্থেকে এলো?! আমার তো মনে হয় এ পণ্য কিনতে তোমাদের বিক্রিত পণ্যের মূল্য কেনো, তার দ্বিগুণ-তিনগুণ এমনকি চারগুণও যথেষ্ট নয়!! তাহলে?!

মায়সারার মুখে আবার আগের সেই অনাবিল হাসি! আবার সেই একই উত্তর :

-মুহাম্মদের বরকত!!

এবার খাদিজার বিস্ময় আরও বেড়ে গেলো :

-মানে! কী করে তা হতে পারে?!

-আল্লাহ চাইলে কী না হতে পারে, মালিকান! আমি একটু খুলে বলি— আল্লাহ যেমন মুহাম্মদের সঙ্গে ছিলেন বেচার সময়, অনুরূপ তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেনার সময়ও! অর্থাৎ যে-ই তিনি ক্রেতা হিসাবে বাজারে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে পণ্য তুলে দেয়ার জন্যে বিক্রেতারা হুড়মুড় করে ছুটে এলো! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, তারা যেনো বিনামূল্যেই তাঁর হাতে সব তুলে দেবে! মুহাম্মদ মূল্যের ক্ষেত্রে যা-ই প্রস্তাব করছিলেন, তাই তারা মেনে নিচ্ছিলো, কোনো দ্বিরুক্তি করছিলো না! এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অন্যরা তো একেবারে থ হয়ে গেলো! সমস্ত ব্যবসায়ীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব হলো? কোন নীতিতে? কোন কৌশলে? কোন দূরদর্শিতায়? তারা এসব নিয়ে বলাবলি করে আর তাকায় মুহাম্মদের নূরানি চেহারার দিকে, তারা চোখ ফেরাতে পারে না, তাকিয়েই থাকে। তাদের কেউ কেউ বিস্ময়ভরে বললো :

-মায়সারা! বিষয় কী! আমাদের বাঘা বাঘা ব্যবসায়ীরা যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না! তোমার মুহাম্মদ 'কোন যাদুবলে' নিজের পণ্য বিক্রি করলেন বেশি দামে আর অন্যের পণ্য কিনলেন কমদামে—প্রায় বিনামূল্যে?! আগে তো আমরা বলেছি, ক্রেতাদের সাথে তোমাদের পূর্ব-যোগাযোগ ছিলো, এখন তো দেখছি বিক্রেতাদের সাথেও তোমাদের পূর্ব-যোগাযোগ ছিলো!

মায়সারা একটু থামলো। খাদিজার মুখে ফুটে উঠলো একটা অপূর্ব হাসি! ঘোর-লাগা কণ্ঠে তিনি বললেন :

-মায়সারা! আসা-যাওয়ার পথে আর কী কী তোমার দৃষ্টি কাড়লো, বলে যাও! কিছুই বাদ দেবে না, তোমাকে মুহাম্মদের ব্যাপারে বেশ কৌতূহলী হনে হচ্ছে!

মায়সারা হাসিমুখে বললো :

-মালিকান! মুহাম্মদের বিষয়টা সীমাহীন আশ্চর্যজনক! আমি এতোক্ষণ আপনাকে যা বলেছি, সে ছিলো বুসরার বাজারের চিত্র। বেচাকেনার

চিত্র। সেখানে নানাজন তাঁর সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মুহাম্মদ নিজের দক্ষতাকে সঠিক সময়ে কাজে লাগিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্যও তাঁকে সহযোগিতা করেছে। মালিকান, আমার প্রশ্ন হলো, এটা না হয় মেনে নিলাম যে ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন ছিলো। যোগ্যতাও তিনি কাজে লাগাতে পেরেছেন। কিন্তু আকাশের বিষয়টির ব্যাখ্যা কে দেবে? কীভাবে দেবে? মুহাম্মদের ক্রেতা-বিক্রেতাদের বিস্ময়কর অনুকূল আচরণ যদি হয়ে থাকে তার যোগ্যতার স্বর্ণফল, আকাশ কেনো তাঁকে 'বন্ধু' বানিয়ে নিলো? কোন সে যোগ্যতার বলে? একটু খুলে বলছি—

আকাশে ছিলো আগুন-ঝরানো সূর্য। মরুবালি যেনো আগুনের অংশ। সূর্যকিরণ যেনো আগুনের 'ছোট ছোট টুকরো'। আমরা মক্কা থেকে বের হয়েই এ উত্তাপময় সূর্যের কবলে পড়লাম। প্রচণ্ড তাপ থেকে বাঁচতে সবাই পাগড়ি পরে নিচ্ছিলাম, একটার উপরে আরেকটা। পাশাপাশি মাথার উপর ছাতাও মেলে ধরলাম। কিন্তু মুহাম্মদ! আকাশই তাঁর কাছে এগিয়ে এলো! তাঁকে ছায়া দিলো! তাঁর উটকেও ছায়া দিলো! এক খণ্ড মেঘ তাঁর মাথার উপর উড়তে লাগলো! মুহাম্মদ সামনে বাড়ে মেঘখণ্ডও সামনে বাড়ে! মুহাম্মদ থেমে যায়, সাথে সাথে ওই মেঘখণ্ডও স্থির নিশ্চল! এ অবস্থা আমি দেখলাম সারা পথেই, একেবারে শামে পৌঁছা পর্যন্ত। মেঘখণ্ডটি রোদে এসে উপস্থিত হয় আর ঘনায়মান সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়! পরদিন সূর্যের উদয়নে আবার তার উদয় ঘটে!

আবেগাপ্লুত মায়সারা একটু থামলো, তাকালো বিস্ময়াভিভূত মালিকানের দিকে! তারপর বিস্ময়কাঁপা কণ্ঠে আবার বলতে লাগলো :

-মেঘ কেনো শুধু মুহাম্মদকেই অমন ছায়া দিচ্ছে— এ নিয়ে কাফেলার লোকজনের কৌতূহলের যেনো শেষ নেই! মাঝে মাঝে তারা এগিয়ে যায় মুহাম্মদের কাছে, সেই ছায়ায় একটু সিক্ত হতে, কিন্তু পারে না, যে-ই তারা কাছে যায় অমনই ছায়াটা সরে পড়ে! আবার যে-ই তারা দূরে চলে যায় ছায়াটা ফিরে আসে!

মুহাম্মদ সারা পথই ছিলেন আত্মসমাহিত। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইলেই কথা বলতেন, নিজে থেকে কোনো কথা

বলতেন না। সফরের ক্লান্তি দূর করার জন্যে অন্যান্য মুসাফিরদের মতো কোনো আনন্দ-উচ্ছ্বাসেও তিনি যোগ দিতেন না।

খাদিজা অভিভূত হয়ে মায়সারার কথা শুনেই যাচ্ছিলেন আর কী যেনো ভাবছিলেন। মায়সারাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

-শামে মুহাম্মদ কী কী করেছেন? ওখানে কি বিশেষ কিছু ঘটেছে?! শামের পরিবেশ তাঁর কেমন লেগেছে? ওখানে প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য, সবুজ-শ্যামলিমা, সবুজে ছাওয়া বনানী ও উদ্যান এবং ওখানকার কোমল মধুর পরিবেশ তাঁর কেমন লেগেছে?

মায়সারা বললো :

-প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র তিনি বেশ উপভোগ করেছেন। শামের সবুজ প্রকৃতি বড়ো উপভোগ করেছেন। গাছ-গাছালি, বন-বনানী, তরতর বয়ে চলা নদী-নালা ঘোরলাগা চোখে দেখেছেন। আমাদের এদিকে তো সবুজের ছোঁয়া নেই। উদ্ভিদের 'খেলা' নেই। নদী ও ঝরনার কলকল আওয়াজ নেই। কিন্তু শামে এ সবই আছে। ওখানে আছে উদ্যানের পর উদ্যান। ঘন গাছ-গাছালিরা একে অপরকে যেনো জড়িয়ে রেখেছে। আছে আরও কতো শস্য ও উদ্ভিদ-বৈচিত্র। খেজুর বাগানের সবুজাভ মনকাড়া দৃশ্য থেকে কে চোখ ফেরাতে পারে? ওখানকার বাতাস কী কোমল ও মায়াময়! ওখানকার উষ্ণতাও উপভোগ্য! সবই মুহাম্মদের দৃষ্টি কেড়েছে, মন কেড়েছে। তন্ময়চিত্তে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন তিনি শামের প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র। আল্লাহর সৃষ্টিলীলায় না জানি ভাবনার কী উপকরণ পেয়েছিলেন তিনি! কেবলই গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন আর নিঃসীম ভাবনায় মোহিত হয়ে যেতেন।

মালিকান! কাফেলার লোকজন যে দিকে মন চাইতো বেরিয়ে যেতো, কিন্তু মুহাম্মদ তাঁবুর বাইরে বসে গভীর দৃষ্টিতে দেখতেন শামের সবুজ প্রকৃতি, মাথার উপরের নীলাকাশ। পর্বতমালার দৃঢ় সৃষ্টিশৈলী। এভাবেই একদিন আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেলো। আমরা সফরের প্রস্তুতি নিলাম। উপযুক্ত সময় দেখে সফর শুরু করলাম।

মায়সারা একটু থামলো। খাদিজা তেমনি ডুবে আছেন চিন্তায়। মুখে লেগে আছে অদ্ভুত মিষ্টি হাসি। খাদিজার দিকে তাকিয়ে মায়সারা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বরং মুগ্ধতা-ছড়ানো আওয়াজে তার মালিকানকে বললেন :

-জানেন মালিকান! মুহাম্মদ অচিরেই একজন নবী হবেন!! যে নবীর অপেক্ষায় মানুষ প্রহর গুনে চলেছে, অনেক দিন থেকে!! মানুষ তো এখন বলছে সে নবীর আগমনকাল নাকি এখন একদম কাছে!!

এ কথা শুনে খাদিজা নড়েচড়ে উঠলেন! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন :

-মায়সারা! এ কী বলছো তুমি? এ কথা জানলে কী করে?!

মায়সারা যেনো খাদিজার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো! তাই প্রশ্নটা শেষ না হতে হতেই বলতে লাগলো :

-মালিকান! বুসরা নগরীতে গিয়ে আমরা এক জায়গায় অবস্থান নিলাম। মুহাম্মদ কাছেই একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। দেখতে অন্য গাছের মতোই, বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। ওই গাছটির কাছেই বসবাস ছিলো এক পাদরির। থাকতো একটা আশ্রমে। হঠাৎ দেখা গেলো পাদরি আশ্রমের জানালা দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ওই গাছের নিচে বসা আত্মসমাহিত মুহাম্মদের দিকে! ভাবখানা এমন যেনো সে অতি বিচিত্র একটা দৃশ্য দেখছে! আরও অবাক ব্যাপার হলো পাদরি দ্রুতপদে আমার দিকে ছুটে এলো! এসেই উদ্বেলিত কণ্ঠে জানতে চাইলো :

-ওই-যে গাছটার নিচে বসে আছেন, তাঁর পরিচয়? একটু বলবে আমায়?!!

আমি বললাম :

-তিনি কুরাইশের অভিজাত খানদানের এক যুবক!

এ কথা শুনতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন :

-তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন!

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম :

-কী বললেন? 'প্রেরিত হয়েছেন' মানে?!

তখন পাদরি আস্থাভরা কণ্ঠে আমাকে বললেন :

-ইনি এখনো প্রেরিত—নবী না হয়ে থাকলে অচিরেই একজন নবী হবেন! আমার জানামতে ওই গাছের নিচে নবী ছাড়া অন্য কেউ বসে নি!!

❋❋❋

মায়সারার কাছে আর কী শুনবেন খাদিজা?

সবই তো শোনা হয়ে গেলো! যা যা শুনতে লালায়িত ছিলেন তিনি, তার কোনটি বাদ পড়েছে?!

খাদিজার চেহারায় বিস্ময় ও আনন্দের আলোকণা একাকার হয়ে আনন্দ-রেণু ছড়াতে লাগলো!

চোখ নীমিলিত করে আবার তিনি সেই স্বপ্নসূর্যটা ভেবে নিলেন!

চাচাতো ভাই ওয়ারাকার ব্যাখ্যাটাও একটু নিবিড়চিত্তে ভেবে নিলেন!

আবার ভেবে নিলেন!

আবার ভেবে নিলেন!

হ্যাঁ, সব ঠিক আছে!

সূর্য মানে—নবী!

আর নবী হবেন তাঁর স্বামী!

মানে এই মুহাম্মদ?! হ্যাঁ .. এই মুহাম্মদই সেই প্রতীক্ষিত নবী!

এই মুহাম্মদই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা—আমার স্বপ্নের স্বামী!

এই মুহাম্মদ নবী না-হলে আর কে হবেন?!

খাদিজার মনে আনন্দের পাখিরা কলরব করতে লাগলো! মরু-মক্কায় যেনো ঝরনাধারা কলকল করে বয়ে যেতে লাগলো!

❋❋❋

খাদিজা বেরিয়ে এলেন পণ্যশালা থেকে। বাইরের পোশাক পরলেন। ছুটে গেলেন সেই ওয়ারাকার কাছে আবার! গিয়ে সব বললেন তাঁকে, যা যা শুনে এসেছেন একটু আগে মায়সারার মুখে! ওয়ারাকা ঝলমল করে উঠলেন! ওয়ারাকার কণ্ঠটা চিৎকার করে উঠলো :

-খাদিজা! খাদিজা! বলেছিলাম না—মুহাম্মদ সাধারণ কেউ নয়!

খাদিজা বললেন :

-তাহলে কি তিনিই ভবিষ্যতের নবী?!

-আমার তো তা-ই বিশ্বাস! আসমানি কিতাব পড়ে যতোটুকু জেনেছি ও বুঝেছি, তাতে মনে হচ্ছে মুহাম্মদই শেষনবী! এ উম্মতের নবী! তাঁকেই আল্লাহ সবার উপরে ওঠাবেন! মহাসম্মানে ভূষিত করবেন!! আর এ মুহাম্মদই তোমার সেই স্বপ্নসূর্য! এবং তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী!!

❋❋❋

খাদিজা ফিরে এলেন গৃহে। সাথে নিয়ে এলেন দৃপ্ত অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

নবুওতের সূর্যকে বরণ করে নিতে এখন তিনি পূর্ণ প্রস্তুত!

আল-আমীনকে 'হাতছাড়া' করা যায় না, কিছুতেই না!

আল-আমীন রত্ন! কিন্তু এই রত্ন না, সেই রত্ন—আকাশের রত্ন! সবচেয়ে দামি রত্ন! আমার স্বপ্নসূর্য! আমার ভবিষ্যতের নবী! আমার ভাবী স্বামী! আল্লাহু আকবার!
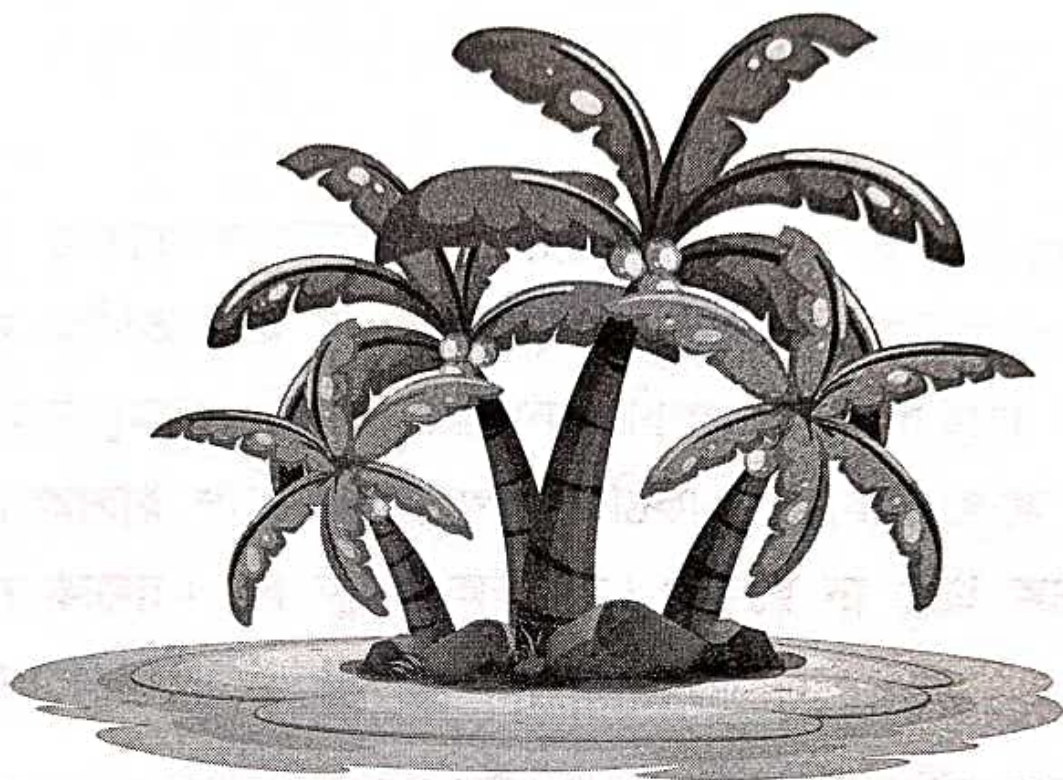
এগারো

অথৈ চিন্তা এবং সবুজ থৈ

খাদিজা ভাবতে লাগলেন মুহাম্মদকে নিয়ে। সেই ভবিষ্যৎ-নবীকে নিয়ে, যিনি প্রেরিত হয়ে সব অন্ধকার দূর করবেন। জালিমকে প্রতিহত করবেন। মাজলুমকে উদ্ধার করবেন। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবেন। কা'বা হবে আবার শান্তি ও নিরাপত্তার ঠিকানা। এখান থেকে দূর হয়ে যাবে সকল কালো। সব জুলুম-অনাচার। থাকবে না ছোট আর বড়তে কোনো ভেদাভেদ।

খাদিজার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে সেই নবীর আগমনকাল অতি নিকটে এবং মুহাম্মদই সেই নবী। মুহাম্মদই তাঁর স্বপ্নসূর্য—ঘর আলোকিত করা .. আশপাশ আলোকিত করা .. সারা জাহান আলোকিত করা সূর্য। যে-ই মুহাম্মদকে স্বামী হিসাবে পাবে সে চিরসৌভাগ্যবতী। নবীর কাজের সহযাত্রী। সহকর্মী। নবীকে নবুওতের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতে পারার সৌভাগ্য কী দিয়ে মাপা যাবে? আছে কি কোনো নিক্তি? নেই, একদম নেই! এ শুধুই এক মহাপ্রাপ্তি!

খাদিজা কেমন করে চাইবেন—চাইতে পারেন এ মহাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে?

কী হবে এই অঢেল সম্পদ দিয়ে, যদি অমন সৌভাগ্য হাতছাড়া হয়ে যায়?

এ সৌভাগ্যের সামনে বিলীন হয়ে যাক খাদিজার বিপুল বাণিজ্য! খাদিজা চান না সম্পদ—বাণিজ্য, তিনি চান শুধু মুহাম্মদকে! মুহাম্মদ

এখন তাঁর সব! তাঁর সম্পদ, তাঁর ব্যবসা, তাঁর সব! মুহাম্মদের পায়ের নিচে সব তিনি বিলিয়ে দেবেন, দিতে চান! দেবেনই!!

আহা! সেই মহাসৌভাগ্য থেকে তিনি আর কতো দূরে?!

কখন উদিত হবে তাঁর জীবনে এই মহাসূর্য?

হে উদয়াচল! প্রস্তুত হও!

❄❄❄

কিন্তু মুশকিল হলো, কেমন করে তিনি মনের কথা জানাবেন মুহাম্মদকে?

কেমন করে বলবেন— আল-আমীন! আমি তোমার স্ত্রী হয়ে ধন্য হতে চাই!

খাদিজা ভাবনায় পড়ে গেলেন। এ বিষয়ে মুহাম্মদের সঙ্গে খুব দ্রুত কথা বলা দরকার! তাঁর মনের অবস্থা তো এখন এই যে এই মুহূর্তেই তিনি আল-আমীনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাকুলতা পারলে তুলে ধরেন নিজেই, কিন্তু সে কেমন করে হবে! লজ্জা ও সংকোচ যে বাধা! আল-আমীনের মহাব্যক্তিত্ব যে বাধা! এ ব্যক্তিত্বের সামনে কোনো কথাই তো মুখে সরে না, আবার অমন কথা! না-হয় খাদিজা বললেন তাঁকে মনের কথা, কিন্তু যদি তিনি 'না' বলে দেন?! তখন লজ্জায় অনুশোচনায় কোথায় মুখ লুকোবেন তিনি? লোকেরাই বা কী বলবে, যখন শুনবে যে খাদিজা মুহাম্মদকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ 'না' বলে দিয়েছেন! অথচ এর আগে খাদিজা কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও ধনী যুবকদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন! বারবার!

খাদিজা ভাবতে লাগলেন, ভেবেই চললেন। অবশেষে খাদিজা একটা কিনারা পেলেন! মনে পড়লো তাঁর এক সখীর কথা! তাঁর এক বান্ধবীর কথা! তাকে সব খুলে বলা যায়! তাকে এ দায়িত্বটাও অর্পণ করা যায়! বিশ্বস্ত, খুব আমানতদার! পেটের কথা তিনি পেটেই রাখেন! হৃদয়ের কথা শোনেন হৃদয়ের কান দিয়ে!

খাদিজার আর তর সইলো না, ডেকে পাঠালেন প্রিয় নাফিসাকে!

❄❄❄

নাফিসা 'তলব' পেয়ে দেরি করলেন না, দ্রুত ছুটে এলেন! কুশল বিনিময়ের পর খাদিজা নাফিসার দিকে একটা 'দামি উপহার' এগিয়ে ধরে বললেন :

-নাফিসা! উপহারটা কেমন? মন্তব্য করো।

নাফিসা তাকালেন উপহারটার দিকে, মুগ্ধতাভরা চোখে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখলেন। দেখতেই লাগলেন! তারপর হর্ষধ্বনি করে উঠলেন :

-খাদিজা! এর আগে আমি অমন সুন্দর উপহার আর দেখি নি! পাইও নি! এটি সংগ্রহ করেছেন যিনি তাঁর উন্নত রুচির প্রশংসা করতেই হয়!

নাফিসার কথা শুনে খাদিজা হাসলেন, তৃপ্তির হাসি! কথা বলার মওকাও পেয়ে গেলেন চমৎকার! মূল কথায় আসার অমন চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে এতো তাড়াতাড়ি, খাদিজা ভাবতেই পারেন নি। আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে খাদিজা বললেন :

-নাফিসা! খুব উন্নত রুচি তাঁর, না?

নাফিসা দ্বিগুণ মুগ্ধতায় পল্লবিত হয়ে বললেন :

-সে কি আর বলতে হয়! তাঁর রুচি সুন্দর, তাঁর পছন্দ অপূর্ব!

নাফিসা খাদিজার দিকে সহাস্যে তাকালেন। মৃদু হেসে বললেন :

প্রিয় বোন! কে তিনি?!

-মুহাম্মদ! এবার তিনি আমার বাণিজ্য-কাফেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন!

-আচ্ছা! মুহাম্মদের রুচি কী সুন্দর! কী দারুণ! সুন্দর মানুষের সুন্দর রুচি!!

খাদিজা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন :

-নাফিসা! মুহাম্মদ কি শুধু সুন্দর?

-নয় তো কী? ভরা যৌবনেও মক্কায় কী পবিত্র জীবন! মক্কার দূষিত পরিবেশ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। তিনি আল-আমীন— চিরবিশ্বস্ত। তিনি সাদিক—চিরসত্যবাদী। তিনি সুপুরুষ, সুঠাম যুবক। তিনি নজরকাড়া সুন্দর। বংশ মর্যাদায়ও তিনি শ্রেষ্ঠ। সব দিক দিয়েই

তিনি শ্রেষ্ঠ। মক্কার অগণিত 'মানব-শয়তানদের' ভেতরে তিনি ফেরেশতা।

একটু থেমে নাফিসা খাদিজার দিকে তাকালেন, বললেন :

-প্রিয় বোন! মুহাম্মদকে ছেড়ো না, তোমার ব্যবসার জন্যে ধরে রাখো! অনেক যোগ্য মানুষ! অনেক বরকতি যুবক! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই তিনি মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হবেন! ধন-সম্পদেও মনে হয় তিনি পিছিয়ে থাকবেন না। আহা, কেমন ভাগ্যবতী হবে সেই নারী, মুহাম্মদ হবেন যার স্বামী!

নাফিসার মুখে অমন 'মুহাম্মদ-প্রশস্তি' শুনে খাদিজার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেলো! খুশিতে অন্তর্তটিনীতে (হৃদয়নদীতে) বান ডেকে গেলো! অব্যক্ত ভাবের সুরভিত হাসিতে মুখটা জ্বলে উঠলো! বললেন :

-শ্রেষ্ঠ স্বামী তিনি হে নাফিসা!!

খাদিজার কথায় নাফিসা কিসের যেনো আভাস পেলেন!

বরং একটা একান্ত বাসনার প্রতীতির আওয়াজ শুনতে পেলেন!

খাদিজার বুকে চেপে-রাখা মধুময় স্বপ্নের 'শ্বাস-নিঃশ্বাস' যেনো এখন নাফিসা শুনতে পাচ্ছেন! কাছে না গিয়েই!

না! খাদিজার বুকে কান পেতে নয়, খাদিজার স্বরতরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজেই তা অনুরণিত!

বুদ্ধিমতী নাফিসার এবার তাই স্পষ্ট উচ্চারণ :

-প্রিয় খাদিজা! তুমি কি মুহাম্মদকে নিয়ে ভাবছো! স্বাগতম!! উত্তম ভাবনা!! আমি যদ্দুর জানি, মুহাম্মদ বিবাহের ব্যাপারে কোনো ফিকির (চিন্তা) করছেন না এখনো। কেননা উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান নেই তাঁর কাছে! অথবা তিনি অপেক্ষা করছেন উপযুক্ত সময়ের, তাঁর রবের ইশারার! আমি কিন্তু মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করি—

মুহাম্মদ যা 'খুঁজছেন' তা পুরোপুরিই আছে 'খাদিজার মাঝে'!

মক্কার শ্রেষ্ঠ নারীর কাছে!

তাঁর আছে জামাল—সৌন্দর্য!

তাঁর আছে ধন-দৌলত-প্রাচুর্য!

তাঁর আছে মেশকময় চরিত্র!

আরও আছে মেধা প্রতিভা বিচক্ষণতা মহানুভবতা সহনশীলতা!

এ সবই তো শ্রেষ্ঠ নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এর বাইরে মুহাম্মদ আর কী চাইতে পারেন?

নাফিসা একটু থেমে আবার বলে যেতে লাগলেন :

-মুহাম্মদ অন্য যুবকদের মতো ভাবেন না, অর্থ ও সম্পদ তাঁর কাছে মুখ্য নয়। তিনি অনেক বড় মনের অধিকারী। জীবনসঙ্গিনী হিসাবেও চান একজন বড় মনের মহীয়সীকে!

খাদিজা কাঁপা আওয়াজে বললেন :

-নাফিসা! তোমার কী মনে হয়? বয়সটা কেমন চাইতে পারেন তিনি, বড় না ছোট?

-আমার মনে হয়, বয়স তাঁর কাছে কোনো সমস্যা নয়, তিনি শুধু চান দয়ালু হৃদয়, তুষ্ট সন্তুষ্ট মন! আচ্ছা খাদিজা, তোমার আর মুহাম্মদের বয়সের ব্যবধান কতো?

-পনেরো বছর!

-এটা কোনো বিষয় নয়। বয়স দিয়ে মানুষকে যতো-না বিচার করা হয় তারচেয়ে অনেক বেশি মাপা হয় গুণ ও আদর্শ দিয়ে।

একটু দম নিয়ে নাফিসা হাসতে হাসতে বললেন :

-আমি তো মনে করি 'খাদিজা'কে দেখার পর মুহাম্মদের মনেও খাদিজা প্রবেশ করেছেন! প্রিয় বোন, আমরা কি একটা কাজ করতে পারি?

-কী নাফিসা!

-সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে শুধু মুহাম্মদের কাছেই প্রস্তাবটা উপস্থাপন করবো! তিনি 'হ্যাঁ' বললে আল-হামদুলিল্লাহ! আর যদি 'না' বলেন, তাহলেও কেউ জানলো না, আমাদেরও কোনো ক্ষতি হবে না!

খাদিজার হৃদ-স্পন্দন আরও বেড়ে গেলো! নাফিসার দিকে কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন :

-কিন্তু নাফিসা, কে যাবে মুহাম্মদের কাছে?

নাফিসা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন :

-আমি যাবো, এ দায়িত্ব আমিই নিলাম!!

❊❊❊

খাদিজা খুশি হলেন। অনেক সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আরও অনেকক্ষণ দু'জনে কথা হলো। খাদিজা শোনালেন এই ফাঁকে সেই স্বপ্নের কথা। ওয়ারাকার ব্যাখ্যার কথা। শাম অভিযানে মায়সারা কী কী দেখেছে– সে কথা। আরও অনেক কিছু, আনন্দোদ্বেল কণ্ঠে, ঘোরলাগা কণ্ঠে!

নাফিসার বিস্ময় ও আনন্দ আরও বেড়ে গেলো! নাফিসার স্পষ্ট কথা, মুহাম্মদই এ উম্মতের নবী হবেন! আর তাঁকে তাঁর মহাদায়িত্ব পালনে সহযোগিতার জন্যে আল্লাহ নিশ্চয়ই মনোনীত করেছেন 'খাদিজা'কে।

খাদিজাকে আবারও আশ্বস্ত করে নাফিসা বেরিয়ে গেলেন নতুন অভিযানের উদ্দেশে। আর যাওয়ার আগে ভরসা ও আস্থার কণ্ঠে খাদিজাকে বলে গেলেন :

-অপেক্ষা করো, আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরবো! অবশ্যই আল্লাহ চাহে তো সুসংবাদ নিয়ে ফিরবো! তোমার 'স্বপ্নসূর্য'র আলো নিয়ে ফিরবো!
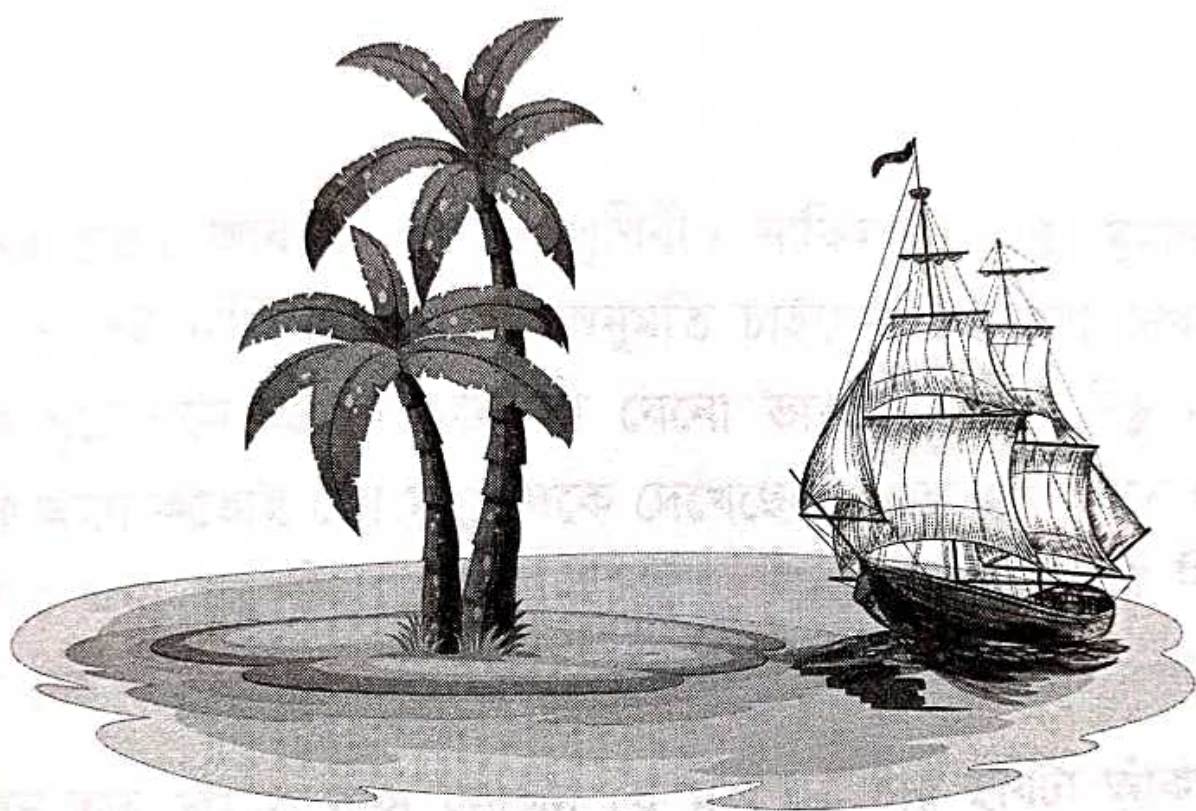
বারো

নাফিসার অভিযান

এখন রাত। আঁধারে আচ্ছন্ন পৃথিবী। নাফিসার গন্তব্য মুহাম্মদের বাড়ি। পৌঁছেই নাফিসা প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নাফিসা দেখলেন, মুহাম্মদ গৃহে বসে আপন মনে কী যেনো ভাবছেন, মাথা নিচু করে। নাফিসা আগে কতোই তো মুহাম্মদকে দেখেছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ যেনো অন্য মুহাম্মদ, এ মুহাম্মদের সাথে যেনো নাফিসার বিশেষ পরিচয় নেই।

এখন তার সামনে বসে আছেন যে মুহাম্মদ তাঁর ছবিটা আঁকা যায় এভাবে—

দৃষ্টিকাড়া সুন্দর চেহারা।
আকর্ষণীয় মাঝারি গড়ন।
সুন্দর পরিপাটি চুল, গাঢ় কালো।
বড় বড় চোখ, তার উপর লম্বা ভ্রু।
মুখাবয়ব যেনো আলোর আধার।

নাফিসা মুহাম্মদকে সালাম ও অভিবাদন জানালেন। মুহাম্মদ মাথা ওঠালেন। তাকালেন নাফিসার দিকে। নাফিসা 'জালালে মুহাম্মদী' দেখে 'ঘাবড়ে' গেলেন বুঝি—এতো সুন্দর মুহাম্মদ!

মুহাম্মদও নাফিসাকে প্রতিউত্তর করলেন। কোমলকণ্ঠে বললেন :

-নাফিসা! শুভাগমন! এই মুহূর্তে তুমি!

নাফিসা হাসিমুখে বললেন :

-আমি এসেছি আপনাকে মুবারকবাদ জানাতে, যেহেতু আপনি ফিরে এসেছেন শাম থেকে নিরাপদে!

নাফিসা এরপর আশপাশে তাকালেন। দেখলেন গৃহে উম্মে আয়মান ছাড়া আর কেউ নেই! উম্মে আয়মান গৃহকর্মে ব্যস্ত। নাফিসা উম্মে আয়মানের দিকে ইশারা করে বললেন :

-ও এবং আপনি কেমন করে থাকেন এ 'শূন্য' গৃহে! একাকীত্ব অনুভব হয় না?!

মুহাম্মদ হাসিমুখে বললেন :

-কেমন করে এ একাকীত্ব দূর করবো? আমি তো 'স্বল্প' আয়ের মানুষ! চাইলেই কাউকে ঘরে আনতে পারবো না! তা ছাড়া সব মহিলাই তো 'উপযুক্ত' না। বিবাহ কোনো 'খেলা' নয়—একটা গুরুদায়িত্ব! এ দায়িত্ব পালনে চাই উপায়-উপকরণ! হ্যাঁ, উপযুক্ত নারীর উপযুক্ত মোহর আমার হাতে এলে আমি সামনে বাড়বো, ইন-শা আল্লাহ!

নাফিসা আলাপের ভালো একটা সূত্র পেয়ে গেলেন! অল্পতেই তিনি মূল কথা উপস্থাপনের সুযোগ পেয়ে গেলেন! একটু আগে যেমন সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন খাদিজা। মহিমান্বিত সেই সত্তা, যিনি অমন সুন্দর সুযোগ সৃষ্টি করে দেন! সবই আল্লাহর ইচ্ছে! নাফিসা মুগ্ধচিত্তে আস্থাভরা কণ্ঠে বললেন :

-আমি যদি আপনাকে সন্ধান দিই কোনো অভিজাত ও সম্মানিত নারীর, যার রয়েছে রূপ-সৌন্দর্য, অর্থকড়ি—সব!

মুহাম্মদ না-ভেবেই বললেন :

-তাহলে অবশ্যই অনেক মোহর লাগবে?! নাফিসা! তুমি তো জানোই, প্রাচুর্যশীলাদের মোহর বেশ চড়া! কেউ চাইলেই তা উসুল করতে পারবে না! আমি পাবো তবে কোত্থেকে?!

নাফিসা আরও আনন্দিত হলেন! তিনি অনুভব করলেন, তাঁর অভিযান এই বুঝি সফল হতে চললো! আনন্দকে চাপা দিয়ে নাফিসা কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন :

-আপনার জন্যে যদি অমন সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত এবং কৌলিন ও পুণ্যবতী মহিলার সন্ধান আমি দিতে পারি এবং সেটা অতিরিক্ত মোহর ছাড়াই, তাহলে! সামনে বাড়বেন?!

মুহাম্মদ মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন :

-নাফিসা! যদি অমন হতো! তুমি কি আমায় একটু বলবে, তিনি কে?

নাফিসা প্রচণ্ড উত্তেজনা অনুভব করলেন! উত্তর দেওয়ার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করলেন! তারপর আনন্দের নীরব-প্লাবনে প্লাবিত হতে হতে বললেন :

-তিনি খাদিজা! খাদিজা বিনতে খোআইলিদ!!

মুহাম্মদ নাফিসার দিকে তাকালেন!

সে দৃষ্টিতে আকুলতা! সে দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা!

আরও আছে অনেক কৃতজ্ঞতা!

আরও আছে অবিশ্বাসের একটু মিশ্রণ— এ-ও কি হয়? কী করে হতে পারে!

❄❄❄

খাদিজার প্রতি মুহাম্মদের হৃদয়-টান আছে। কিংবা সৃষ্টি হয়েছে তাঁকে দেখার পর থেকেই। কিন্তু তাই বলে এমন করে সামনে বাড়া— কেমন করে সম্ভব? হায়! তাঁর কাছে মোহরের প্রয়োজনীয় দিরহাম থাকলে অবশ্যই তিনি খাদিজাকে গিয়ে প্রস্তাব দিতেন! খাদিজার প্রতি মনটা তাঁকে বড়ো টানে! খাদিজা কতো গুণী! খাদিজা কতো মায়াবতী!

কিছুক্ষণ কেটে গেলো মুহাম্মদের— নীরব স্তব্ধতায়! তারপর নীরব মুহাম্মদ সরব হলেন! আশার আলো কণ্ঠে মাখলেন, চোখে মাখলেন! তারপর বললেন :

-কিন্তু নাফিসা! খাদিজা কি তা মানবেন? রাজি হবেন?! কে-ইবা তাঁকে জানাবে আমার ইচ্ছের কথা এবং আমার বর্তমান অবস্থার কথা?!

বার বার আলোড়িত আনন্দ-উত্তেজনা দমন করে কাঁপা আওয়াজে নাফিসা বললেন :

-আমি, হে মুহাম্মদ! আমি!! আশা করি আমি খাদিজাকে মানাতে পারবো! আশা করি আমি তাঁকে রাজি করাতে পারবো! খাদিজার মতো মহীয়সী নারীর আপনিই হতে পারেন আদর্শ বর, হে মুহাম্মদ! কেনো তাহলে খাদিজা মানবেন না? বিবাহের ব্যাপারে অনীহা ও আগের অবস্থান থেকে কেনো তিনি সরে আসবেন না? অবশ্যই আসবেন! অবশ্যই আমি পারবো! আমার বিশ্বাস, আপনার আগ্রহের কথা জানতে পারলে তিনি অবশ্যই 'হ্যাঁ' বলবেন! অবশ্যই তিনি আল-আমীনের মর্যাদা দেবেন!!

❄❄❄

নাফিসা চলে গেলেন!
এসেছিলেন খাদিজার মহল থেকে মুহাম্মদের 'কুটিরে'!
এখন ফিরে গেলেন মুহাম্মদের 'কুটির' থেকে খাদিজার মহলে!
আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন কিছুটা আশা, অনেক শঙ্কা!
যাওয়ার সময় নিয়ে গেলেন শুধুই আশা!
সবই আল্লাহর ইচ্ছা!
নাফিসার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো—
এতো সহজে এতোকিছু হয়ে গেলো?! ইয়া আল্লাহ!
এতো দ্রুত তাঁর অভিযান সফল হয়ে গেলো?!
সব খাদিজার বরকত, বরং মুহাম্মদের বরকত!
নাফিসা আনন্দ-প্লাবিত হয়ে খাদিজার মহলে প্রবেশ করলেন!

❄❄❄

খাদিজা তো নাফিসার পথ চেয়েই ছিলেন। অধীর প্রতীক্ষার কঠিন কঠিন প্রহর বয়ে যাচ্ছিলো। ধীরলয়ে। কখন আসবে নাফিসা?
কী নিয়ে আসবে? সুসংবাদ? আহা! তা-ই যেনো হয়!
দুঃসংবাদ? না! না! না!
অবশেষে নাফিসাকে আসতে দেখা গেলো! আলো-ঝলমলে নাফিসা! তাহলে কি সুসংবাদ?! এ-ই তো নাফিসার চোখ হাসছে! মুখ হাসছে!
আল-হামদুলিল্লাহ!!

নাফিসা এসে বসলেন পাশে। শোনালেন অভিযান সাফল্যের মহাবার্তা! মুহাম্মদের সবুজ সংকেত বার্তা! খাদিজা নাফিসাকে জড়িয়ে ধরলেন! কৃতজ্ঞতার চুমুতে সিক্ত করলেন! আর আরেকবার পণ্যভাণ্ডার থেকে আরেকটা সেরা উপহার বেছে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে দিলেন! দাসী-বাঁদিদের কথাও এই আনন্দঘন মুহূর্তে খাদিজা ভুললেন না, ওদেরও খুশি করলেন! রাতটা কাটলো খাদিজার স্বপ্নময় মধুময় হয়ে! এতো সুন্দর রাত কি তাঁর জীবনে আর এসেছিলো?

❄❄❄

রাতশেষে নেমে এলো সকাল। আনন্দভরা রাতের মতোই আশাভরা সকাল। সারা পৃথিবী এখন সূর্যালোকে যেমন ঝলমল করছে খাদিজার হৃদয়-জগৎও এখন ঝলমল করছে—'মুহাম্মদ-প্রাপ্তি'র সবুজ স্বপ্ন পূরণ হতে চলায়!

খাদিজা চাচাজানকে খবর পাঠালেন। বাবার অনুপস্থিতিতে তিনিই খাদিজার অভিভাবক। প্রিয় ভাতিজির 'তলব' পেয়ে যথাসময়ে চাচাজান হাজির হয়ে গেলেন। এ-আলাপ সে-আলাপের পর মজলিস যখন প্রাণময় হয়ে উঠলো তখন খাদিজা সারা মুখে গোলাপময় লজ্জার আবির ছড়িয়ে ছড়িয়ে বললেন :

-চাচাজান! এই-যে আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অটল আছি এ ব্যাপারে আপনার খোলাখুলি মন্তব্য কী?!

চাচাজান কী আর বলবেন! একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন :

-খাদিজা! এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য নেতিবাচক! আমার মনে হয়, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তিনিও আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন না।

তোমার বয়সের এক প্রাচুর্যশীলা নারী—
বিবাহ থেকে দূরে থাকবে ..
একাকিনী জীবন কাটিয়ে দেবে ..
মক্কার সম্ভ্রান্ত নেতাদের প্রস্তাব একের পর এক ফিরিয়ে দেবে ..

রাতদিন নিজের ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকবে—এটা আমি কী করে মেনে নিতে পারি, না কেউ মেনে নেবে?! অথচ বর এলে একাই সে তোমার এসব কাজের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে পারতো, তোমাকে এতো পরিশ্রম করতে হতো না, এতো ভাবতে হতো না!

হাসিমুখে বরং অম্লানবদনে চাচাজানের কথা শুনে গেলেন খাদিজা! চাচাজানের তেতো-তেতো উপদেশ আজ কী মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে! এবার খাদিজা সারা মুখে লজ্জার সাথে আনন্দের রাঙা আভা ছড়িয়ে বললেন :

-চাচাজান! খাদিজা যদি এখন মত বদলায় এবং বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে আপনার বক্তব্য কী?!

চাচাজান বুঝি একটু চমকেই উঠলেন! ভাতিজিকে ভালো করে দেখলেন! তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বললেন :

-সে যে অনেক ভালো সিদ্ধান্ত হবে রে মা! তা কি আর বলতে হয়?! তবে স্বামী হবে যে, অবশ্যই তাকে উপযুক্ত হতে হবে! কুরাইশের মধ্য থেকে কাকে তুমি বেছে নেবে, সে তোমার বিষয়!

খাদিজা এবার চাচাজানের কাছে জানতে চাইলেন মক্কার সবচেয়ে ভালো 'বর' কে হতে পারেন?

চাচাজান একটু ভেবে নিয়ে বললেন :

-খাদিজা! ভালো পাওয়া সে বড়ো মুশকিল! সবাই লোভী! কেউ আছে যৌবন পেরুনো প্রবীণ। কেউ আছে যৌবনের প্রথম ধাপে। কেউবা তাদের আশপাশে। এরা সবাই তোমার দরোজায় ধরনা দেবে! দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার সাড়া পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! তোমার পদতলে লুটিয়ে পড়তে পারলে তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করবে! কিন্তু সেই বর কোথায় পাবে বলো, যে বিবাহের মর্ম বোঝে .. স্ত্রীর সম্মান বোঝে? পরিবারের স্বার্থকে বড় করে দেখে? মক্কায় এ ধরনের লোকের ভীষণ আকাল! যদি পাওয়া যায়, আমি বলবো, সে-ই মক্কার প্রকৃত নেতা! সব নেতার সেরা নেতা!!

খাদিজা বললেন :

-যদি অমন লোক পাওয়া যায়, যিনি বিবাহের মর্ম বোঝেন .. পরিবারের সম্মান ও স্বার্থও বোঝেন, কিন্তু দরিদ্র?! তাহলে আপনার রায় কী?!

চাচাজান বিস্ময় ও আনন্দের মিশেলে বলে উঠলেন :

-দরিদ্র! দরিদ্র!

একটু চুপ থেকে চাচাজান আবার বললেন :

-হোক দরিদ্র, যার এসব গুণ আছে হোক সে দরিদ্র, তবুও সে উপযুক্ত! তবুও সে সেরা! ধন-সম্পদ তো আল্লাহর হাতে! বুদ্ধিমান মানুষ যখন কাজে হাত দেয়, ঘামঝরা শ্রম দেয়, তার হাতে সম্পদ চলেই আসে! সুতরাং বর হিসাবে তাকে বেছে নিতে কোনো সমস্যা নেই! তা ছাড়া আল্লাহ তো মা, তোমাকে অনেক দিয়েছেন! আচ্ছা এখন বলো তো, কার দিকে তুমি ইশারা করছো?! কে তোমার পছন্দের 'দরিদ্র' মানুষটি?!!

খাদিজা সেই লজ্জা ও আনন্দের সাথে মিষ্টি করে হাসলেন! মধুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

-মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ!

চাচাজানের কণ্ঠে এখন বিস্ময় থাকলেও তা চাপা পড়ে গেলো আনন্দের নিচে :

-ইয়া আল্লাহ! চমৎকার! চমৎকার! শ্রেষ্ঠ বর! লুফে নাও অবিলম্বে!! কোনো কালক্ষেপণ নয়!!

খাদিজা বললেন :

-গত রাতে তিনি সম্মতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি কি রাজি, চাচাজান? আপনার অমতে আমি কিছুই করবো না!

চাচাজান বড়ো প্রীত হলেন! প্রিয় ভাতিজির জন্যে তাঁর মনটা দয়া ও দরদে ভরে উঠলো! স্নেহ-মমতায় উথলে উঠলো!

-খাদিজা! আল্লাহ তোমায় দীর্ঘ সবরের পুরস্কার দান করতে যাচ্ছেন! সবার কাছ থেকে আল্লাহ তোমাকে দূরে রেখেছেন মুহাম্মদের কাছে নেয়ার জন্যে! তোমাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও মহাদৌলত দান করার জন্যে! মা আমার! বিশ্বাস করো; মুহাম্মদের তুলনা শুধু মুহাম্মদই! অমন সোনার

মানুষ মক্কায় খুঁজে পাবে না! হায়! এখন তোমার বাবা বেঁচে থাকলে কী খুশি-যে হতেন!! মা খাদিজা! আমি রাজি, তুমি প্রস্তুত হও!!

❄❄❄

এদিকে মুহাম্মদ চাচাজান আবু তালিবকে নাফিসার আগমনের কথা জানালেন। আরও জানালেন খাদিজাকে বিবাহ করার আগ্রহের কথা। সব শুনে আবু তালিবের আনন্দের কোনো সীমা রইলো না! তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন :

-কী বলছো তুমি ভাতিজা! খাদিজা সত্যি রাজি?!

মুহাম্মদের বিনয়ভরা হাসিমাখা উত্তর :

-জ্বী চাচাজান, তিনি রাজি!

আবু তালিব মাথা দুলিয়ে বললেন :

-তিনি বুদ্ধিমতী, অনেক দূরদর্শী! সারা মক্কার ধনীদের .. নেতৃস্থানীয়দের 'না' করে এ 'দরিদ্র'কে বরণ করে নিচ্ছেন! তিনি আসলে মানুষ চেনেন! মানুষের মূল্য বোঝেন! সম্পদ-প্রচুর্যের উপর তিনি প্রাধান্য দিচ্ছেন হৃদয়-প্রাচুর্যকে!!

আবু তালিব মুহাম্মদকে মুবারকবাদ জানালেন! খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহকে আল্লাহর একটি বিশেষ নেয়ামত হিসাবে আখ্যা দিলেন! মুহাম্মদও খুশি, আল্লাহর সকাশে অর্পণ করছেন অযুত নিযুত কৃতজ্ঞতা!

❄❄❄

সারা মক্কায় এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। খাদিজা-মুহাম্মদের বিবাহের আলোচনায় সবাই সবখানে মুখর হয়ে উঠলো। কারও মুখে বিস্ময়! কারও কণ্ঠে বিস্ময়! কারও চোখে বিস্ময়! সত্যি হতে যাচ্ছে এ? খাদিজা রাজি এখন বিবাহতে? তারপর আবার মুহাম্মদের সাথে!!

দেখতে দেখতেই নির্দিষ্ট দিনটা চলে এলো!

তেরো

শাদি মুবারক

খাদিজা বিনতে খোআইলিদের গৃহ-আঙিনায় অনেক মানুষের আনাগোনা। খান্দানের সবাই ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটা মুগ্ধকর অনুষ্ঠান আয়োজনের। মুহাম্মদের খানদান বনু হাশেম আর খাদিজার খান্দান বনু আসাদ—আজ সন্ধ্যায়ই মিলিত হতে যাচ্ছে। বনু হাশেমকে বনু আসাদ একটি দৃষ্টিকাড়া .. হৃদয়কাড়া নান্দনিক অনুষ্ঠান উপহার দিতে চায়! এ জন্যে এখন চলছে শেষমেশ চূড়ান্ত প্রস্তুতি।

সন্ধ্যায় এলো বনু হাশেম, সাথে আরও আত্মীয়রা। তাদের স্বাগত জানালো বনু আসাদ। সবাই বসেছেন মহলের প্রশস্ত আঙিনায়। সেখানে বিছানো হয়েছে দামি নকশি বিছানা। কারুকাজ করা বিছানা। মজলিসের মেজবান এবং মেহমান পরে-আছেন কারুকার্যমণ্ডিত আবা। মাথায় শোভা পাচ্ছে শানদার আমামা। বয়স্ক শায়খরা বসে আছেন রাজকীয় ভঙ্গিমায়। কথা বলছেন মেপে-জোখে, প্রাজ্ঞোচিত দক্ষতায়। তাদের সামনে ধোঁয়া উড়ছে সোনা-রুপার আম্বরদানি থেকে। মৌ মৌ করছে পরিবেশ। তাদের পাশেই বসে আছে ছেলেরা-ভাইয়েরা। কথা বলছে আনন্দোচ্ছলতায়। মুহাম্মদ বসে আছেন ঠিক মধ্যিখানে, আলো-ঝলমলে প্রদীপ্ত মুখাবয়বে। তাঁর কপাল থেকে যেনো আলো বের হচ্ছে ঠিকরে ঠিকরে। পাশেই বসেছেন আবু তালিব। তিনি জবাব দিচ্ছেন হাসিমুখে সবার অভিনন্দনের। খাদিজার চাচাজান—আমর ইবনে আসাদ বসেছেন আবু তালিবের কাছেই। ভীষণ হাসিখুশি দেখাচ্ছিলো তাঁকে। সবাইকে তিনি মিষ্টি হাসি বিতরণ করছিলেন।

গৃহাভ্যন্তর থেকে ভেসে আসছিলো খাদিজার বাঁদি ও বান্ধবীদের অনুচ্চ কণ্ঠের কোমল আনন্দ-গীত। আরও ভেসে আসছিলো অনুষ্ঠানকে ঘিরে খাদিজার কাছে আসা অভাবী মানুষের আনন্দ-কোলাহল। আজ তারা পাবে, অনেক পাবে। তার আগে ধুমধাম একটা খাওয়া-দাওয়া হবে। কতো কী খাবে আজ তারা!

একটু পর পরই মজলিসে পরিবেশিত হতে লাগলো শরবতের পেয়ালা। নানান রকম ফলের রেকাবি। যুবকেরা আরও নিয়ে এলো নানা স্বাদের মজাদার খাবার। যার যা ভালো লাগলো খেলো, তৃপ্তিভরে খেলো। কোনো কোনো শায়খ যুবকদের সঙ্গে রসিকতায় মেতে উঠলেন।

মজলিস যখন এভাবে ভরে উঠলো আবু তালিব সোজা হয়ে বসলেন। মজলিসের এদিক-ওদিক নজর বোলালেন। তারপর আনন্দভরে বললেন :

-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনিই তো আমাদের ইবরাহীমের বংশে জন্ম দিয়েছেন! ইসমাঈলের গর্বিত সন্তান বানিয়েছেন! আমাদের আরও দিয়েছেন তিনি কা'বাঘর রক্ষণাবেক্ষণের দুর্লভ গৌরব ও সম্মান! হারামের সেবা করার ভাগ্যও তাঁরই দান! তিনি আমাদের আরও দান করেছেন ন্যায়ভিত্তিক শাসন ও বিশ্বস্ততার সম্মান!

কুরাইশ সম্প্রদায়! এই যে আমার ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! ও খাদিজা বিনতে খোআইলিদ-এর প্রতি আগ্রহী। তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। অনুরূপ খাদিজা বিনতে খোআইলিদও তা-ই চান। আমার ভাতিজার ধন-সম্পদ কম, কিন্তু সে তো বিলীয়মান ছায়া—এই আছে এই নেই! বুদ্ধিতে আভিজাত্যে আমার ভাতিজার জুড়ি নেই। ...

আবু তালিব বলে যাচ্ছিলেন, সবাই নিবিড় নীরবতায় সাগ্রহে শুনে যাচ্ছিলো। তাঁর বক্তব্যের সাথে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছিলো। মুহাম্মদের দিকেও হাসিমুখে দেখছিলো। চোখের ভাষায় মুহাম্মদকে লক্ষ করে 'ধন্য' বলছিলো।

আবু তালিব তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলেন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। এ বক্তব্যের জবাবে দাঁড়ালেন ওয়ারাকা ইবনে

নওফল। তিনিও আবু তালিবের মতো মুহাম্মদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এরপর দাঁড়ালেন খাদিজার চাচাজান আমর ইবনে আসাদ। দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন খাদিজাকে মুহাম্মদের সাথে বিবাহ দেওয়ার কথা। সাথে সাথে ভেসে আসতে লাগলো চতুর্মুখী হর্ষধ্বনি। গৃহ-কোণের আনন্দ-কলরব। বাঁদিরাও হলো গীতে-গীতে উচ্চকণ্ঠ। আবার এলো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। আবার এলো শরবতের পেয়ালা। ফল-ফলাদির সাজানো রেকাবি। এলো রঙ-বেরঙের খাবার। তৃপ্তিভরে খেলো সবাই। মন ভরে দেখলো সবাই মুহাম্মদকে। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণিকে। মক্কার মহীয়সীর মহান বরকে।

খাদিজা বিলাতে লাগলেন বান্ধবী ও অন্যদের মাঝে আনন্দঘেরা উপহারসামগ্রী। দুহাতে আরও বিলালেন তিনি দান-অনুদান। দিলেন মন ভরে সবাইকে। কেউ বঞ্চিত হলো না। কাউকেই বঞ্চিত হতে হলো না। তিনি নাফিসাসহ সব বান্ধবীদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন প্রাপ্তির মিষ্টি হাসি। স্বপ্নসূর্যকে ছুঁয়ে ফেলার আনন্দরেণু!

একসময় শেষ হলো অনুষ্ঠান-পর্ব। সবাই নব-দম্পতিকে শেষ শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলো যে যার মতো। আর মুহাম্মদও চলে গেলেন!

নিজের বাড়ি থেকে খাদিজার বাড়িতে!!

ছোট্ট গৃহ থেকে বড় মহলে!!

শুরু হলো নতুন জীবন।

খাদিজা ও মুহাম্মদ! মুহাম্মদ ও খাদিজা!!

মুহাম্মদ চাইলেন খাদিজার ব্যবসার হাল ধরবেন তিনিই, শক্ত হাতে। কিন্তু খাদিজা এ কাজে তাঁর 'স্বপ্নসূর্য'কে বিলীন হয়ে যেতে দিলেন না! খাদিজা অনুভব করলেন, মুহাম্মদ শুধু ব্যবসার জন্যে নয়, শুধু খাদিজা ও তার বণিজ্য দেখাশোনার জন্যে নয়, শুধু মক্কার জন্যেও নয়— মুহাম্মদকে প্রয়োজন সারা পৃথিবীর। সমগ্র মানবতার। এ জন্যে মুহাম্মদকে প্রস্তুত হতে হবে। এ জন্যে তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। কুদরতিভাবেই তাঁকে এ জন্যে গড়ে তোলা হচ্ছে।

❄❄❄

একদিন ভোরে মুহাম্মদ কর্মচারীদের কাজে সহযোগিতা করতে যাচ্ছিলেন। খাদিজা তাকালেন মুহাম্মদের দিকে, গভীর করে তাকালেন তাঁর চেহারায়। তারপর হাসিমুখে বললেন :

-মুহাম্মদ! কোথায় যাচ্ছেন আপনি? এখনো যে সারা মক্কা ঘুমিয়ে আছে! রাতে দেখলাম জেগে ছিলেন অনেকক্ষণ। দেখেছেন আকাশ, আকাশের তারা! এখন বিশ্রাম নিলে ভালো হয় না! মক্কার কেউই তো এখনো জেগে ওঠে নি!

খাদিজার দিকে তাকিয়ে মুহাম্মদ হাসলেন, দ্যোতিত মুখে। তারপর কোমলকণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! কাজ যে করতেই হবে! শ্রম-সাধনা না হলে কেমনে চলবে! মানুষ চেষ্টা করে আর আল্লাহ তাওফিক দান করেন।

খাদিজা সারা মুখে মায়াবী হাসি ছড়িয়ে বললেন :

-আপনাকে এতোকিছু ভাবতে হবে না! সম্পদ তো আল্লাহ অনেক দিয়েছেন! আল্লাহর রহমতে আমরা মক্কার ভেতরে সবচেয়ে সচ্ছল। সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে সুখী।

জবাবে মুহাম্মদ বললেন :

-খাদিজা! আমি সম্পদ-সচ্ছলতা নিয়ে ভাবছি না! কিন্তু আমি কাজ করতে চাই! সম্পদ ও প্রাচুর্যের আনুকূল্য থাকলেও মানুষকে কাজ করতে হবে! শ্রম-সাধনাও মানুষকে ব্যয় করতে হবে, হোক সে ধনী বা অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ মানুষকে যে কর্ম-ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য দান করেছেন অবশ্যই তা যথাযতভাবে কাজে লাগাতে হবে!

খাদিজা! সম্পদ অস্থায়ী—বিলীয়মান ছায়া, এই আছে এই নেই! তাই সম্পদ অর্জনের একটা ক্ষেত্র ও উৎস থাকতে হবে, যাতে ব্যয় হয়ে যাওয়া সম্পদ আবার হাতে চলে আসে। পাশাপাশি নতুন উপায় নিয়েও ভাবতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। অসহায় ও দরিদ্রদের ভাগও যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের ভুলে গেলে চলবে না! তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

খাদিজা জোর দিয়ে এবার বললেন :

-না মুহাম্মদ! সশ্রম কাজে আপনাকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে দেবো না! আপনি শুধু নির্দেশ দেবেন, ওরাই সব করবে। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কোনো শ্রমিক-সংকট নেই। সবাই আপনার ইশারায় সাড়া দিতে প্রস্তুত। আর দূরদেশে বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গেও আপনাকে যেতে হবে না; যাবে অন্য লোক। এ মক্কাতেই পড়ে আছে আপনার অনেক কাজ!

মুহাম্মদ হাসিমুখে জানতে চাইলেন :

-মক্কায় আমার অনেক কাজ!

খাদিজা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন :

-সারা মক্কা আপনার ন্যায়ভিত্তিক মত ও পরামর্শের মুখাপেক্ষী! সবার এখানে আপনাকে প্রয়োজন! সবাই এখানে আপনার জন্যে সেই আসন তৈরি করে দিতে প্রস্তুত, আল্লাহ্ যে জন্যে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন!

মুহাম্মদ হেসে বললেন, যেতে যেতে গুদামঘরের দিকে :

-আমি চিন্তা করবো খাদিজা! সময় এখনো হয় নি! আমরা এখনো পথের শুরুতে!

❄❄❄

এ বইয়ে খাদিজা ও মুহাম্মদের অনেক সংলাপ আসবে এমন। মুহাম্মদের প্রতি ঝরে ঝরে পড়বে খাদিজার মমতা ও ভালোবাসা।

প্রিয় পাঠক! তুমি গভীরভাবে খেয়াল করলে এইসব সংলাপে আরেকটা জিনিস বার বার অনুরণিত হতে দেখবে, তা হলো :

প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই খাদিজা মুহাম্মদকে নতুনরূপে আবিস্কার করে যাচ্ছিলেন।

মুহাম্মদই তাঁর স্বপ্নসূর্য।

মুহাম্মদই তাঁর স্বামী।

মুহাম্মদই আগামী দিনের নবী!

তাই অমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন খাদিজা মুহাম্মদকে 'স্বামী' হিসাবে কাছে পেতে। ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর মহান কর্ম-সহযোগী হতে।

এবং শেষ পর্যন্ত খাদিজার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। খাদিজার আকাশে মুহাম্মদী স্বপ্নসূর্যের উদয়ন ঘটেছে।

এ সংলাপের আরেকটি দ্যোতিত দিক হলো :

খাদিজা মুহাম্মদ সম্পর্কে ওয়ারাকা'র মাধ্যমে এবং বাস্তব দৃষ্টিতে একে একে সব জেনে নিচ্ছেন। অথচ মুহাম্মদ আগামী দিনগুলোর কোনো খবরই জানেন না। একটু স্পষ্ট করি—

খাদিজা জানেন—মুহাম্মদই আগামী দিনের নবী। কিন্তু মুহাম্মদ জানেন না। এ জন্যেই খাদিজা নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন— আনন্দে-উত্তেজনায় ভাসতে ভাসতে। অথচ আগে কী কঠিন সংকল্প ছিলো তাঁর— বিবাহ না করার! এরপর কী ঘটলো? ঘটতে লাগলো? পাশে এসে তখন দাঁড়ালেন বান্ধবী নাফিসা। সৃষ্টি হলো ইতিহাসের এক বিস্ময়কর নতুন অধ্যায়। আগামী দিনের শ্রেষ্ঠনবী এবং শ্রেষ্ঠ মানবী মিশে গেলেন এক সাথে। বিবাহ বন্ধনে। তারপর থেকেই সবসময় আমরা মহীয়সী খাদিজাকে দেখবো— কী যত্ন করে মুহাম্মদকে ভালোবেসেছেন তিনি। তাঁর আরাম-বিশ্রাম-স্বস্তির জন্যে সে কী ব্যাকুলতা তাঁর।

এ সংলাপ পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন ও কৌতূহল জন্মে— আচ্ছা, মুহাম্মদও কি বুঝতে পেরেছিলেন— প্রিয়তমা খাদিজা কেনো তাঁর প্রতি এতোটা গুরুত্ব দিচ্ছেন!!

চৌদ্দ

আবুল কাসেম!

সময় এগিয়ে যেতে লাগলো। দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। খাদিজা ও মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ও খাদিজার দাম্পত্য-জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে গেলো। খাদিজা নিজের আরাম খোঁজেন মুহাম্মদের আরামের মাঝে। এ দম্পতি এখন মক্কার আদর্শ দম্পতি। আলোকময় দম্পতি। মক্কার মানুষ মুহাম্মদকে সমীহ করে। সবার মাঝে মুহাম্মদের একটা সম্মানজনক জায়গা তৈরি হয়েছে। মুহাম্মদ কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে সবাই সরে গিয়ে তাঁকে জায়গা করে দেয়। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে। কঠিন কঠিন বিষয়ে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এলেই মুহাম্মদকে তারা ডাকে। এখানে ওখানে দেখা হলেই সবাই তাঁকে মিষ্টি করে শ্রদ্ধাভরে ডাকে— 'আল-আমীন! আল-আমীন!!' বলে। তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখে নিজেদের মূল্যবান সম্পদ।

খাদিজা সবই লক্ষ করেন। মক্কার নেতৃস্থানীয়দের চোখে মুহাম্মদকে যতো সম্মানিত ও বরিত হতে দেখেন খাদিজা ততোই গর্ববোধ করেন। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কামনা করেন মুহাম্মদের আরও উন্নত মর্যাদা। আরও শীর্ষস্থান। আরও সূর্য-দীপ্তি। মুহাম্মদের প্রতিটি মুহূর্ত ভরে উঠুক শান্তি, স্থিতি, স্বস্তি, প্রশান্তিতে— এ নিয়ে খাদিজার ভাবনা ও চেষ্টার কোনো অন্ত নেই। যা করলে বা যা শুনলে মুহাম্মদের বিঘ্ন ঘটতে পারে— এমন কিছুই তিনি মুহাম্মদকে করতে দেন না, শুনতে দেন না।

খাদিজা মুহাম্মদকে নিয়ে সুখের ভেতরে বাস করেন আর স্বপ্ন দেখেন— এ সুখ-সম্পর্ক আরও গভীর ও নিবিড় হওয়ার জন্যে আল্লাহ যেনো তাঁদেরকে দান করেন সন্তান!

❋❋❋

আল্লাহ এ স্বপ্ন পূরণ করলেন! বিবাহের দ্বিতীয় বছর শেষে তাঁর কোল আলোকিত করে জন্ম নিলো—'কাসেম'! ছোট্ট কাসেমের কান্না আর চিৎকারে 'কলরবময় হয়ে উঠলো তাঁদের উদ্যান'! কোলে শুয়ে শুয়ে কাসেম পা নাড়ে, বড় বড় চোখে মাকে দেখে, বাবাকে দেখে, একবার ডানে তাকায়, একবার বামে তাকায়, ঘরময় কী যেনো খুঁজে ফিরে! এ মায়াকাড়া দৃশ্য দেখে মুহাম্মদের মন ভরে, চোখ ভরে! খাদিজার মন ভরে, চোখ ভরে! এ-যে অ-নে-ক কাঙ্ক্ষিত পুত্র সন্তান! পুত্র-সন্তানের জন্যে তখন আরবদের মাঝে সেকি হাহাকার চলছিলো। বিবাহের পর বিবাহ। শুধু পুত্র-সন্তানের আশায়।

খাদিজার মন তাই আনন্দে ভাসতে থাকে! পুত্র-সন্তান লাভ করাতে এখন তাঁদের সম্পর্ক আরও কোমল মধুময়! আরও সমুদ্র-গভীর!! খাদিজা এখন আর 'মুহাম্মদ!' বলে ডাকেন না, ডাকেন 'আবুল কাসেম!' বলে! মুহাম্মদ এ উপনামে আলোড়িত হন, আনন্দে তাঁর বুকটা ভরে যায়! খাদিজার মতো অন্যরাও তাঁকে এখন এ উপনামে ডাকে! বলে— 'আবুল কাসেম!' খাদিজার কানে এ উপনাম মধুর মতো বাজে! মিষ্টি ঐকতান সৃষ্টি করে! যখনই তিনি অন্যদের এ নামে প্রিয় মুহাম্মদকে ডাকতে শোনেন, তখন হৃদয়ে তাঁর কী-যে আশ্চর্য-মধুর এক অনুভূতি অস্তিত্বময় হয়ে ওঠে, তা বোঝানো মুশকিল! মনটা যেনো তখন শতকণ্ঠে কলরব করে ওঠে! অসংখ্য কুসুমকলি যেনো ফুটে ফুটে সুবাস ছড়াতে থাকে!

দিনে দিনে বাড়তে লাগলো মুহাম্মদের সম্মান ও মর্যাদা। বাড়তে থাকে তাঁকে ঘিরে ভিড়। সমস্যা আসে সমাধানও চলে আসে তাঁর হাত ধরে! প্রতিদিনই তাঁর সামনে আসতো কোনো না-কোনো সমস্যা, তিনি পেশ করতেন তার সঠিক সমাধান, যে সমাধান সবাই মেনে নিতেন নির্দ্বিধায়—অকপটে। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও বসতে হতো কুরাইশের পরামর্শকেন্দ্র—দারুন নাদওয়ায়। সেখানে তিনি শুনতেন বেশি, বলতেন কম। তাঁর ভাবগম্ভীর সুচিন্তিত মত সব সময় থাকতো ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মাজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে। না, কারও মন রক্ষা করে তিনি কথা বলতেন না, যা বলা উচিত তা-ই বলতেন। কাছের

ও দূরের—কাউকেই তিনি এ ক্ষেত্রে রে'আত করে কথা বলতেন না। যে কোনো ভালো কাজে তিনি অংশ নিতেন। তা বাস্তবায়নে চেষ্টা করতেন। অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করতেন।

❊❊❊

আনন্দের উপর আনন্দ! সুখের উপর সুখ! কাসেমের বয়স এক বছর যখন ছুঁইছুঁই তখনই তাঁদের ঘর আলোকিত করে জন্ম নিলো এক মেয়ে! নাম রাখা হলো যয়নাব! কী মনকাড়া হাসি, মায়া-মায়া মুখ! হাসি-হাসি চোখ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে একবার খাদিজাকে, আরেকবার মুহাম্মদকে! খাদিজা আনন্দিত! তৃপ্ত প্রশান্ত। ছেলে হয়েছে, এখন আবার মেয়ে হয়েছে! হে আকাশের দাতা, তোমার কতো দয়া!

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হলো না। সুখের উপর হঠাৎ এলো শোকের আঘাত। কাসেম ভীষণ অসুস্থ হয়ে গেলো। বিছানা থেকে উঠতেই পারছিলো না। খাদিজা পাশে বসে রইলেন সারাক্ষণ। ওষুধ-পত্তরও আনালেন। মুহাম্মদও খাদিজার পাশে। মা-বাবা একসঙ্গে দেখেন কাসেমের ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া। না, কোনো ওষুধেই কিছু হলো না! কাসেমের অসুখ বাড়তে লাগলো, বাড়তেই লাগলো! খাদিজা অস্থির! আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন! সন্তানের আরোগ্য কামনা করেন! আহ! কী কষ্ট! চোখের সামনে মানিকটা 'শুকিয়ে' যাচ্ছে! কিছুই করতে পারছেন তাঁরা ওর এই কষ্টে!

খাদিজার অঢেল সম্পদ কি কোনো কাজে আসবে এ বিপদ থেকে কাসেমকে উদ্ধার করতে?

না, কোনো কাজে আসছে না!

কাসেম ধীরে ধীরে আরও নিস্তেজ হয়ে এলো!

কতো কী খাওয়ালেন, পান করালেন!

বিষেশজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন! ওষুধ খাওয়ালেন!

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগলো!

কী কষ্ট! গাছের একটা তাজা ডাল যেনো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে!

রসহীন প্রাণহীন ডালটা যেনো এখন তাপে তাপে জ্বলে যাচ্ছে!

খাদিজা কাসেমের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকান প্রিয় মুহাম্মদের দিকে! তাঁর কষ্ট-ছলোছলো চোখের দিকে! দুঃখ যেনো ঝরে ঝরে পড়ছে! শিশুটা কি এভাবেই চোখের সামনে শুকিয়ে যাবে? খাদিজা মুহাম্মদের দিকে তাকান আর ভাবেন, আহা, এ কষ্ট যদি শুধু তাঁর একার হতো! হায়! কোনো 'মু'জিযা' এসে যদি কাসেমকে ভালো করে দিতো!

কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা চিরকার্যকর, কাসেম চলে গেলো! খাদিজার মনে হলো— পৃথিবীটা দুলছে! তাঁর হৃদয়টা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে! কিন্তু মুহাম্মদ আবার ভেঙে না পড়েন— সে জন্যে তিনি শক্ত হলেন, চোখের পানি নিয়ন্ত্রণ করলেন! কিন্তু একি! প্রিয় মুহাম্মদও-যে ঝরঝর করে কাঁদছেন! খাদিজা ভেজাকণ্ঠে মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দিলেন :

-মুহাম্মদ! এটাই আল্লাহর ফায়সালা! আল্লাহর ফায়সালা কে রদ করতে পারে? আমরা কাসেমকে ধরে রাখতে কতো চেষ্টা করেছি! কিন্তু আল্লাহ তা চান নি, তাই কাসেম চলে গেছে!

এরপর দু'জনে মিলে কাসেমকে কাফনে মোড়ালেন! শেষবারের মতো বিদায় জানালেন, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে! সমাহিত করলেন কবরে! তারপর ফিরে এলেন শোক-কাতরতায় আচ্ছন্ন হয়ে, কাসেমহীন নীরব গৃহে! খাদিজা আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, আল্লাহ যেনো বদলা দেন! আরেক কাসেম দান করে তাঁদের হৃদয়ের শোক-তরঙ্গায়িত নদীকে শান্ত করেন!

খাদিজার আরেক সন্তান যখন পেটে এলো এবং ধীরে ধীরে প্রসবকালও ঘনিয়ে এলো, তিনি মনে-প্রাণে চাইতে লাগলেন এ যেনো ছেলে হয়! কাসেমের ভাই হয়! কিন্তু কাসেমের ভাই এলো না, এলো যয়নাবের বোন—রোকাইয়া! খাদিজা আল্লাহর কাছে আবারও হাত পাতলেন! ছেলে চাইলেন! এবারও ছেলে এলো না, এলো মেয়ে—উম্মে কুলসুম! খাদিজা আরও বেশি করে আল্লাহর দিকে রুজু হলেন! ছেলে চাইতে লাগলেন! আবার যখন সময় হলো প্রসবের, জন্ম নিলেন আবারও মেয়ে! ফাতেমা! একের পর এক তিন মেয়ে! এখন খাদিজার ঘরে চার মেয়ে! মুহাম্মদ এখন চার কন্যার বাবা! যয়নাব-রোকাইয়া-উম্মে কুলসুম-

ফাতেমা! এতো চাইলেন ছেলে তবুও পেলেন শুধুই মেয়ে! কী এর রহস্য?! খাদিজা দুঃখভরা চোখে তাকান প্রিয় মুহাম্মদের দিকে, কিন্তু দেখেন মুহাম্মদ মেয়ে নিয়ে খুব খুশি! তাদের নিয়ে মহাব্যস্ত! আদরে সোহাগে ভরিয়ে দেন ওদের মায়া-মায়া গাল! এখন একে কোলে নিচ্ছেন তখন ওকে কোলে নিচ্ছেন! খাদিজাও তাঁর অনুসরণ করেন! মেয়েদের আদর করেন! এভাবে কাসেম চলে যাওয়ার শোক ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসে।

এরপর আর সন্তান হলো না—না ছেলে, না মেয়ে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে আর ভাবলেনও না তিনি। মুহাম্মদের চোখে তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। বরং এখন তাঁর প্রতি মুহাম্মদ আরও বেশি মায়াদিল, স্নেহশীল! আরও বেশি সম্মানিত!

❄❄❄

খাদিজা লক্ষ করলেন, মুহাম্মদ ক্রমেই নীরবতাপ্রিয় হয়ে উঠছেন। বেশি বেশি চিন্তামগ্ন থাকেন। প্রকৃতির কোলে ভেসে বেড়ান। সৃষ্টিলীলা নিয়ে ভাবেন। একলা বসে নীরবে আকাশের অনন্ত শূন্যতায় তাকিয়ে থাকেন, তাকিয়েই থাকেন। দিনের বেলার প্রকৃতি যেমন তাঁকে টানে রাতের বেলার প্রকৃতিও তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তারাভরা আকাশে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজে ফেরেন তিনি আল্লাহর অপার সৃষ্টিকুশলতা। পৃথিবীর চেয়ে আকাশটাই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে অধিক প্রিয়।

এদিকে সৃষ্টির প্রতিও তাঁর টান দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। অভাবী ও মুখাপেক্ষীদের দিয়ে যেতে লাগলেন তিনি সম্পদ-সহযোগিতা। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত হয় নি। অসহায় দাস-গোলামদের প্রতিও তাঁর মমতা সীমাহীন। কল্যাণ, শান্তি ও ভালোবাসা— এসব নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটে মুহাম্মদের।

খাদিজা-মুহাম্মদের দাম্পত্য-জীবনের চৌদ্দটি বছর অমন সুন্দরভাবেই কেটে গেলো। শান্তি স্থিতির ভেতরে। কোথাও ছিলো না কোনো

ছন্দপতন। এ গৃহে চর্চা হতো শুধু ভালো কথা .. মিষ্টি কথা .. কল্যাণের কথা। অসার কথা ছিলো সব সময় পরিত্যাজ্য।

কিছু শোনা গেলে শোনা যেতো—'সালাম' ও 'অভিবাদন'।

'না'-এর বদলে—'হ্যাঁ'।

আরও শোনা যেতো—আহলান সাহলান—'স্বাগতম!'

সবচেয়ে বেশি শোনা যেতো—

আকাশের উদ্দেশে নিবেদিত দু'আ-বাণী!

সকাতর প্রার্থনা!

বিনয়-বিগলিত অশ্রু-কান্না!

এসবই কেন্দ্রীভূত ছিলো এ পরিবারের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায়!

সার্বক্ষণিক আসমানি অনুগ্রহ কামনায়!

খাদিজা লক্ষ করলেন, মুহাম্মদের বয়স যতোই চল্লিশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততোই তাঁর মুখাবয়বে নবুওতের নূরানিয়াত ফুটে উঠছে। চল্লিশ যতো কাছে আসে এ নূরের ঝলক ততো বাড়ে! তাঁর কথায়ও সে নূর ঝরে ঝরে পড়ে। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তিনি খাদিজাকে বলে যান—একে একে বিস্ময়কর সব স্বপ্নের কথা। আরও বিস্ময়কর হলো দিন বা অর্ধদিন পার না-হতেই সে সব স্বপ্ন ঠিক ঠিক ফলে যাচ্ছে! মুহাম্মদ দেখেন যা স্বপ্নে— ঘটে যায় তা বাস্তবে, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! কী আশ্চর্য! এসব দেখে খাদিজা কি বিস্মিত হতেন, ভয় পেতেন? না, অসম্ভব! খাদিজা বরং আনন্দিত হতেন, ভীষণ আনন্দিত! কেননা, তিনি জানতেন, তাঁর স্বপ্নপুরুষ—তাঁর স্বপ্নসূর্য অচিরেই নবী হতে চলেছেন! এসব তিনি আগে থেকেই তো জানতেন!

মায়সারা তাঁকে বলেছে কতো কী!

বলেছে— বাদল-ছায়ায় মুহাম্মদের সফরের কাহিনী।

আরও বলেছে— সেই 'বাহিরা রাহেবের' বিস্ময়-কাহিনী।

আরও বলেছে— বুসরার বাজারে অস্বাভাবিকভাবে বেচায়-কেনায় মুহাম্মদের বিস্ময়কর সাফল্যের কাহিনী। সুতরাং এসব শুনে মুহাম্মদের প্রতি খাদিজার গুরুত্ব বেড়ে যায়, অনেক বেড়ে যায়। খাদিজা লক্ষ

করছেন যে, এখন মুহাম্মদ আগের চেয়ে আরও নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠছেন। নিরিবিলি সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন।

❄❄❄

মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরত্বে একটা পাহাড় আছে—নূর পর্বত বা জাবালুন নূর, সেখানে আছে হেরা গুহা। রমজান এলেই এক মাসের জন্যে হেরা গুহায় তিনি ছুটে যান নিরবচ্ছিন্ন গভীর সাধনার জন্যে। সাথে নিয়ে নিয়ে যান সামান্য পাথেয়। এই একটু যব .. একটু লবণ .. একটু তেল .. সামান্য খেজুর। দুর্লংঘ্য পথ নিচে ফেলে উঠতে হয় সেখানে। গুহায় বসে সমাহিত হয়ে যান তিনি সাধনায়। নীরব একাকিত্বের আচ্ছন্নময়তায় মিশে—একাকার হয়ে যায় তাঁর সকাল-বিকালের এবং দিবস-রজনীর প্রহরগুলো। নেই কোনো কোলাহল। মক্কার সমাজ এখানে অনুপস্থিত। মক্কার সমাজের অনাচার দুরাচারও এখানে অনুপস্থিত। এখানে নেই জুলুম। এখানে নেই প্রতারণা। নেই ছলনা। আছে কেবলই আল্লাহর কুদরতের অপার ছায়া। এই-যে সুউচ্চ পাহাড়। ওই-যে সুনীল আকাশ। সবই বলে দেয়— আল্লাহর বড়ত্বের কথা। সবই ঘোষণা করে— আল্লাহর সর্বব্যপ্ত মহিমার কথা।

সাধনার গভীরে ডুবতে ডুবতে মুহাম্মদ কুড়িয়ে নেন—কতো মণি-মুক্তা-হিরা-জহরত।

❄❄❄

রমজান শেষে ফিরে আসেন তিনি গৃহে—খাদিজার কাছে। সাধনাক্লান্ত হয়ে, শান্তির নীড়ে। খাদিজা তখন মুহাম্মদের জন্যে বিছিয়ে দেন মমতা ও ভালোবাসার 'অনুগত ডানা'। সে ডানার উষ্ণতায় কেটে যায়— মুহাম্মদের সকল ক্লান্তি-শ্রান্তি-অবসাদ। খাদিজার মিষ্টি-মধুর নরম-কোমল কথায় ভেসে যায় হেরা গুহার একাকিত্বের সব শূন্যতা। খাদিজার মুখের বিনম্র মৃদু হাসি অনেক বাড়িয়ে দেয় মুহাম্মদের মানসিক শক্তি।

আবার নতুন করে হেরা গুহায় সাধনামুখর হওয়ার পাথেয়ও যোগায় এ-মৃদু হাসি।

এ-মৃদু হাসির মাঝেই তো লুকিয়ে থাকে দাম্পত্য-জীবনের সুখ-শান্তি ও হাসি-আনন্দ! স্বামীর জন্যে যারা অমন হাসি হাসতে জানে না তারা কেমন করে বলবে— আমরা 'খাদিজার আদর্শের' অনুসারী?! পৃথিবীতে এখন চলছে খাদিজা সংকট! কবে দূর হবে এ সংকট? সুখী দম্পতির খোঁজে এ সংকট দূর হওয়া জরুরি।

সাধনাক্লান্ত মুহাম্মদকে পাশে নিয়ে খাদিজা ভাবতে থাকেন, আহা তিনিও যেতে পারতেন যদি ওই হেরার চূড়ায়! ওখানে বসে দেখতে পারতেন যদি প্রিয় আল-আমীনের সাধনামুখর সকাল-সন্ধ্যা! গভীর রজনীর নীরব তপস্যা! দিনের আলোতে তাকিয়ে দেখতেন মক্কার ছোট ছোট চলাচল-পথ! আশপাশে ছড়িয়ে থাকা উঁচু উঁচু পাহাড়! আরও দেখতেন সুদূরের ওই তারকা-ছাওয়া আকাশ! হেরা গুহার নির্জনতায় তিনিও যদি হতে পারতেন— প্রিয়ের মতো একটুখানি আত্মসমাহিত! মক্কার চেঁচামেচি আর অহেতুক কোলাহল একদম ভালো লাগে না। একটা মাস ওখানে কাটাতে পারলে নিশ্চয়ই আলোকিত অন্তর্লোক নিয়ে ফেরা যেতো।

বছর গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলো। আরেক রমজান এই এলো বলে। খাদিজা এবারও হেরা-সফরের আয়োজনে লেগে গেলেন। খাদিজার আয়োজন-তৎপরতা দেখলে মনে হবে— এ সফর যেনো মুহাম্মদের ইচ্ছেয় নয়—হচ্ছে খাদিজার ইচ্ছেয়। স্ত্রীর তোড়জোর মুহাম্মদের মনে সাহস যোগায়, উৎসাহ যোগায়। বল এনে দেয়।

মুহাম্মদ আগের মতো আবার গেলেন রমজান-সাধনায় গারে হেরায়। খাদিজা এবারও প্রয়োজনীয় পাথেয় দিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন নরম নরম কথা। মিষ্টি-মিষ্টি উপদেশ। অনেক অনেক স্নেহ-ব্যাকুল দু'আ।

❄❄❄

সময় বয়ে যেতে লাগলো আপন গতিতে। সময় যতো গড়ায় খাদিজার আনন্দ-উত্তেজনা ততোই বেড়ে চলে। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন তিনি সে স্বপ্ন-যে অচিরেই বাস্তব হতে যাচ্ছে, এতে তাঁর আর কোনো দ্বিধা রইলো না। দিন যায় আর মুহাম্মদের মাঝে নবুওতের আলামত একে একে প্রকাশ পেতে থাকে। খাদিজার হৃদয়ে আছড়ে পড়তে থাকে আনন্দ-তরঙ্গের ফেনিল শুভ্রতা। সে শুভ্রতায় এখন তাঁর মুখ হাসে, তাঁর চোখ হাসে। কথায় কথায় ঝরে পড়ে এক অপার্থিব জ্যোতিধারা।

আহা! তাঁর নীরবতাও এখন যেনো সরব!

তাঁর ইশারাও এখন যেনো বাকমুখরতায় সুসজ্জিত!

তাঁর ঘুমও যেনো এখন মধু-জাগরণ!

তাঁর নিশি-স্বপ্ন যেনো কেবলই আনন্দঘেরা! সৌভাগ্য-ছাওয়া!

তবুও মাঝে মাঝে মনের কোণে শঙ্কা জাগে—

কখন উদিত হবে নবুওত-সূর্য?

আর কতো দেরি?!

তিনি কি ততোদিন বেঁচে থাকবেন?

তিনি 'নবীপত্নী'র মর্যাদায় সিক্ত হতে পারবেন? তার আগেই আল্লাহ ডেকে পাঠাবেন না তো!

এভাবে খাদিজা আপন মনেই কেবল মালা গেঁথে যেতে থাকেন ওই মহাসৌভাগ্যের। কোনোদিন প্রিয় মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করেন নি : প্রিয়! জানো কি, আমি তোমাকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখছি? বলবো কি? শুনবে কি? আহা, কী মিষ্টি সেই স্বপ্ন! তুমিই তো সেই স্বপ্নের রাজ্যের রাজা।

পনেরো

ঈমান যখন জাগলো

খাদিজা এখন ব্যস্ত। না, নিজেকে নিয়ে নয়। নিজের সন্তানদের নিয়েও নয়। আগের ঘরের সন্তানদের নিয়েও নয়। তাঁর গৃহের বিশেষ অতিথি ছোট্ট আলী, যায়দ (ইবনে হারিসা) কিংবা উম্মে আয়মানকে নিয়েও তাঁর বিশেষ কোনো ব্যস্ততা নেই। তাঁর বিশেষ ব্যস্ততা মুহাম্মদকে নিয়ে! যদি বলা যেতো—'শুধু তাঁকে নিয়ে', তাহলে কতোই-বা বেশি বলা হতো?! খাদিজার সবকিছু তো এখন কেন্দ্রীভূত প্রিয় মুহাম্মদকে ঘিরেই!

মুহাম্মদের হেরা গুহার 'সেই দিন' যতো কাছে আসে, খাদিজার ব্যস্ততা ততো বাড়ে। খাদিজা যেনো দিন গুনে গুনে এগিয়ে যাচ্ছেন চূড়ান্ত লগ্নের দিকে।

সময়ে সময়ে খাদিজা ছুটে যান চাচাতো ভাই ওয়ারাকার কাছে, তাকে গিয়ে বলেন—মুহাম্মদের মাঝে কী দেখলেন এবং তাঁর কণ্ঠে কী শুনলেন। ফিরে আসেন গৃহে তার কাছ থেকে আরও আশ্বাস নিয়ে .. বিশ্বাস নিয়ে .. আনন্দ নিয়ে। পাশাপাশি আগামী দিনের ত্যাগ ও কুরবানির জন্যেও তিনি নিজেকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। কেননা, ওয়ারাকা এ-ও তাঁকে বলে দিয়েছেন—সত্যের পথে সইতে হবে অনেক কষ্ট! নবীরা এসব কষ্টের ভেতরেই পথ চলেন! অনুসারীদেরও এ-কষ্টের 'স্বাদ' চাখতে হয়!

খাদিজা এখন মুহাম্মদময়। মুহাম্মদ যখন গৃহে তখনো মুহাম্মদ তাঁর হৃদয়ে। মুহাম্মদ যখন গারে হেরায় তখনও মুহাম্মদ তাঁর হৃদয়ে। মুহাম্মদ যখন মক্কার নেতৃস্থানীয়দের মাঝে তখনও তিনি তাঁকে হৃদয়ে গেঁথে রাখেন! যখন মুহাম্মদ গারে হেরায় থাকেন তখন কী যেনো খাদিজাকে

কেবল টানে সেদিকে! একলা ঘরে তিনি আর বসে থাকতে পারেন না! ছুটে যান হেরাগুহার দিকে—মুহাম্মদের কাছে। মুহাম্মদের টানে। সে কী কষ্টের পথ! সে কী দুর্লংঘ্য পাহাড়ি 'ধাপ'! তবুও খাদিজা চলে যান হেরা গুহায় মুহাম্মদের কাছে! হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে! নিজের চোখে মুহাম্মদকে দেখে স্বস্তি পেতে! এরপর ফিরে আসতেন খাদিজা আবার গৃহে! মুহাম্মদকে তাঁর সাধনাস্থলে একা রেখে! মুহাম্মদ দেখতেন প্রিয়তমার ফিরে যাওয়া! আরও দেখতেন খাদিজার হৃদয়ের নম্রতা কোমলতা দয়ার্দ্রতা, যা তাঁর সাধনা-প্রহরকে পাথেয় যুগিয়ে চলেছে নীরব নিরবচ্ছিন্নতায়!

হেরা থেকে ফিরে এসে মুহাম্মদ খাদিজাকে বলতেন অনেক কথা—কিছু কিছু ভয়ের কথা। বলতেন, শূন্য মরুতে এক ধরনের 'ভীতি জাগানিয়া' আওয়াজ শোনার কথা। আওয়াজটা কানে এলেই হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হতো। এসব শুনে খাদিজারও একটু ভয়-ভয় করতো। মুহাম্মদ দূরে কোথাও গেলেই খাদিজার দুশ্চিন্তা হতো। এমনকি তাঁর ফিরতে একটু দেরি হলেই খাদিজা তাঁর খোঁজে লোক পাঠাতেন। ওরা ফিরে এসে তাঁকে আশ্বস্ত করলেই তিনি স্বস্তি অনুভব করতেন।

❋❋❋

তখন রমজান প্রায় শেষ। মুহাম্মদ গারে হেরায়। গভীর রাত। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে পাহাড়-উপত্যকা—সব। আকাশে শুধু মিটিমিটি জ্বলছে তারকা। তারারা যেনো আকাশের চোখ, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দূরের পৃথিবী। তারার আলোয় পাহাড়চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছে ছায়ামূর্তির মতো, তাকিয়ে আছে একটি আরেকটির দিকে। সুনসান নিরবতা। কোথাও নেই কোনো কোলাহল। শুধু থেকে-থেকে শোনা যায় এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ছুটে চলা শ্বাপদি কণ্ঠ। খাদিজার মনে ভয় জমতে শুরু করেছে। হেরা গুহায় ছুটে যেতে খাদিজার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রিয় মুহাম্মদের জন্যে তাঁর মন কাঁদছে। শুধু কাঁদছে। না, তিনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না, করতে পারলেন না। বেরিয়ে গেলেন হেরাগুহার উদ্দেশে—সঙ্গে কয়েকজন খাদেম। দ্রুত পাহাড় বেয়ে

বেয়ে তিনি ওপরে উঠতে লাগলেন। পাহাড়ি পাথরখণ্ডের ধারালো ঘর্ষণে পা-যে তাঁর রক্তাক্ত হয়ে উঠছে—সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। ক্লান্তিতে তাঁর শ্বাস-নিঃশ্বাস-যে দ্রুত ওঠানামা করতে লাগলো— সেদিকেও তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। চলছেন আর চলছেন। একসময় পৌঁছে গেলেন গারে হেরায়।

কিন্তু একি! মুহাম্মদ-যে এখানে নেই! খাদিজার মন কেঁপে উঠলো! হাহাকার করে উঠলো! আশপাশে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন— কোথায় গেলেন তিনি! জায়গাটা-যে একেবারেই শূন্য! কোথায় তিনি?!

খাদিজা নেমে এলেন উপত্যকায়। খাদেমরা নামছে আগে আগে। সবাই মিলে খুঁজতে লাগলেন মুহাম্মদকে। ডানে-বামে-সামনে-পেছনে— সবখানে। খাদিজা ছুটে এলেন গৃহে, যদি পাওয়া যায় তাঁকে এখানে। কিন্তু না, গৃহেও ফেরেন নি মুহাম্মদ! খাদিজার দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগলো। নেই গুহায়! নেই গৃহে! গেলেন তাহলে কোথায়?! নাকি তিনি উপত্যকাতেই! কিন্তু একটু পরই খাদেমরা 'খাঁ খাঁ শূন্যতা' নিয়ে ফিরে এলো। ওদের চেহারায় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছাপ। ওরা জানালো, উপত্যকাটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁকে চোখে পড়ে নি! খাদিজা অমন খবর শুনতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, একটা আর্তচিৎকার তাঁর বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু খাদিজা সামলে উঠলেন। তিনি হতাশ হলেন না, ভেঙে পড়লেন না। বরং খাদেমদের আবার মুহাম্মদের খোঁজে বেরিয়ে যেতে বললেন, পাহাড়ে-উপত্যকায়। ওরা সঙ্গে সঙ্গে মালিকানের হুকুম তামিল করলো, দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

❄❄❄

দুশ্চিন্তায়-ভয়ে অস্থির বেলা কাটতে লাগলেন খাদিজা। কিন্তু গৃহে তাঁর মন টিকলো না। আবার হেরা গুহায় ছুটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। বেরুতে যাবেন অমনি শুনলেন পদধ্বনি। দেখলেন মুহাম্মদ কাঁপতে কাঁপতে এসে গৃহে ঢুকছেন! আর কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলছেন— আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও!!

খাদিজা দ্রুত তাঁকে গিয়ে ধরলেন, বিছানায় শুইয়ে দিলেন এবং কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। খাদিজার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। তিনি উদ্বেগভরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর শিয়রে!

কী হয়েছে খাদিজার মুহাম্মদের?

অমন করছেন কেনো তিনি?

খাদিজা কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন—শ্বাস-নিঃশ্বাস জারি আছে কি না!

আল-হামদুলিল্লাহ! সব ঠিক আছে!

খাদিজা মুহাম্মদের পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন যতোক্ষণ না নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে মুহাম্মদ শঙ্কামুক্ত—ভীতিমুক্ত—তাঁর কোনো সমস্যা নেই। খাদিজা আরও আশ্বস্ত হলেন যখন দেখলেন মুহাম্মদ চোখ মেলে তাকিয়েছেন! খাদিজা হাত ধরে মুহাম্মদকে বসতে সাহায্য করলেন। গায়ের কম্বলটাও সরিয়ে দিলেন। ঘামে ভিজে-যাওয়া পোশাকও বদলে দিলেন। খাদিজার নাকে এসে লাগলো ঘামের ঘ্রাণ। কী সুগন্ধিময়! মুহাম্মদের পাশে এসে বসলেন খাদিজা, তাকিয়ে রইলেন তাঁর চোখে। সে চোখে কী মায়া, কী ছায়া! সে চোখে আরও ছিলো অপার কৌতূহল, যা এই হাসিঝরা প্রশ্নে ফুটে উঠলো :

-আবুল কাসেম! কোথায় ছিলেন আপনি? আমাদের সবাইকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন!

মুহাম্মদ কামরার ছাদের দিকে তাকালেন! তারপর ভয়-জড়ানো কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! আমার কী হবে?! আমার ভীষণ ভয় লাগছে! আমি এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছি! যা দেখেছি তা নিয়ে কথা বলতে আমার সাহস হচ্ছে না—ভয়-ভয় লাগছে! ভীষণ ভয়!! এসব বললে আর মানুষ শুনলে বলবে— আমি পাগল হয়ে গেছি! খাদিজা আমি দেখেছি অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য!

খাদিজা মৃদু হাসলেন! বললেন মমতা ঝরিয়ে :

-কী দেখেছেন আপনি—আবুল কাসেম! এতো ঘাবড়ে যাচ্ছেন-যে! এতো ভয় পাচ্ছেন কেনো? আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে অসম্মানিত

করবেন না! কিছুতেই না! আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করতে পারেন না! আপনি তো আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখেন। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন। আপনি তো শ্রেষ্ঠ অতিথিবৎসলও! যেখানে সত্য সেখানেই আপনি। সুতরাং আপনার কোনো বিপদ হতে পারে না! আপনি যা দেখেছেন ভালোই দেখেছেন!

মুহাম্মদ এবার কথা বলতে শুরু করলেন।

রহস্যের দরোজা আস্তে আস্তে এখন কি খুলে যাবে?!

নবুওত সূর্য কি এখন উদিত হবে?

খাদিজার বছর বছর ধরে অপেক্ষার কঠিন প্রহর কি শেষ হবে?

উত্তর শোনো মুহাম্মদের ভাষায়—

-আমি হেরাগুহায় ছিলাম। দেখছিলাম রাতের সৃষ্টিলীলা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনশোভা। আমার মন ফুরফুরে। আমার হৃদয় আনন্দোদ্বেল। আহা! স-ব দেখতে আমার কী-যে মজা লাগছিলো! হেরা গুহার পরিবেশটাও মধুময় হয়ে উঠলো! এ অবস্থা যখন চলছিলো তখনই ঘটলো ব্যাপারটা! তখনই দেখলাম দৃশ্যটা! আমি দেখলাম— এক কোমলদেহী মানুষকে, মোটেই তিনি অন্য মানুষের মতো নন! ভয়ে আমার অন্তারাত্মা কেঁপে কেঁপে উঠলো! আমার দেহাবয়বও কাঁপতে লাগলো! এ পাহাড়চূড়ায় তুমি ছাড়া আর কেউ তো কখনো যায় নি! আমি ভীষণ ভড়কে গেলাম! আঁতকে উঠলাম! ওই কোমল দেহের মানুষটির দিকে আমি 'মোহাচ্ছন্নের মতো' তাকিয়ে রইলাম! ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলাম! তখনই শোনা গেলো তার কঠিন কণ্ঠ!

-মুহাম্মদ, পড়ো!

আমি ভীতকণ্ঠে জবাব দিলাম :

-আমি তো পড়তে পারি না!

আবার শোনা গেলো সেই শক্ত কঠিন আওয়াজ! পিলে চমকে-দেওয়া আওয়াজ! পাশাপাশি ওই মানুষটি এগিয়ে এসে আমাকে বুকে চেপে ধরলেন! কী কঠিন চাপ! বললেন :

-মুহাম্মদ, পড়ো!

আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললাম :

-আমি পড়া জানি না!

আবার চাপ! আবার সেই কঠিন কণ্ঠ :

-মুহাম্মদ, পড়ো!

আমি ভীতকণ্ঠে বললাম :

-কী পড়বো?

আবার চাপ! আরও জোরে! পাশাপাশি ভেসে এলো সেই মানুষটির মুখে আশ্চর্য মধুকণ্ঠে :

'পড়ো তোমার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো। তোমার রব খুব দয়ালু, যিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে জানিয়েছেন সে কথা যা সে জানতো না।' -সূরা আলাক

আমি তার অনুসরণ করলাম, যা পড়তে বলেছেন তা পড়লাম! তারপর দেখলাম, আমার সামনে কেউ নেই! আমি তখন ভীষণ ভীত! ভীষণ দিশেহারা! সারাটা দেহ যেনো আমার অবশ হয়ে গেছে! আমি শক্তি সঞ্চয় করলাম! তারপর দ্রুত চূড়া থেকে নেমে আসতে লাগলাম! তারপর গৃহাভিমুখে ছুটতে লাগলাম!

বুদ্ধিমতী প্রজ্ঞাবতী খাদিজা প্রিয় মুহাম্মদের যবানি শুনে একটুও বিচলিত হলেন না, বরং মুখের ভাঁজে ভাঁজে অপার্থিব এক হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়লো তাঁর! মনে মনে বুঝি বললেন—

আহ! অবশেষে আমার জীবনে উদিত হলো নবুওত-সূর্য!!

আমার সেই স্বপ্নসূর্য!!

এবার আমার সব স্বপ্ন পূরণ হলো!

মুহাম্মদ আমার স্বামী! আমার স্বামী এখন আল্লাহর নবী!!

খাদিজা হাসিমুখে মুগ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

-আবুল কাসেম! কী সুন্দর মধুময় বাণী আপনাকে পড়তে বলা হয়েছে! আমার বিশ্বাস, এ কোনো মানুষের কথা নয়, হতে পারেই না!

খাদিজা জানতে চাইলেন :

-আবুল কাসেম! ওই মানুষটি কীভাবে আপনার সামনে থেকে চলে গেলেন! কোথায় চলে গেলেন?

মুহাম্মদ বললেন :

-খাদিজা! হঠাৎ আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাওয়ার পর আবার তাকে আমি দেখলাম! বিশাল আকৃতির! যেনো আসমান-জমিন জুড়ে তার অবস্থান! আমাকে তিনি বললেন :

-মুহাম্মদ! আমি জিবরীল আর তুমি এখন থেকে আল্লাহ্র রাসূল!

খাদিজার আনন্দ এবার ষোলোকলায় পূর্ণ হলো! তিনি হর্ষধ্বনি করে উঠলেন :

-আল্লাহ কতো বরকতময়! আল্লাহ কতো মহীয়ান!!

খাদিজা আনন্দাতিশয্যে প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন! তাঁর মাথায় চুমু খেলেন! বললেন :

-আবুল কাসেম! সুসংবাদ! সুসংবাদ!! আপনি সেই প্রতীক্ষিত নবী ও রাসূল, যার সুসংবাদ এতোদিন মানুষের মুখে মুখে শুনে এসেছি! আপনার অপেক্ষাতেই মানুষ প্রহর গুনে চলেছে— দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর! বরং যুগের পর যুগ!

❄❄❄

খাদিজা প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটু বিশ্রাম নিতে বললেন। একটু আরাম করতে বললেন। নবীজী শুয়ে পড়লেন। খাদিজা পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আল্লাহর রাসূলের ঘুম না-আসা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। তারপর দ্রুত পোশাক বদলে বেরিয়ে গেলেন সেই ওয়ারাকার কাছে! গিয়ে সব, স-ব বললেন তাঁকে আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে! ওয়ারাকার বয়স তো আর কম হয় নি! তবুও যুবকের মতো হর্ষধ্বনি করে উঠলেন :

-কুদ্দুস! কুদ্দুস!! (আল্লাহর নাম—মহাপবিত্র।) খাদিজা! তোমার স্বামীই সেই নবী! তাঁর কাছে ওহী নিয়ে এসেছিলেন জিবরীল! এ-

জিবরীলই এর আগে সব নবী-রাসূলের কাছে ওহী নিয়ে এসেছেন! তিনি আসমানি বার্তাবাহক! খাদিজা! এখন তোমার অনেক কাজ! সবচেয়ে বড় কাজ হলো পদে-পদে তোমার স্বামীকে দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করা!

ওয়ারাকা একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন :

-খাদিজা! সাহসে বুক বাঁধো! এ-পথে আছে অনেক কষ্ট! সত্যের পথ সব সময় কণ্টকাকীর্ণ (কাঁটায়ঘেরা)! এ পথ বড়ো দীর্ঘ ও দুর্গম!

খাদিজা আনন্দে ভাসতে ভাসতে ফিরে এলেন! খাদিজা ছুটে ছুটে ফিরে এলেন! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে-যে দিতে হবে সুসংবাদ! তাঁকে জানাতে হবে ওয়ারাকার কথা—সুসংবাদ! এসে দেখলেন প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো ঘুমোচ্ছেন! তাঁর চেহারায় ভাসছে নবুওতের নূর! আসমানি ওহীর ঝলক!

কিন্তু কাঁপছেন কেনো তিনি? ঘামে-ঘামে তাঁর কপালটি-যে একেবারে ভিজে গেছে! খাদিজা একটু বিস্মিত হলেন! খাদিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করলেন! কিন্তু আবার ইচ্ছেটা ত্যাগ করলেন! না, ঘুমোক আল-আমীন! তাঁর ঘুম বড্ড প্রয়োজন! খাদিজা নবীজীর ঘামসিক্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন! অপেক্ষায় বসে রইলেন এ আশায় যে এ অবস্থা এক্ষুনি কেটে যাবে! হ্যাঁ .. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ খুলেছেন! খাদিজা নিশ্চুপ বসে রইলেন! কান পেতে রইলেন! মনে হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে কিছু দেখছেন! একটু পর তিনি স্বাভাবিক হলেন! চোখ নিচে নামালেন! খাদিজা কোমলকণ্ঠে বললেন :

-আবুল কাসেম! একটু বিশ্রাম কি নেবেন না!

আল্লাহর রাসূল মমতা-ঝরা কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! বিশ্রামের সময় নেই! এইমাত্র আমার রব জিবরীলকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাকে কাজের ময়দানে—দাওয়াতের ময়দানে 'ঝাঁপিয়ে পড়ার' নির্দেশ দিয়ে গেছেন! এখন মানুষকে ফেরাতে হবে

মূর্তিপূজা থেকে। তাদেরকে ডাকতে হবে তাওহিদের দিকে, দিতে হবে সত্যপথের সন্ধান।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু থেমে বললেন :

-খাদিজা তুমি শুনবে এইমাত্র নাযিল-হওয়া আল্লাহর কালাম?

খাদিজা উত্তরে কী বলবেন? 'না' বলবেন? অসম্ভব!

যে স্বপ্নসূর্যকে গৃহে আবিস্কার করতে কেটে গেছে তাঁর শত শত সকাল-সন্ধ্যা, সে সূর্যরত্নকে বরণ করতে কেনো হবে তাঁর দ্বিধা ও বাধা? সে সূর্যের কিরণ গ্রহণে কেনো হবে তাঁর কোনো হৃদয়-দোলা? সে সূর্যের আলোকে কেনো তিনি বলবেন—'না'? নাহ্! হতেই পারে না!

খাদিজা আনন্দাতিশয্যে কান পাতলেন! আল্লাহর নবী তিলাওয়াত শুরু করলেন :

'হে চাদর আবৃত! উঠে পড়ুন এবং (মানুষকে) সতর্ক করুন। আপন প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। নিজের পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। বেশি পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দেবেন না। আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে সবর করুন।'

-সূরা মুদ্দাসসির

আনন্দে সৌভাগ্যে খাদিজার মন দুলে উঠলো! আল্লাহর কালাম তাঁর কানে মধু বর্ষণ করলো! প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কণ্ঠ তাঁর মনে অনেক অ-নেক শক্তি যোগালো—আগামী দিনের 'জিহাদে' নিজেকে উজাড় করে দিয়ে লড়াই করার জন্যে! খাদিজা আল্লাহর রাসূলকে সুসংবাদ শোনালেন— ভয় নেই প্রিয়! সামনে আসছে শুধুই অফুরন্ত কল্যাণ! আপনাকে অভিনন্দন হে স্বামী! আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার নিত্য সঙ্গী!

আল্লাহর রাসূল খাদিজাকে জবাবে বললেন :

-খাদিজা! আমি নবুওতের দায়িত্ব পালনের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুত! মানুষকে ডাকবো আল্লাহর পথে .. সত্যের পথে .. সরল সঠিক দীনের পথে!

একটু চুপ থেকে আল্লাহর রাসূল বললেন :

-আমার সম্প্রদায় কি গোমরাহি থেকে ফিরে আসবে? জুলুম নিপীড়ন কি ওরা ছাড়তে পারবে? খাদিজা! আমার তো মনে হচ্ছে; ওরা আমাদের

মানবে না! আমাদের কথা শুনবে না! উল্টো রুখে দাঁড়াবে! জানি না, কোথায় গিয়ে ঠেকবে আমাদের জিহাদ—সংগ্রাম!

একটু আগে আল্লাহর কালামের মধুরিমায় বিমুগ্ধ খাদিজা বললেন :

-ওয়ালি রাব্বিকা ফাসবির! আপনার রব আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা নির্ভয়ে পালন করে যান! সেই বুক থেকে বাতিলকে বের করা তো একটু শক্ত হবেই, যে বুকে বাতিল ছড়িয়ে দিয়েছে শাখা-প্রশাখা! বিছিয়েছে শক্ত শেকড়! আপনার রব-এর কসম! যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনার সাথে থাকবেন, থাকবেনই। সব সময় আপনাকে সাহায্য করবেন!

তারপর খাদিজা আনন্দপ্লাবিত উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

-হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে মানলাম, আপনাকে রাসূল হিসাবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলাম! আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ!! আমি আপনাকে সব দিয়ে দিলাম! আল্লাহর জন্যে আমার সম্পদ ও প্রাচুর্য দিয়ে দিলাম! সব আপনার হাতে তুলে দিলাম! সত্যের পথে এসব যেভাবে চান সেভাবে খরচ করুন, বিলিয়ে দিন! অকাতরে বিলিয়ে দিন! আমার এখন কিছুই নেই! শুধু আপনিই আমার! আমার সবকিছু আপনার!!

খাদিজার বীরোচিত মহাঘোষণায় আল্লাহর রাসূলের চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠলো!

স্বস্তি ও প্রশান্তিতে তা ভরে উঠলো!

এখন একটু বিশ্রাম!

সুবহি সাদিকের বেশি দেরি নেই!

একটু পরই প্রভাত-রেখাটা সুন্দর করে ছড়িয়ে পড়বে উদয়-আকাশে!!

উদিত হবে অন্য রকম একটি নতুন দিন!

লাল টকটকে একটি সূর্য!

উদীয়মান সেই সূর্যটি আজ স্বাগত জানাবে— এই নবুওত-সূর্যকে!

আজকের সূর্যটি বলবে— হে পৃথিবী! তোমার আঁধার এখন পালিয়ে যাবে! আলোয় আলোয় সব ভরে যাবে! জানো, নবুওত-সূর্যের উদয়নের কথা?!

ষোলো

মক্কা এখন জেগে উঠবে

এখন ভোর। খাদিজার ঘুম ভেঙে গেছে। আল-আমীন—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও ঘুম ভেঙেছে। রাতে কী আর ঘুম হয়েছে খাদিজার! একটু আগেই তো তিনি শুয়েছিলেন! তবুও মনটা ফুরফুরে! মনে হচ্ছে তিনি যেনো রাত জাগেন নি, অনেক ঘুমিয়েছেন! মনে হচ্ছে রাতভর আল-আমীনের নবী হওয়া দেখেন নি, কেবল ঘুমিয়েছেন! অথচ তিনি ঘুমান নি, কই আর ঘুমোলেন! তবুও অমন ঘুম-শেষের শান্তি ও প্রশান্তিতে মনটা ভরে আছে কেনো? আহা! কী আরামের সকাল! কী শান্তির পরিবেশ! সব কি আল-আমীনের নবী হওয়ার বরকত? অবশ্যই! অবশ্যই!!

আল-আমীন এখন গৃহে নেই, বেরিয়ে গেছেন নতুন মন নিয়ে .. নতুন চেতনা নিয়ে .. নতুন দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে—কা'বা-চত্বরে!

❄❄❄

আজ মনভরে আল-আমীন তাওয়াফ করলেন! কা'বা-চত্বরে তাঁর দেখা হয়ে গেলো ওয়ারাকা ইবনে নওফলের সাথে, তিনিও সকাল সকাল তাওয়াফে এসেছিলেন! আল-আমীনকে দেখে তিনি আনন্দিত হলেন! আনন্দভরা উচ্চকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন! দাওয়াতের পথে অটল-অবিচল থাকার অনেক উপদেশও দিলেন! কা'বা-চত্বরের এক জায়গায় বসে আল-আমীনকে আরও বললেন অনেক কিছু। বললেন, অনেক বাধা-বিপত্তি। আসবে অনেক ঝড়। আসবে প্রত্যাখ্যান। আসবে জুলুম-

নিপীড়ন। শেষে ওয়ারাকা নবীজীর মাথায় চুমু খেলেন! বৃদ্ধ ওয়ারাকার শ্রদ্ধা-চুমুতে আল-আমীন ধন্য হলেন। ওয়ারাকাও ধন্য হলেন!

ওখানে কুরাইশের লোকজনও ছিলো। ওরাও তাওয়াফ করছিলো। কেউ কেউ ওয়ারাকার কথা শুনতে পেলো। ওয়ারাকা চলে গেলে ওরা এসে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানতে চাইলো, কী বিষয়ে ওয়ারাকার তাঁর সাথে কথা হচ্ছিলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের দিকে তাকালেন, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন :

-গত রাতে আমি ওহী লাভ করেছি! তা-ই নিয়ে কথা হচ্ছিল :

কুরাইশ এ কথা শুনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলো। একজন বিস্ময়ভরে বললো :

-মুহাম্মদ! শুনি, কে তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছে?!

আল্লাহর রাসূল দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন :

-আল্লাহ! যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন .. তোমাদের সৃষ্টি করেছেন .. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন .. পাথর সৃষ্টি করেছেন .. বালিরাশি সৃষ্টি করেছেন .. পানি সৃষ্টি করেছেন .. বৃক্ষ-তরুলতা সৃষ্টি করেছেন! সবকিছু সৃষ্টি করেছেন! সেই আল্লাহ-ই ওহী পাঠিয়েছেন!

এসব শুনে আরেকজন হাসিতে ভেঙে পড়লো! বললো :

-শুনি তো, কী ওহী পাঠিয়েছেন তোমার রব তোমার কাছে?

আল্লাহর রাসূল বললেন :

-তিনি ওহী পাঠিয়ে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন হিদায়াতের পথে মানুষকে ডাকতে .. সঠিক সরল পথের ঠিকানা বলে দিতে .. যারা অসার মূর্তিপূজা ও অপরাধে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে হিদায়াত ও সুপথে আনতে। তুমি দেখতে পাচ্ছো না সামাজিক অবক্ষয়? অনুভব করতে পারো না? অবশ্যই এর পরিবর্তন দরকার!

আল্লাহর রাসূলের এ কথা শুনে কুরাইশের এক লোক জোরে হেসে উঠলো! বললো :

-বুঝেছি! তুমি কী বলতে চাও, এতোক্ষণে বুঝেছি!! তুমি হতে চাচ্ছো সেই নবী যার আলোচনা কেউ কেউ করে বলে শুনেছি! কিন্তু আফসোস তোমার জন্যে হে মুহাম্মদ! তুমি তো অনেক দেরি করে ফেলেছো! তোমার আগেই অনেকে নবী হয়ে গেছে! কিন্তু বিনিময়ে ওদের জুটেছে কেবলই রাশি রাশি ঠাট্টা! ঝাঁপি ঝাঁপি বিদ্রূপ! এখন তুমি দেখছি সে পথে পা ওঠাতে চাচ্ছো, কান পেতে শুনে রাখ—তোমার কপালেও তবে আছে সেই ঠাট্টা আর বিদ্রূপ!! বলি কি; সবচেয়ে ভালো হয় এ বিপজ্জনক পথ থেকে তোমার সরে আসা! শুধু শুধু আমাদের পরিবেশটা নষ্ট করো না! তাহলে ওদের যে-পরিণতি হয়েছে তোমারও হবে সে পরিণতি। হাঁটতে হবে তোমাকে কণ্টকাকীর্ণ পথে!

❄❄❄

এদিকে খাদিজা আর বসে থাকতে পারলেন না, শুরু করে দিলেন দাওয়াতের কাজ। প্রথমেই একত্রিত করলেন প্রিয় সখী—বান্ধবী ও সহচরীদের। বিশ্বস্ত দাসীদের। ওদের শোনালেন প্রিয় স্বামীর নবী হওয়ার সুসংবাদ! সবাই বিমুগ্ধচিত্তে উৎকর্ণ হয়ে শুনলো এ সুসংবাদ! তারপর গৃহে ফিরে বললো গিয়ে স্বামীদের .. আত্মীয়দের .. পরিচিতদের! এভাবে দ্রুতই সারা মক্কায় খবরটি ছড়িয়ে পড়লো! মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগলো। অনেকেই বিশ্বাস করলো না, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাসি হাসলো! অপরদিকে কেউ কেউ বিবেকের কাছে জানতে চাইলো :

-মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখে অমন খবর উচ্চারিত হলে তো তাকে মোটেই হালকাভাবে নেয়া যায় না! তিনি তো আল-আমীন—চিরবিশ্বাসী! জীবনে কখনো না-তিনি মিথ্যা বলেছেন আর না আমানতের খেয়ানত করেছেন! তা ছাড়া তাঁর জীবনসঙ্গিনী খাদিজা তো 'তাহিরা'—চিরপবিত্র! তাঁর মুখেই-বা অসত্য উচ্চারিত হবে কেমন করে? না-বোঝেই-বা তিনি স্বামীকে সত্যায়ন করবেন—এমনটাও তো মনে হয় না! খাদিজা-মুহাম্মদ—দু'জনই সত্য-বিচ্যুত বা পাগল হয়ে

গেছেন—এ-কথা বিশ্বাস করাও তো সম্ভব না! এক রাতে একসঙ্গে অমন দু'জন মানুষের পাগল হওয়া অসম্ভব!

❋❋❋

খাদিজার গৃহ-আঙিনায় ভিড় বাড়তে লাগলো। মহিলারা এসেছে মুখে-মুখে শোনা কথাটা যাচাই করতে। খাদিজা সহাস্যে সবাইকে বলতে লাগলেন ঘটনা। দৃঢ়তার সাথে সবাইকে এ-ও বলে দিলেন, তারা যা শুনেছে সব সত্য। এমনকি তিনি সমবেত মহিলাদের নাযিলকৃত কুরআনও তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন! সবাই উৎকর্ণ নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে শুনলো খাদিজার ঐশীবাণীর ব্যতিক্রমী তিলাওয়াত! সবাই নিরীক্ষণ করলো খাদিজাকে, লক্ষ করলো খাদিজার মুখের ভাঁজ ও বলার ভঙ্গি! আছে কি সেখানে কোনো অস্বাভাবিকতার ছাপ—পাগলামির চিহ্ন?! কই! চোখে পড়ছে না তো! আগে যে-খাদিজাকে তারা চিনতেন এখনো তো সে-ই খাদিজাই কথা বলছেন! আচরণে-আন্তরিকতায় .. বুদ্ধিতে-দীপ্তিতে কোনো তফাত নেই! কোনো পরিবর্তন নেই! যেই খাদিজা সে-ই খাদিজা!! বরং এখন খাদিজা আরও দীপ্তিময়ী! তাঁর কথায় আচরণে কী অপূর্ব উচ্ছলতা!

সবাই ফিরে গেলো গৃহে—
রাজ্যের বিস্ময় চোখে নিয়ে!
হাজারো প্রশ্ন বুকে নিয়ে—
কী শুনলাম আমরা?
কী দেখলাম আমরা?
গৃহে ফিরে সবাই জানালো দেখে-আসা .. শুনে-আসা কথা—
একে একে সব! সবাইকে!

তারা শুনেছে যে-বিস্ময় নিয়ে, বলেছে আরও বেশি বিস্ময় নিয়ে!
তারা দেখেছে যে মুগ্ধতা নিয়ে, বলেছে আরও অনেক বেশি মুগ্ধতা ছড়িয়ে!

না, সেদিনের পর থেকে খাদিজার গৃহ-আঙিনার ভিড় আর কমে নি, দিনে দিনে বেড়েছে, কেবল বেড়েছে! সবাই জানতে চেয়েছে, নাযিল হয়েছে কি কোনো নতুন ওহী—আসমানি বার্তা?! কিন্তু হঠাৎ তারা লক্ষ করলো, খাদিজা আগের মতো উচ্ছল না! মুখে ছাপ ফেলেছে একটা ছায়া! সে ছায়া কিছুটা দুশ্চিন্তার .. কিছুটা উদ্বেগের! কারণ ওহী বন্ধ বেশ কয়দিন হয়ে গেলো! এখন কী বলবেন খাদিজা ওদের? ওদের প্রশ্নের মুখে বেশ অস্বস্তিতেই তাঁকে পড়তে হচ্ছে! এদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন!

খাদিজার দুশ্চিন্তা রীতিমত উদ্বেগে রূপ নিলো! তাঁর মনে হানা দেয় এ-ভাবনাও— আল্লাহ কি তাঁর নবীকে 'ভুলে' গেছেন? আর কি ওহী নাযিল হবে না?! 'নবী-পত্নী' হওয়ার ধারাবাহিকতা কি তাহলে থেমে যাবে?! যে জন্যে তিনি সব বিলিয়ে দিয়েছেন? জান-মাল—সব?

খাদিজার এ-দুশ্চিন্তার সাথে যোগ হয় আরও বড় দুশ্চিন্তা। যখন রাসূলকে দেখেন তিনি দুশ্চিন্তায় তখন তাঁর নিজের দুশ্চিন্তা আরও অনেক বেড়ে যায়। অস্থির হয়ে পড়েন তিনি! ভুলে যান নিজের দুশ্চিন্তা। পাশে বসে রাসূলকে দিয়ে যান সান্ত্বনা। মনে করিয়ে দিতে থাকেন আল্লাহর অফুরান অনুগ্রহের কথা। আরও শুনিয়ে যান অভয়বাণী—প্রিয়! দুশ্চিন্তার কিছু নেই! আল্লাহর অনুগ্রহ অফুরান! আঁধার কেটে যাবেই! ঊষা হাসবেই! ওহী আসবেই! প্রয়োজন শুধু একটু অপেক্ষার। একটু সবরের।

❊❊❊

কিন্তু ওহী এলো না! রাসূলের দুশ্চিন্তাও কাটলো না! কিন্তু খাদিজা ছিলেন গভীর আস্থাশীল! রাসূলের পাশে দাঁড়ালেন তিনি—কখনো দিচ্ছেন সান্ত্বনা! কখনো শোনাচ্ছেন অভয়বাণী! আর রাসূলের দুশ্চিন্তার মাত্রাটা যখন একটু বেড়ে যেতো তখন বলতেন :

-হে আল্লাহর রাসূল! দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কী আছে! সংকটের পাশেই তো সমাধান! কঠিনের আড়ালেই তো সহজ! নিশ্চয় এ বিরতির মাঝে (ওহী না-আসার ভেতরে) লুকিয়ে আছে কোনো হিকমত ও রহস্য!

সান্ত্বনার পাশাপাশি খাদিজা আল্লাহর কাছে দু'আও করতে লাগলেন আল্লাহ যেনো তাঁর নবীকে ভুলে না যান। ওহী যেনো বন্ধ না হয়ে যায়। নবীর দুশ্চিন্তা যেনো তড়িৎ কেটে যায়।

একদিন খাদিজা আল্লাহর রাসূলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ভেঙে না পড়ার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছেন। এর মাঝেই খাদিজা দেখলেন, প্রিয় নবীর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে! কপাল বেয়ে বেয়ে ঘামও পড়ছে! খাদিজার মনটাও কেঁপে উঠলো! নবীজীর দিকে গভীর মমতায় উৎকণ্ঠাভরে তাকিয়ে রইলেন। না, ভয়ের কিছু নেই! নবীজী শান্ত হয়েছেন! খাদিজা কোমলকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

-আবুল কাসেম! আপনার রব আপনাকে ভুলে যেতে পারেন না, কক্‌খনো না!

খাদিজার কথায় নবীজী মৃদু হাসলেন! সে হাসিতে ঝরে ঝরে পড়ছে খাদিজার প্রতি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা! এবার আল্লাহর নবী এইমাত্র নাযিল-হওয়া ওহী তাঁকে শোনাতে লাগলেন :

'শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাত্রির, যখন তা নিঝুম হয়। তোমার রব তোমাকে ত্যাগ করেন নি। তোমার প্রতি বিরূপও হন নি। নিশ্চয়ই পরকাল তোমার জন্যে ইহকাল থেকে উত্তম। তোমার পালনকর্তা সত্বরই তোমাকে দান করবেন, তখন হবে তুমি সন্তুষ্ট। তিনি কি পান নি তোমাকে এতিমরূপে? তখন দিয়েছেন আশ্রয়। তিনি পেয়েছেন তোমাকে পথহারা (বেখবর)। তখন দেখিয়েছেন পথ। তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অসহায়। তখন দূর করেছেন তোমার অভাব। সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। আর যে সওয়াল করে (ভিক্ষা চায়) তাকে ধমক দিয়ো না। প্রকাশ করে যাও তোমার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা।

-সূরা দুহা

খাদিজার মনে আনন্দ আর ধরে না! নবীজীর মুখের হাসি তাঁর মুখের হাসিকে আলোকিত করলো! নবীজীর মনের আনন্দ তাঁর মনের আনন্দকে বাড়িয়ে দিলো! অপেক্ষার কঠিন প্রহর শেষে সুসংবাদ এলে মনের অবস্থা কী হতে পারে—তা বোঝানো আসলেই মুশকিল!

খাদিজা এবার ভাবতে বসলেন সদ্য নাযিল হওয়া সূরার বাণী নিয়ে—আয়াত নিয়ে। আল্লাহ এ সূরায় রাসূলের সামনে তুলে ধরেছেন অনেক শিক্ষা। তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন কী করণীয় আর কী বর্জনীয়। আখেরাতের জন্যে তাঁকে আমল করতে বলেছেন। কেননা আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। অতুলনীয় উত্তম। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রতি বর্ষিত নেয়ামতের কথা। কর্মের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। এতিম-মিসকিনের সাথে সদয় আচরণের কথা।

এরপর খাদিজা মিষ্টি করে হাসলেন, এ সূরায় তো আছে তাঁর প্রতি ইশারাও! তিনি প্রিয় আল-আমীনের পাশে দাঁড়িয়েছেন—তা আল্লাহ পছন্দ করেছেন! এটিকে নেয়ামত হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন, আল-আমীনের জন্যে! খাদিজার জন্যে! আল্লাহর নবী খাদিজার দিকে তাকিয়ে বললেন আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে :

-খাদিজা! তোমার অনুগ্রহ অনেক! আল্লাহ তা নষ্ট করবেন না! যদিও অনুগ্রহ ও দয়ার একমাত্র উৎস আল্লাহ, তবুও তিনিই তো তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন আমাকে! আমাকে তীব্র প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি অভাবমুক্ত করেছেন তোমার সম্পদ দিয়ে .. তোমার মন-প্রাণ দিয়ে! হ্যাঁ.. আল্লাহ এখন সেই অনুগ্রহের কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিলেন! খাদিজা! তুমি কি শুনো নি আয়াত?

খাদিজা ছলোছলো চোখে বললেন :

-আমার জান আমার মাল—স-ব আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্যে! হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন! আল্লাহ আছেন আপনার সাথে! আমি আছি আপনার পাশে!
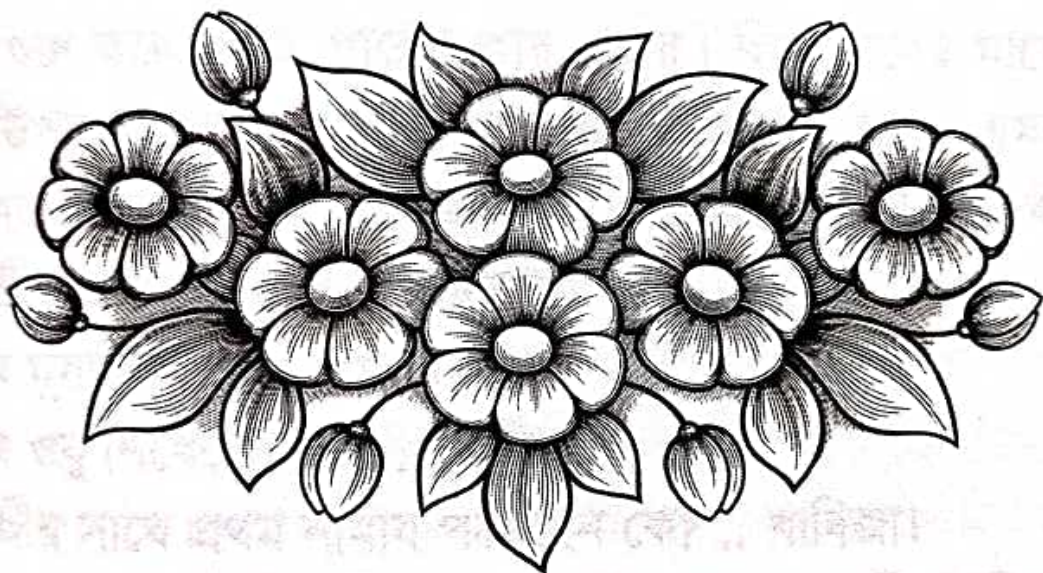
সতেরো

উম্মুল মু'মিনীন

এরপর আর ওহী বন্ধ হয় নি, একের পর এক নাযিল হতে লাগলো আসমানি ওহী—কুরআনের আয়াত। খাদিজা কী সৌভাগ্যবতী! ওহী নাযিল হওয়ার পর সবার আগে জানতে পারেন তিনি। তারপর সবার আগেই শুরু করে দিতে পারেন তার প্রচার। প্রিয়জনদের মাঝে। ওহীর বাণীর উপর আমলের সৌভাগ্যও তাঁরই প্রথম হয়। এমন অনেক সৌভাগ্যের 'সব প্রথমেই' খাদিজা প্রথম। আরেকটু স্পষ্ট করে বলছি—

নবীজীর প্রথম স্ত্রী কে? .. খাদিজা!!

প্রথম মুসলমান কে? .. খাদিজা!!

প্রথম ওযু শিখেছেন কে? .. খাদিজা!

নবীজীর সাথে প্রথম নামায পড়েছেন কে? .. খাদিজা!

সর্বপ্রথম কে নবীজীর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন? .. খাদিজা!

কে সবার আগে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন? .. খাদিজা!

কাফির-মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের ঝড় কে মুকাবিলা করেছেন প্রথমে? .. খাদিজা!

কা'বায় নামায পড়তে যাবেন আল্লাহর রাসূল! তখনো খাদিজা আছেন তাঁর সাথে! তিনিও নামায পড়ছেন আল্লাহর রাসূলের সাথে! তাঁর পেছনে! তখন দু'জনকে কেন্দ্র করে কাফির-মুশরিকরা কতো ঠাট্টা করলো, কতো বিদ্রূপ করলো, কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না খাদিজা!

এভাবেই প্রিয়নবীর সহযোগিতায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মহীয়সী খাদিজা!

❋❋❋

আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের কাজ চলতে লাগলো, আলোকিত হতে লাগলেন সত্যান্বেষী মানুষেরা। মিল্লাতে ইবরাহিমীর অনুসারীরা। মক্কার কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ যেমন ঈমান আনলেন, অনেক অসহায় দুর্বল মানুষও ঈমান আনলেন। দুর্বলেরা দেখলো, এই নতুন দীনেই লুকিয়ে আছে মহামুক্তির মহাপয়গাম। দাস-জীবনের বোঝা আর কতোদিন তারা বইবে? যেখানে কেবলই অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নতুন দীনে নেই কোনো ভেদাভেদ, সবাই সমান। তারা একে একে সবাই 'লাব্বাইক' বলতে লাগলো।

নবীগৃহের সদস্যরাই সবার আগে সাড়া দিলেন। খাদিজার সব মেয়ে ঈমান আনলেন। কিন্তু মেয়েরা ঈমান আনলেও তাঁদের স্বামীরা ঈমান আনলো না। এতে দাম্পত্য-সংকট সৃষ্টি হলো। সে কথা আমরা একটু পরের দিকে বলছি।

অপরদিকে মক্কার নেতৃস্থানীয়রাও ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে উঠলো। দীনের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি করতে লাগলো। দাস-গোলামদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের পূর্বের ধর্মে—মূর্তিপূজার ধর্মে ফিরে যেতে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলো। শাস্তি দিতে লাগলো। ঈমান গ্রহণকারী মহিলা হলে—কারও স্ত্রী হলে 'স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

খাদিজা তখন কীভাবে কী করলেন? ওই যে দুর্বল-অসহায় দাস-গোলামেরা, ইসলাম কবুল করার কারণে তাদের উপর জুলুম-নির্যাতনের ঝড় নেমে এলো, এদের সাহায্যার্থে তিনি কী করলেন? খাদিজা এদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন! ঈমান আনার 'অপরাধে' মনিবরা যখন ওদেরকে তাড়িয়ে দিলো, কাজ করে খাওয়ার অধিকার কেড়ে নিলো, তখন খাদিজা এদের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করলেন। আর যাদের মনিবরা কঠিন অসহনীয় নির্যাতনে পিষ্ট করছিলো, তাদেরকে তিনি অর্থ-বিনিময় দিয়ে ছাড়িয়ে আনছিলেন!

খাদিজা তো আগেও অসহায়-দুর্বলদের পাশে ছিলেন, এখন আরও বেশি পাশে এসে দাঁড়ালেন!

❀❀❀

কখনো মাজলুমকে অর্থ-সাহায্য দিচ্ছেন!
কখনো ক্ষুধার্তকে খাবার দিচ্ছেন!
কখনো আবার বিপদগ্রস্তের পাশে দাঁড়াচ্ছেন!

এভাবে তাঁর বাড়িটাই এখন হয়ে উঠলো অসহায় বিপদগ্রস্তের আপন ঠিকানা! মাজলুমের আশ্রয়স্থল! এই জিহাদে—এই সেবায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত! উদার দানশীলা! এই জিহাদের তীব্রতা যতো বাড়ে তাঁর আনন্দও ততো বাড়ে! এই জিহাদে শরীক হতেই তো তিনি দিনের পর দিন .. বছরের পর বছর স্বপ্ন দেখে এসেছেন! কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা চিন্তা বরং একটা স্বপ্ন তাঁর মনে উঁকি দেয়। তাঁর বুকটায় থেকে-থেকে তা ঘুরে বেড়ায়! তখন আল্লাহর দরবারে তিনি হাত তোলেন। হে আল্লাহ! আমার স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হবে?

খাদিজার বয়স তো আর কম হয় নি! এ বয়সে সন্তান সাধারণত হয় না! মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি ভাবেন—আহা! ওদের যদি একটা ভাই হতো!! কখনো প্রিয় স্বামীর দিকে তাকিয়ে তামান্না করেন—একটি ছেলেসন্তান হলে কতো আশা-স্বপ্ন বাসা বাঁধতো এ-বুকে! আকাশের মালিক চাইলে কী-না হয়! খাদিজা আকাশের মালিকের কাছেই পেশ করতে লাগলেন মনের সকল আকুতি! বুকভরা আশা—এ-ইচ্ছে আল্লাহ্ পূরণ করবেনই! তাঁর কতো আশাই তো আল্লাহ একের পর এক পূর্ণ করেছেন!

নবী-স্ত্রী হতে চেয়েছিলেন, হয়েছেন!

ইসলামের পথে—দাওয়াতের রাস্তায় সব উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, করেছেন!

আল্লাহ তাঁর সব আশা পূর্ণ করেছেন! এ-আশাও তিনি পূর্ণ করবেন! তিনিই তো একমাত্র আশা পূরণকারী!

খাদিজার আনন্দের কোনো সীমা নেই, তাঁর গর্ভে সন্তান! এ-সন্তান যদি হয় পুত্র সন্তান, কী দিয়ে মাপবেন তিনি মনের আনন্দ?

প্রসবকালে আল্লাহর নবী পাশেই ছিলেন! যখন তিনি জানতে পারলেন— এসেছে কাঙ্ক্ষিত পুত্রসন্তান, তাকালেন পূর্ণ দৃষ্টিতে, ভালোবাসায় মমতায় উচ্ছলিত হয়ে! বললেন আনন্দঘন কণ্ঠে :

-আবুল কাসেম! কী নাম রাখবো ছেলের?

আনন্দে খুশিতে খাদিজা আর কথা বলতে পারলেন না, চোখে পানি চলে এলো! হাত দিয়ে পানি মুছলেন তিনি! আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মমতাভরে বললেন :

-এর নাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ! ও তাহির (পবিত্র)! ও তায়্যিব (উত্তম)! ও তো ইসলামের কোলে জন্ম নিয়েছে!! ইসলামপূর্বকালে যারা জন্মেছে, ওদের সবাইকে এ ছাড়িয়ে গেছে!

খাদিজার চোখে আনন্দ—মুখে আনন্দ!
আল্লাহর রাসূলের চোখে আনন্দ—মুখে আনন্দ!
সারা মহলে আনন্দ!
প্রিয়জনের উষ্ণ অভিনন্দনে গমগম করতে লাগলো সারা বাড়ি!
খাদিজা দানের হাত খুলে দিলেন!
কতোজনকে কতো কী দিলেন!

❋❋❋

কিন্তু আল্লাহ চাইলেন অন্য কিছু! কে ঠেকায় তাঁর চাওয়া? কার আছে সাধ্য? কিছুদিন পরই আবদুল্লাহ চলে গেলেন! কোন সে হিকমতের (আল্লাহর প্রাজ্ঞোচিত সিদ্ধান্তের) কারণে আল্লাহ আবদুল্লাহকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন! হাসিভরা গৃহে নেমে এলো শোক-স্তব্ধতা! মেয়েদের চোখে-মুখে ছেয়ে আছে গভীর শোকছায়া! শোক-বিহ্বল খাদিজার চোখে ছলছল করছে শোকের অশ্রু! তাঁর কাছে এসে আল্লাহর রাসূল বসলেন! প্রিয় হারানোর বেদনায় কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন :

-আল্লাহ তোমার মঙ্গল ও কল্যাণ চান! আল্লাহ চান নি তুমি হবে কাসেম বা আবদুল্লাহর মা! তিনি চাইছেন তুমি হও সবার মা—উম্মুল মু'মিনীন!! খাদিজা! এ উপাধি কি তোমাকে অনেক অ-নেক বেশি আনন্দ দেবে না?!

আল্লাহর রাসূলের মধুময় সান্ত্বনার পরশে খাদিজার শোক-হৃদয় শান্ত হলেও চোখটা বুঝি শান্ত হলো না! ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো! আল্লাহর নবী মমতাভরে নিজ হাতে তা মুছে দিতে লাগলেন! আর বলতে লাগলেন :

-খাদিজা! পরকাল! পরকাল তো দুনিয়া থেকে অনেক উত্তম!! এরপর আল্লাহর রাসূল তিলাওয়াত করলেন এই আয়াত—

'নিশ্চয়ই পরকাল দুনিয়া থেকে উত্তম! তোমার পালনকর্তা সত্বরই তোমাকে দান করবেন, তখন হবে তুমি সন্তুষ্ট।'
—দুহা

এ আয়াত খাদিজার শোকতপ্ত হৃদয়ে শীতল বারি হয়ে বর্ষিত হলো! তিনি মেনে নিলেন আল্লাহর ফায়সালা—রাসূলের সান্ত্বনা-বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে শীতল হয়ে .. আশ্বস্ত হয়ে ..প্রশান্ত হয়ে!

আল্লাহর রাসূল খাদিজাকে আরও বললেন :

-খাদিজা! আমরা তো ফেরতযোগ্য ধারবস্তু! যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের ফেরত যেতে হবে আল্লাহর কাছে! সুতরাং ওঠো! জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হও! আল্লাহকে তো তুমি এমন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছো! পথ অনেক দীর্ঘ! অনেক দুর্গম!!

আঠারো

হক বাতিলের লড়াই

এখন ইসলামের গোপন দাওয়াতকাল চলছে। গোপনে গোপনে দাওয়াত চললেও মক্কার নেতৃস্থানীয়রা শুরু থেকেই চোখ রাখছিলো। এর গতিবিধি লক্ষ রাখছিলো। এর অনুসারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপের বাণও ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। আল্লাহর রাসূল এই নেতৃস্থানীয়দের প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন নি এ পর্যন্ত। লোক দেখে-দেখে তিনি গোপনেই দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। সত্যের তালাশে-থাকা মানুষ একে একে সাড়া দিতে লাগলেন আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতে। এদের মধ্যে আছেন যেমন মক্কার বিশিষ্টজন তেমনি আছেন মক্কার অবহেলিত নির্যাতিত নিপীড়িত দাস-গোলামেরা। মুসলমানদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। একবার যে ইসলামের আলোর ভুবনে প্রবেশ করেছে সে আর পূর্বধর্মের কিংবা কুফরির অন্ধকারে ফিরে যাচ্ছে না।

আলোর দেখা পাওয়ার পর কে চায় আবার অন্ধকারে ফিরে যেতে? কেউ চায় না! শত ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নির্যাতনের মুখেও না! ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা যতো বাড়ে খাদিজার গৃহ-আঙিনায় মানুষের ভিড়ও ততো বাড়ে। কেউ আসে সাহায্যের আশায়—অনুগ্রহ প্রাপ্তির বাসনায়। কেউ আসে অভাব মোচন কিংবা প্রয়োজন পূরণের প্রত্যাশায়। খাদিজা সবাইকে স্বাগত জানান। হাত খুলে দিয়ে যান। যার যা প্রয়োজন—সব পূরণ করে যান। সবাই যেনো তাঁর সন্তান। খাদিজার মনে অপার তৃপ্তি, তাঁর উদার মন যেনো বলে—এ-দিনের জন্যেই তো ছিলো স-ব সঞ্চয়! সব বিলিয়ে দিতে চাই আমি ইসলামের পথে—আমার আল-আমীনের চোখের ইশারায়!

গোপন দাওয়াত বিরতিহীনভাবে চলেছে একে একে তিন বছর! কাফির-মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও নির্যাতন এড়াতে সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন পাহাড়ের পাদদেশে—দারুল আরকামে। শুনতেন প্রিয় নবীর মুখে কুরআনের তিলাওয়াত। তাঁর সান্নিধ্যে .. আল্লাহর স্মরণে কাটাতেন মধুময় নীরব প্রহর।

একদিন আল্লাহর রাসূল বেশ চিন্তিত মুখে গৃহে প্রবেশ করলেন। খাদিজা মনে উদ্বেগ আর মুখে হাসি নিয়ে এগিয়ে এলেন। নরমকণ্ঠে জানতে চাইলেন :

-আল্লাহর রাসূল! সব খবর ভালো তো!

আল্লাহর রাসূল উৎকণ্ঠামাখা আওয়াজে বললেন :

-আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে। মক্কার নেতৃস্থানীয়দের এবং নিকটাত্মীয়দের ইসলামের দিকে ডাকতে। আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন, বলেছেন :

'হে নবী! আপনি নিকট-আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন!'

খাদিজা শান্তকণ্ঠে বললেন :

-হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই এখন নিকটাত্মীয়দের পালা! এখন তাদের সতর্ক করতে হবে! তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে আল্লাহর পয়গাম! তাদের শোনাতে হবে আসমানের বার্তা, ভাবতে হবে তা নিয়ে! কেনো এরা অন্যদের মতো আপনার ডাকে সাড়া দেবে না? দিয়ে ধন্য হবে না?! এদেরই-না সবার আগে 'লাব্বাইক' বলা উচিত ছিলো?!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকালেন খাদিজার দিকে! তারপর বাড়ির খোলা আঙিনায় দৃষ্টি মেলে বললেন :

-খাদিজা! তাহলে এরা তো দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে! এমনিতেই ওরা বেশ চটে আছে! ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে! পারলে আমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেয়! ইসলামের দাওয়াতকে এরা সহ্যই করতে পারছে না! এর মধ্যে অনেকের নিকটাত্মীয়, ছেলে, দাস-গোলাম এ-দাওয়াতে লাব্বাইক বলেছেও! এরা মনে করে—ইসলামই

এদের 'বিভ্রান্ত' করছে! দলছুট করছে! অধিকার-সচেতন করে তুলছে! সুতরাং এখন আমি যদি সরাসরি এদেরই দাওয়াত দিতে যাই, কী অবস্থা দাঁড়াবে বলো! এরা রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়বে! সরাসরি ইসলাম-বিরোধিতায় নেমে পড়বে! অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে! খাদিজা! তখন আমরা কি সামাল দিতে পারবো?

খাদিজা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন :

-আপনি তো হক পথে ডাকছেন! সরল সোজা পথের দাওয়াত দিচ্ছেন! আল্লাহ আপনার সাথে আছেন! তিনি আপনাকে সাহায্য করবেনই! সুতরাং আপনার রব যা করতে বলেছেন তা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন! এদের দাওয়াত দেন! এদের সাথে কথা বলুন! কুরআন পড়ে পড়ে শোনান! নিশ্চয়ই এদের মন নরম হবে! সত্যের দিকে ঝুঁকবে! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে! ইসলাম গ্রহণেও আশা করি ধন্য হতে পারবে! আর যদি এমনটি না-হয়, তাহলে এতো ভাবনা কিসের? আপনার রব জালিমদের ছেড়ে দেবেন না! আপনাকে সাহায্য করবেনই!

খাদিজার কথায় প্রিয় নবী বল পেলেন। শক্তি অনুভব করলেন। তখনই আলাপে আলাপে স্থির হলো যে খাদিজা সবার জন্যে রান্নার আয়োজন করবেন! আল্লাহর রাসূল সবাইকে খাওয়ার দাওয়াত দেবেন। তারপর ভোজন শেষে সবাইকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবেন!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালেই বেরিয়ে গেলেন দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিতে। এদিকে খাদিজা খাবার প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন। তাঁর মনে অনেক আশা, নিশ্চয়ই এরা আজ ইসলামের নবীকে মেনে নেবে—তাঁর ডাকে সাড়া দেবে। আর ইসলামের বিরোধিতা হবে না। ফিরে আসবে মক্কায় শান্তি স্থিতি।

❁❁❁

দুপুরের পর পরই কুরাইশ নেতৃবৃন্দ খাদিজার গৃহে এসে জড়ো হলো। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা আলাপ-আলোচনা শুরু করলো। ধন-সম্পদ

নিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। যুদ্ধ ও শান্তি নিয়ে। আল্লাহর রাসূল কেনো তাদের ডেকেছেন সে প্রসঙ্গ তাদের আলোচনায় এলো না। এক সুযোগে যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন এবং ইসলাম ও দাওয়াত নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, আসল বিষয় বুঝতে পেরে তারা ভীষণ রেগে গেলো! শুধু তা-ই নয়, হনহনিয়ে সবাই বেরিয়ে গেলো!

আল্লাহর রাসূল ব্যথিত মনে খাদিজার কাছে গেলেন! চোখে-মুখে হতাশার ছাপ! হতাশকণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললেন খাদিজাকে :

-খাদিজা! দেখলে তো! এরা কুফরির উপর অটল! এরা ইসলাম কবুল করবে না! কিছুতেই না! এরা মনে করে এদের উপরে কেউ নেই, সবার উপরে এরা!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এদের ধন-সম্পদ থেকে অসহায়-অক্ষম-দরিদ্রের হক আদায় করবেন! তারপরও এ সম্পদলোভীরা কেমন করে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারে?

খাদিজা আল্লাহর রাসূলকে সান্ত্বনা দিলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন :

-আপনি হতাশ হবেন না! আপনি তো ভালো পথে—কল্যাণের পথে এদের ডাকছেন! এরা সুপথে এলে এদেরই লাভ! আর যদি বিপথগামীই থাকে—আপনার ডাকে সাড়া না-ই দেয়, সেজন্যে এদের অবশ্যই ভোগতে হবে কর্মফল! এখন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আবার তাদের ডাকুন! আবার তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করুন! এবার হয়তো ওদের মন গলতে পারে। কোনো বাধা তো নেই!

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন :

-হ্যাঁ ... আমি আবার ডাকবো, সবাইকে ডাকবো! সবার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেবো!

❋❋❋

একদিন সকালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহণ করলেন 'সাফা'য়। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলেন সবাইকে :

-হে কুরাইশ সম্প্রদায়! হে কুরাইশ সম্প্রদায়!

'সাফা' পর্বতের টিলায় দাঁড়িয়ে ওই যে কে ডাকছে! সবাই ছুটে এলো! আল আমীন ডাকছে! তারা আল আমীনের কাছে জানতে চাইলো, কেনো এই আহ্বান? কী বলতে চায় আল-আমীন? তখন আল আমীন জানালেন—

আল্লাহর নির্দেশ—মূর্তিপূজা ছাড়তে হবে! এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে! তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করা যাবে না! আল্লাহ এক—লা-শরীক!

কুরাইশ তখন জ্বলে উঠলো! সবচেয়ে বেশি জ্বলে উঠলো চাচা আবু লাহাব! আগুন-কণ্ঠে বললো :

-ধ্বংস হোক তোমার! এ জন্যে তুমি আমাদের জমা করেছো .. আমাদের আরাম নষ্ট করেছো?!

যাঁকে পাঠানো হয়েছে সারা পৃথিবীর রহমত বানিয়ে, তাঁর ধ্বংস কামনা? আপন চাচা হয়ে?! অমন কথায় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠলো বুঝি! আল্লাহ ওহী পাঠালেন! নবীজীর পক্ষ থেকে চাচার বিরুদ্ধে জওয়াব পাঠালেন! আল্লাহর নবী সবার সামনে উচ্চকণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন :

'আবু লাহাবের দু-হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে। কোনো কাজে আসে নি তার ধন-সম্পদ যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও, সে ইন্ধনবহনকারিণী, তার গলদেশে খেজুরের ছাল-বাকলের রশি। -সূরা লাহাব

আবু লাহাবকে নিয়ে নাযিল-হওয়া সূরা আবু লাহাবের জন্যে জ্বলন্ত আগুন হয়ে দেখা দিলো। সবাই যেনো এখন আবু লাহাবকে লক্ষ করে বলছে, হে জমিনের ধ্বংসকামনাকারী, শোনো এবার আকাশের ধ্বংস কামনা! সত্যের পতাকা যাঁদের হাতে তাঁদের সবার কাছেই আবদুল উয্যা এখন আবু লাহাব (প্রজ্বলিত আগুনের ধারক)। মুখে মুখে শোনা যেতে

লাগলো—আবু লাহাব! আবু লাহাব!! আগুনের বাপ! আগুনের বাপ!! অপরদিকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের 'গুণ'-এর কথাও এ-সূরায় বর্ণিত হয়েছে 'হাম্মালাতাল হাতাব'—ইন্ধনবহনকারিণী! এ-ও এক মুখরোচক আলোচনায় রূপ নিলো! এ-আসমানি প্রতিউত্তরে ভেসে গেলো পুরো মক্কা! জ্বলে উঠলো 'আবু লাহাব' আর 'ইন্ধনবহনকারিণী'! ওরা জ্বলতে লাগলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে! খাদিজার বিরুদ্ধে! ঈমান কবুল-করা সাহাবীদের বিরুদ্ধে! আবু লাহাব জ্বলে আর ইন্ধনবহনকারিণী ইন্ধন যোগায়! ওরা এ-দুজনের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে সুযোগ খুঁজতে লাগলো! প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিলো! উম্মে জামিল ও আবু লাহাবের বাড়ি ছিলো খাদিজার বাড়ির পাশেই।

❋❋❋

একদিন রাগে কাঁপতে কাঁপতে স্বামীর কাছে নালিশ করলো 'হাম্মালাতাল হাতাব'—উম্মে জামিল! মহিলারা নাকি তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে উঠেছে! কেউ দেখলেই বলছে—'হাম্মালাতাল হাতাব'! কেউ বলছে—'ফি জিদিহা হাবলুম মিম মাসাদ'! উম্মে জামিল 'রাগো রাগো' কণ্ঠে .. কাঁদো কাঁদো স্বরে বলতে লাগলো :

-শেষ, সব শেষ আমার! আজকের পর আমার আর কিছুই বাকি রইলো না! তোমাকে আমি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই—আমার বাড়িতে মুহাম্মদ-এর মেয়েরা বউ হয়ে থাকতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না! খাদিজার দুই মেয়ের হয় তালাক হবে নয় আমি এই ঘর ছাড়লাম!

স্বামী আবু লাহাবও-যে স্ত্রীর চেয়ে কম চটে আছে— তা নয়! তাই স্ত্রীর কথা সে ফেলে দিতে পারলো না। বরং এও যেনো তারও মনের কথা—এমন ভাব নিয়েই সে ছুটে গেলো দুই ছেলে—উতবা-উতায়বার কাছে! রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের সাথে ইতিমধ্যেই এ দু-ভাইয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো। আবু লাহাব সরোষে বলে উঠলেন :

-শুনেছো, আমাকে এবং তোমাদের মাকে নিয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী সব বলেছে?! এখন শোনো, অবিলম্বে খাদিজার দুই মেয়েকে তালাক দিতে হবে!

বাবার কথা শেষ না-হতেই পেছন থেকে মা আবার চিৎকার করে উঠলো :

-খাদিজার মেয়েরা আমার ঘরে আসতে পারবে না! থাকতে পারবে না! ওদের তালাক দিতে হবে, দিতেই হবে! নইলে তোরা আমার সন্তান না—আমি তোদের মা না!

ছেলেরা মা-বাবার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলো! ফলে তারা যা চাইলো তা-ই হলো! তারা খাদিজার মেয়েদের তালাক দিলো!

এ-খবর যখন খাদিজার কানে গেলো আকাশের দিকে হাত তোলে তিনি শোকর আদায় করলেন! কেননা আবু লাহাব আর উম্মে জামিলের মতো জাহান্নামীদের ভেতরে কেমন করে থাকবে নবী নন্দিনীরা? নবীজীও এ সংবাদে খুশি হলেন। আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। আবু লাহাব আর উম্মে জামিলের অনিষ্ট থেকে ওরা বেঁচে গেলো। কিন্তু আল্লাহর নবী বুঝতে পারলেন, আবু লাহাব আর উম্মে জামিলের লড়াই সবে শুরু, শেষ হতে আরও অনেক দেরি! এ লড়াই আরও ভয়াবহ রূপ নেবে! আরও হিংস্র হয়ে উঠবে! আরও অমানবিক হয়ে উঠবে! খাদিজা আশঙ্কা করলেন, উম্মে জামিল তাঁকে দিয়েই লড়াইটা শুরু করবে! তাঁর বিরুদ্ধেই চক্রান্ত শুরু করবে! নারীরা যেমন নারীদের পেছনে লাগে হিংসার উন্মত্ততা নিয়ে, ঠিক সেভাবেই!
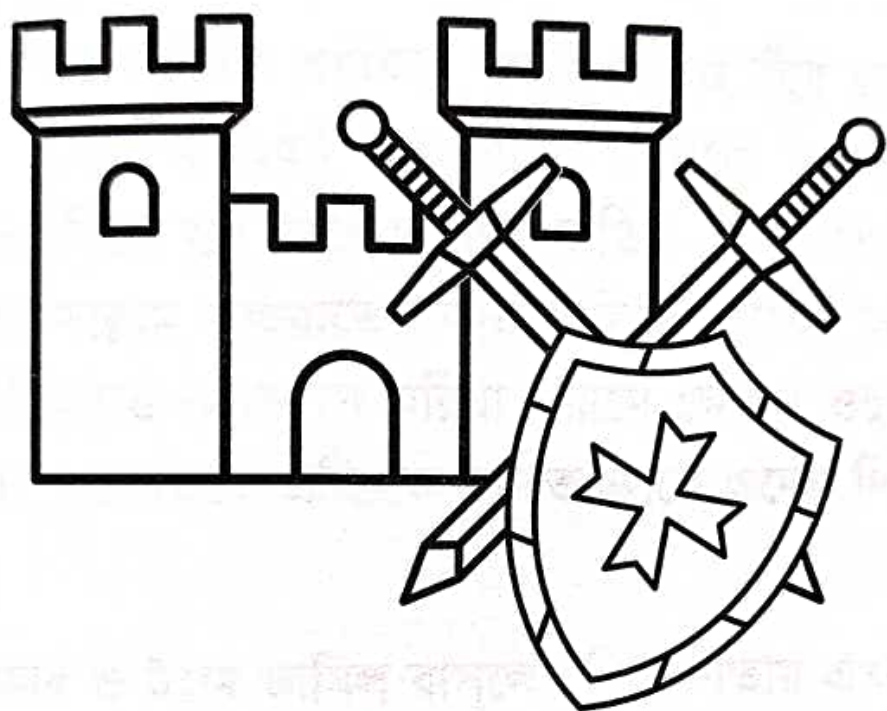
উনিশ

লড়াই আরও তীব্র হলো

কুরাইশ আর নবীজীর মধ্যকার লড়াই আরও তীব্র হলো। দিনে দিনে এ তীব্রতা কেবল বাড়তেই লাগলো। একদিকে আলো আরেক দিকে অন্ধকার। একদিকে হক আরেক দিকে বাতিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অবিরাম। এদিকে কাফির মুশরিকরাও বাধাদানে মরিয়া। রাগে-ক্ষোভে ওরা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। এ দাওয়াতকে প্রতিহত করতে চলছে ওদের দিনরাতের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত।

আবু লাহাব ও উম্মে জামিল রাসূলের বিরোধিতায় এখন প্রকাশ্যে মাঠে নেমে পড়েছে। উম্মে জামিলের রাত-দিনের একটাই চিন্তা— খাদিজাকে কী করে কষ্ট দেয়া যায়।

আল্লাহর রাসূল জোরেসোরে কথা বলা শুরু করলেন কা'বার আশপাশে স্থাপিত মূর্তির বিরুদ্ধে। মূর্তি নিথর নিষ্প্রাণ! মূর্তি—না-করতে পারে উপকার, না-করতে পারে ক্ষতি! এমন নিষ্প্রাণ অসাড় বস্তু কক্খনো উপাস্য হতে পারে না!

কুরাইশের ভিত কেঁপে উঠলো আল্লাহর রাসূলের এ সমালোচনায়। এরা সবাই আলোচনায় বসলো মুহাম্মদ এবং তাঁর নতুন দাওয়াত নিয়ে। আলোচনা ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ওদের একটাই বক্তব্য—মুহাম্মদকে আর সুযোগ দেয়া যায় না। অবশ্যই তাকে এ সমালোচনা বন্ধ করতে হবে। অবশ্যই তাকে রুখতে হবে। আমাদের উপাস্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আমরা সহ্য করবো না। উপস্থিত কেউ কেউ বললো :

-এক্ষুনি যদি আমরা মুহাম্মদকে রুখে না-দাঁড়াই তাহলে কয়দিন পর আমাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না। মজলিস শেষ হলো কয়েকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

কবিরা বললো :

-আমরা কবিতার ভাষায় মুহাম্মদকে আক্রমণ করবো! তার প্রচারিত দীনকে খেলো বানিয়ে পেশ করবো! তাকে নিয়ে বিদ্রূপে মেতে উঠবো! এ কবিতা যখন জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়বে তখন আশা করি কেউ মুহাম্মদের কাছে আর ভিড়বে না, তার দাওয়াত কবুল করবে না!

গল্পকার ও কাহিনীকাররা বললো :

-আমরা মানুষকে নিয়ে গল্পের আসর জমিয়ে তুলবো। পূর্ববর্তীদের গল্প ও কাহিনী তাদের শোনাবো। তখন এরা আর মুহাম্মদের কুরআন শুনতে যাবে না। কুরআনের 'শিল্প-সুষমায়' মুগ্ধও হবে না!

ব্যবসায়ীরা বললো :

-আমরা মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করবো। তাদের সাথে বন্ধ করে দেবো যাবতীয় লেনদেন। এভাবে যখন আমরা তাদের জীবনকে অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে ফেলতে পারবো তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বধর্মে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। অপরদিকে নতুন করেও কেউ সেই ধর্মের দিকে ঝোঁকার সাহস পাবে না।

আবু জেহেল আর আবু লাহাব নবীজীকে কষ্ট দেয়ার সিংহভাগ দায়িত্বই নিজেদের কাঁধে তুলে নিলো। আবু লাহাব শপথ করে বললো :

-মুহাম্মদকে শান্তিতে থাকতে দেবো না! খাদিজাকেও জ্বালাতন করতে ছাড়বো না! খাদিজাই তো অর্থ-সম্পদ দিয়ে মুহাম্মদকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে! অবিচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে তাকে সাহস যোগাচ্ছে!

এরপর কুরাইশ সত্যি সত্যি কোমর বেঁধে ইসলাম-বিরোধিতায় মাঠে নেমে পড়লো।

❋❋❋

উম্মে জামিল দরোজা দিয়ে খাদিজার ঘরের দিকে তাকিয়ে ঠাস্ করে দরোজাটা বন্ধ করে রাগে ফুঁসতে লাগলো। আর বলতে লাগলো :

-তোমার আর নিস্তার নেই! হয় তুমি এখানে থাকবে নয় আমি! তোমার আরাম আমি হারাম করে ছাড়বো!

তারপর উম্মে জামিলের আর তর সইলো না বুঝি। 'সব আয়োজন' নিয়ে মাঠে নেমে গেলো। নবুওতের নূর-ছাওয়া গৃহকে লক্ষ বানাতে উম্মে জামিলের বুকটা একটু কাঁপলোও না! নমুনা দেখো তার কষ্ট দেয়ার—

একদিন সকাল বেলা আবু লাহাব ঘুম থেকে উঠে উম্মে জামিলকে দেখতে পেলো না। ছেলেদেরও আশপাশে পেলো না। আবু লাহাব অবাক হলো। এই ভোরে ওরা সব গেলো কোথায়? একটু পর উম্মে জামিল গৃহে ঢুকলো—হাত থেকে কাঁটা সরাতে সরাতে। গলায় ঝোলানো রয়েছে খেজুরের ছাল-বাকলের একটা রশি। আবু লাহাব অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে। উম্মে জামিল দুষ্ট হাসিতে মুখটা ভরে বললো :

-তুমি কি চাও না মুহাম্মদের কষ্ট ও অপমান এবং তাকে রাগতে দেখলে তোমার কি ভালো লাগবে না? দরোজাটা খুলে একটু ওদিকে তাকাও!

আবু লাহাব দরোজা খুলে দেখলো, খাদিজার ঘরের সামনটা—প্রবেশ পথটা কাঁটায় কাঁটায় ছাওয়া! আবু লাহাব হাততালি দিয়ে বললো :

-উম্মে জামিল! তুমি তো দেখছি ইবলিসকেও পেছনে ফেলে দিয়েছো!

উম্মে জামিল হিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বললো :

-তুমি শুধু অর্থ ঢালো, তারপর দেখতে থাকো—মুহাম্মদ আর খাদিজাকে কেমন খেলা দেখাই! আমাকে একটা ভেড়া কিনে দাও, আমি ভেড়ার গোবর জমিয়ে জমিয়ে তা ফেলে আসবো খাদিজার ঘরের সামনে। সব নাশ করে দেবো! আমার নাম উম্মে জামিল! আমি খাদিজাকে দেখিয়ে দেবো—উম্মে জামিল কাকে বলে .. উম্মে জামিল কী করতে পারে! উম্মে জামিল দুশমনকে শেষ করে দিতে জানে! মুহাম্মদকেও আমি দেখাবো—কী রশি সে আমার গলায় ঝুলিয়েছে!

❊❊❊

আল্লাহর রাসূল সকাল বেলা বের হতে গিয়ে দেখলেন—পথ কাঁটায় কাঁটায় ছাওয়া। দরোজায় অনেক ময়লা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। খাদিজাকে বললেন :

-আবু লাহাবের স্ত্রী শুরু করে দিয়েছে! খাদিজা, এটা প্রথম বর্ষণ!

খাদিজা দরোজায় ছুটে গেলেন! দরোজা এবং বাড়ির সামনে পড়ে থাকা কাঁটা ও ময়লা-আবর্জনা দেখলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন :

-হে আল্লাহর রাসূল! একটু অপেক্ষা করুন! আমি এক্ষুনি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি!

খাদিজা বাঁদিদের দ্রুত তা পরিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। খাদিজা জানেন, এখন দূর থেকে উম্মে জামিল সব লক্ষ করছে! উম্মে জামিল চায়, এখন একটা ঝগড়া হোক। পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর হোক। কিন্তু খাদিজা উম্মে জামিলের ইচ্ছেমতো রেগে গেলেন না! খাদিজা সবর করলেন! উম্মে জামিলের কুৎসিত গালাগালি কতো তাঁর কানে আসে! কিন্তু খাদিজা কিছুই বলেন না! খাদিজা একটু রাগও করেন না! খাদিজা একটু মনও খারাপ করেন না! খাদিজা শুধু মৃদু হেসে বলেন :

-না, আমি উম্মে জামিলকে কিচ্ছু বলবো না! আবু লাহাবকে কিচ্ছু বলবো না! ওদের কাউকে কিচ্ছু বলবো না! ওরা রেগে-জ্বলে শেষ হয়ে যাক নিজেদের আগুনে! আমার নীরবতাই ওদের সাজা!

খাদিজা দেখেন—পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে তাঁর প্রিয় বাঁদিরা! তিনি আগেই তাদের বলে দিয়েছেন, ওরা যেনো উম্মে জামিলকে .. কাউকে কিছু না বলে! এখন মৃদু হেসে তিনি ওদের বললেন :

-এক মুসলিম নারী আরেক কাফির নারীর মাঝে কী পার্থক্য? আমরা যদি তার মন্দ আচরণের বদলা দিই মন্দ আচরণেই—ক্ষমা না করি এবং অপমানের বদলে ক্ষমা না করি, তাহলে কেমন করে আমরা ইসলামের সেবা করবো? ইসলামের হক আদায় করবো? ইসলামের নবীর সুন্নতের উপর চলবো?

খাদিজার ধৈর্যে কোনো ভাটা পড়লো না! উম্মে জামিলের সব মন্দ আচরণ তিনি একে একে সয়ে যেতে লাগলেন। এদিকে নবীজীও গৃহে

ফিরে বলতেন প্রিয় খাদিজাকে—কী বলেছে আজ তাঁকে আবু জেহেল ও আবু লাহাব! সব শুনে খাদিজা হাসতেন মিষ্টি হাসি! বলতেন সান্ত্বনা-ঢালা কণ্ঠে :

-এসব কিছুই না! বাতাসে ভেসে বেড়ানো শব্দ, এই আছে এই নেই! হঠাৎ মিলিয়ে যাবে, আকাশের মহাশূন্যতায়!

❄❄❄

কুরাইশ দেখলো, মুহাম্মদের দাওয়াতি কাজ আটকানো যাচ্ছে না, অপ্রতিরোধ্য গতিতে তা এগিয়েই যাচ্ছে। তার অনুসারীদের সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। কুরাইশ বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। তারা ভাবতে বসলো। সবাই পরামর্শে বসলো। আবু জেহেল, আবু লাহাব এবং উম্মে জামিল মিলে যা করছে তা যথেষ্ট না, আরও কঠিন পদক্ষেপ নিতে হবে। কী করা যায়?

একজন চিৎকার করে বললো :

-মুহাম্মদের সাহায্যের উৎস বন্ধ করে দিতে হবে—তার শেকড় কেটে দিতে হবে!

সবাই জানতে চাইলো :

-সাহায্যের উৎস—শেকড় মানে? তুমি কি আবু তালিবের কথা বলছো? হ্যাঁ, তার সাথে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে!

ওই লোকটি তখন দৃঢ়কণ্ঠে বললো :

-আমি বরং খাদিজার কথা বলছি! ওই মহিলার ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত ও সহযোগিতার উপর ভর করেই মুহাম্মদ এগিয়ে যাচ্ছে! খাদিজাই তার অদ্ভুত ক্ষমতাবলে দাওয়াতকে ছড়িয়ে দিচ্ছে! খাদিজার ব্যবসারও লাগাম টেনে ধরতে হবে! ইতিমধ্যে খাদিজার গোত্রের অনেকেই ইসলাম কবুল করেছে! যে কোনো মূল্যে তারা মুহাম্মদকে সাহায্য করতে প্রস্তুত! এ সব কিসের আলামত? আমরা বলেছি, মুহাম্মদ যাদুকর! খাদিজা সম্পর্কে আমরা কী বলবো? কেনো সে মুহাম্মদকে সর্বস্ব বিলিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে? তোমরা যদি খাদিজাকে না থামাও, তাহলে মুহাম্মদের কিছুই করতে পারবে না!

সবাই বললো :

-আমরা তাহলে কী করতে পারি?

-আমরা যদি আগে আবু তালিবকে মুহাম্মদ থেকে আলাদা করে ফেলতে পারি তাহলে খাদিজাকে আলাদা করাও সহজ হয়ে যাবে! প্রয়োজনে খাদিজাকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মুহাম্মদ থেকে আলাদা করে ফেলা হবে! এই দুইজন সহযোগী হারালেই মুহাম্মদ থেমে যাবে, চুপসে যাবে, নীরব হয়ে যাবে!

সবাই তার মত পছন্দ করলো।

❄❄❄

কিন্তু আবু তালিব কুরাইশকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন :

-আমি কিছুতেই আমার ভাতিজাকে সহযোগিতা করা বন্ধ করবো না! আমি আছি তার পাশে! থাকবোই!!

কুরাইশ প্রথম ধাপে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হলো! খাদিজার ক্ষেত্রেও-যে তারা ব্যর্থ হবে—তাতে কোনো দ্বিধা রইলো না! এখন তাহলে কী করা? এখন তারা তৃতীয় আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীদের 'শেষ' করে দেয়া! তাহলে অন্যরা আর এদের পরিণতি দেখে নতুন ধর্মে প্রবেশ করার সাহস পাবে না! এবার এই তৃতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো!

শুরু হলো পরিকল্পনা মতো সাহাবীদের উপর নির্মম জুলুম-নির্যাতন। মক্কা হয়ে উঠলো নিষ্ঠুর পাষাণ! কান পাতলেই শোনা যেতে লাগলো—'আহ আহ' চিৎকার-ধ্বনি! অসহায় দুর্বল ও দাসদের উপরই ওদের যতো ক্ষোভ!

কাউকে ফেলে রাখা হলো উষর উত্তপ্ত মরুর বুকে—পাথরচাপা দিয়ে!

কাউকে বন্দি করে রাখা হলো অন্ধকার কুঠরিতে—নেই খাবার, নেই পানীয়! ক্ষুৎ-পিপাসায় নাড়ীভুঁড়ি সংকুচিত! ব্যথায় মুষড়ে পড়া অবস্থা।

কাউকে ধরে লোহা দিয়ে পেট চিরে ফেলা হলো! বিবস্ত্র করে ফেলা হলো সবার চোখের উপর!

পাশাপাশি চললো কলজে-ছেঁড়া ভাষায় গালিগালাজ ও অশ্রাব্য কটু কথা! উম্মে জামিলের মতো যে সব নারী এ কাজে দক্ষ তারা সবাই মাঠে নেমে এলো! ঈমান-আনা বাড়ির সামনে ঝরতে লাগলো গালিবর্ষণ, মুষলধারে—অঝোরধারায়!

এখন মক্কায় ঈমান-আনা কোনো মানুষ মানে—তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো! হোক সে নিকটাত্মীয় কিংবা সুহৃদ বন্ধু! নইলে কাফিরদের সতর্ক দৃষ্টি থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই! আর একবার এ-অপরাধে কেউ ধরা পড়লে তার আর রক্ষে নেই! নিষ্ঠুরতার তুফান বইয়ে দেয়া হবে!

এই ঝড়ের মাঝেই খাদিজা অবিচলতা-দৃঢ়তা-বীরত্বপূর্ণ সহনশীলতায় বুক বেঁধে কাজ করে যাচ্ছিলেন! ইসলামের জন্যে মন-প্রাণ উজাড় করে কাজ করে যাচ্ছিলেন! নির্যাতিত নিপীড়িত সাহাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে—দিয়ে যাচ্ছিলেন হৃদয়-শীতল সান্ত্বনা! খাদিজা যেনো ওদের যখমে মলম! সংকটে সমাধান! খাদিজার ধনাগার এদের জন্যে খোলা! তাঁর দানের হাত অবারিত! শুধু ঈমান আনার 'অপরাধে' নিপীড়িত দাস-গোলামদের কিনে কিনে তিনি মুক্ত করে দিচ্ছিলেন! এদের যখন যা প্রয়োজন হয়েছে—হচ্ছে, হাত খুলে তিনি তা-ই দিয়ে যাচ্ছিলেন! কুরাইশের আরোপ করা—'বাণিজ্য ও অর্থ-অবরোধ' তিনি এভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছিলেন! কোনো বাধাই তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না! তিনি প্রায়ই দেখেন, তাঁর বাড়ির বাইরে কিছু লোক গালিগালাজ করছে! কখনো-বা পাথর ছুঁড়ে মারছে, তিনি তাতেও দমছেন না! প্রতিশোধও নিচ্ছেন না! শুধু ধৈর্যে বুক বেঁধে নিজের করণীয় করে যাচ্ছেন! কে কী করলো—সে দিকে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই! রাসূলের পেছনে পেছনে দুষ্কৃতিকারীদের দেখেও তিনি ফুঁসে উঠছেন না! রাসূল গৃহে এলে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন সুহাসিতে ভালোবাসা ছড়িয়ে! সে হাসিতে, সে মায়াভরা মুখাবয়বে চোখ পড়লেই দূর হয়ে যায় দাওয়াতের ময়দানে মুখোমুখি-হওয়া স-ব কষ্ট-যাতনা-দুর্ভোগ! মুছে যায় স-ব দুর্ব্যবহার-দুরাচারিতার গ্লানি!

খাদিজা যেনো দুঃখ-মোছার পরশপাথর!

খাদিজা! খাদিজ! আপনি সত্যি পরশপাথর!

❄❄❄

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন এই জালিমদের কবল থেকে প্রিয় সাহাবীদের মুক্ত করতে হবে! রক্ষা করতে হবে! কিন্তু এখানে থেকে কী করে সম্ভব? নাহ, এখান থেকে 'পালাতে' হবে! হিজরত করতে হবে—কোনো নিরাপদ ঠিকানায়! হাবশার কথাই তাঁর মাথায় এলো! তিনি সাহাবীদের হাবশায় চলে যেতে বললেন! খাদিজা এ-সিদ্ধান্তে খুশি হলেন! তিনি হাবশাগামী কাফেলাকে সফরের জন্যে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা করলেন! খাদিজার আনন্দ আরও বেড়ে গেলো, যখন জামাতা উসমান ইবনে আফফানও রোকাইয়াকে নিয়ে হিজরত করবেন বলে জানালেন! খাদিজা তাঁকে বললেন :

-উসমান! আল্লাহ বরকত দান করুন, তোমার মাঝে! রোকাইয়ার মাঝে! হ্যাঁ.. তোমরা যাও! আমরা এখানেই আছি, আল্লাহর ফায়সালা না-আসা পর্যন্ত!

রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে হাবশাগামী কাফেলা এগিয়ে চললো মক্কা ছেড়ে, দীন নিয়ে, দীনের ভালোবাসা বুকে নিয়ে! রাসূলের ভালোবাসাকে পুঁজি বানিয়ে! খাদিজার প্রতি হাজারো কৃতজ্ঞতার বাণী উচ্চারণ করতে করতে!

খাদিজা বিদায়কালে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন, অনেক দু'আ করলেন! কপালে এঁকে দিলেন স্নেহময়ী মায়ের চুমুচিহ্ন! খাদিজা সবার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাকিয়েই রইলেন, যতোক্ষণ দেখা যায় ততোক্ষণ! একসময় কাফেলা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। অন্ধকারে মিশে গেলো। খাদিজা ফিরে এলেন গৃহে! মনটা ভার ভার। চোখটাও ভেজা ভেজা! শুধু রোকাইয়া উসমানের জন্যে না—সবার জন্যে! সবাই তো তাঁর সন্তান! তিনি-যে উম্মুল মু'মিনীন!
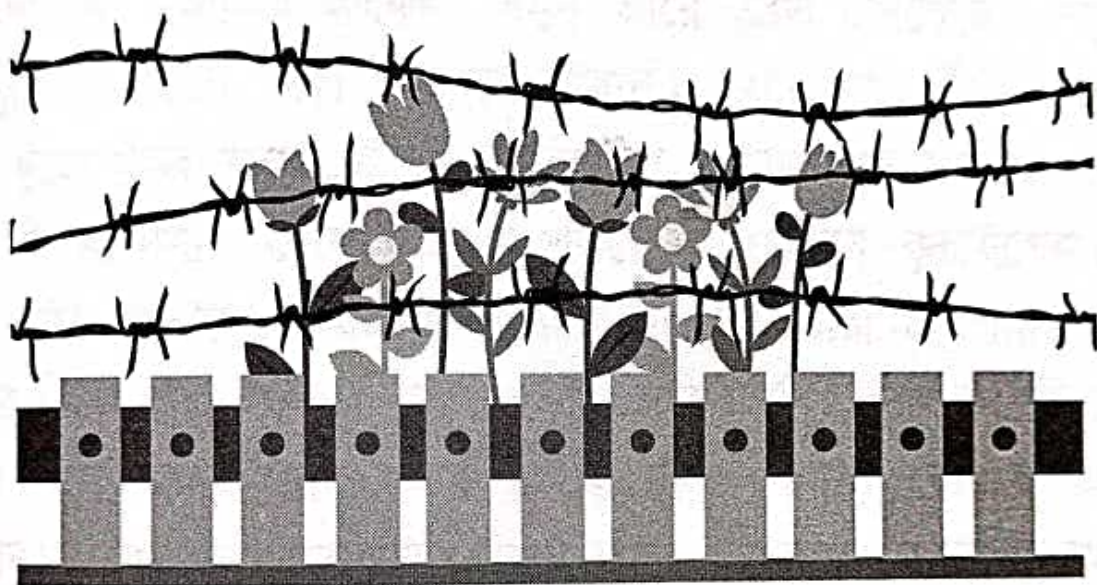
বিশ

এবার অবরোধ

হাবশাগামী মুহাজির-কাফেলা সমুদ্র তীরে এসে পৌঁছেছে। সমুদ্রের বুকে খুঁজে ফিরছেন তাঁরা কোনো নৌযান। চোখে-মুখে ভীতির ছায়া। তাঁদের খুঁজে খুঁজে যেকোনো মুহূর্তে কুরাইশ এখানে চলে আসতে পারে। সামনে বিশাল সমুদ্র। নৌযান নজরে পড়ছে না! পেছনে কুরাইশের ধেয়ে আসার তীব্র আশঙ্কা! নবীজীর নির্দেশে যাচ্ছেন তাঁরা হাবশায়! সবাই আল্লাহর দিকে রুজু হলেন! আল্লাহর কী মেহেরবানি! হঠাৎ করেই যেনো সমুদ্রের নীল জলরাশির ভেতর থেকে দুটি নৌযান বেরিয়ে এলো! মুসলমানদের কাতর আবেদনে নৌযান তীরে ভিড়লো। মাথাপিছু অর্ধেক দিনারে ওরা নিতে রাজি হলে সবাই আরোহণ করলেন! একটু পরই সমুদ্রের গভীর জলরাশি কেটে কেটে ছুটে চললো হাবশাগামী জাহাজ।

কুরাইশরা একটু দেরি হলেও খবর জেনে ফেললো। এভাবে রাতের আঁধারে মুসলমানদের চলে যাওয়াটাকে তারা বিপজ্জনক মনে করলো। দ্রুত তারা সমুদ্রের দিকে লোক পাঠালো, সবাইকে ধরে আনতে! কিন্তু সমুদ্রের তীরে মুহাজির-কাফেলার কোনো চিহ্নও তারা খুঁজে পেলো না, চোখের সামনে শুধু পানি আর পানি! অগত্যা তারা ফিরে এলো, বুকের ভেতর আগুন নিয়ে! সে আগুনে ভেতরটা বুঝি পুড়েই যায়! সবাই এবার একসঙ্গে বসে সে আগুন ঝাড়তে লাগলো :

-কিসের আর অপেক্ষা? কিছু করার সময় কি এখনো হয় নি?

কেউ বললো :

-চলো, মুহাম্মদকে 'শেষ' করে দিই!

অন্যরা বললো :

-খাদিজা আর আবু তালিবকে শেষ করতে হবে আগে!

অন্য আরেকজন বললো :

-শুধু এদের কয়েকজনকে না, পুরো বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবকেই শেষ করে দিতে হবে!

শেষে সবাই একমত হলো মুসলমানদের তারা অবরুদ্ধ করে রাখবে, কোনো খাবার তাদের কাছে পৌঁছতে দেবে না! মুহাম্মদকে সহযোগিতা বন্ধ না-করা পর্যন্ত এ-অবরোধ চলবে! হয় তারা ক্ষুধায় মরবে নয় মুহাম্মদের সঙ্গ ছাড়বে! এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই!

একটা চামড়ার টুকরোয় কিছু অনৈতিক ও অন্যায় কথা লিখে কা'বার দেয়ালে টানিয়ে দিলো ওরা। সবাইকে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার কঠোর নির্দেশ দিলো। ওদের লেখা কথাগুলো ছিলো অমানবিকতায় ভরা। নির্দয়তায় ঠাসা। সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কালো চিন্তায় কুৎসিত। কয়েকটি শর্তের নমুনা—

- এখন থেকে মুসলমানদের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।
- তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ।
- তাদের সাথে বিবাহ-শাদী নিষিদ্ধ।
- কোনো রকম লেনদেনও চলবে না।

❊❊❊

এই অমানবিক নির্দয় কুরাইশী সিদ্ধান্তকে সামনে নিয়ে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব একত্রিত হলেন নিজেদের করণীয় ঠিক করতে। পরামর্শ হলো। সিদ্ধান্তও হলো। কুরাইশের এই অন্যায় অবরোধ ও অযৌক্তিক চুক্তি কিছুতেই মানা যায় না। সবাই থাকবেন প্রিয় মুহাম্মদের পাশেই। সে জন্যে জীবন দিতে হলে সবাই জীবনই বিলিয়ে দেবেন!

এরপর সবাই গিয়ে প্রবেশ করলেন একটা পাহাড়-বেষ্টিত উপত্যকায়। এটাই ভালো জায়গা। এখানে তাঁরা সবাই এক সঙ্গে থাকবেন। সুখ-দুঃখ

ভাগ করে নেবেন। দূরে পড়ে থাক মক্কার সব ষড়যন্ত্র। খাদিজা এ-অভিযানে পিছিয়ে থাকলেন না। সবার সাথে শরীক হলেন। তিনিও এলেন হৃদয়ের সব কোমলতা নিয়ে এ দুর্গম গিরিময় উপত্যকায়! সাথে নিতে ভুললেন না—কিছু মাল কিছু 'যাদ'—উপায়-উপকরণ! কুরাইশের নিষ্ঠুর অবরোধে এসব কাজে লাগবে!

এদিকে কুরাইশ অবরোধকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তোলার জন্যে যা যা করা দরকার সবই করতে লাগলো। যেমন তারা বাজারে গিয়ে গিয়ে ভিনদেশি বণিকদের কাছে ঘুরঘুর করতো। মুহাম্মদ সাল্লালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো অনুসারী কিছু কিনতে এসে যখন মূল্য বলতেন—দরদাম করতেন, তখন ওদের কেউ এগিয়ে এসে দ্বিগুণ মূল্য হাঁকিয়ে বসতো। সাহাবী তখন মূল্য বাড়িয়ে কিনতে চাইলে আবার ওই লোকটা বেশি মূল্য বলে বাধা সৃষ্টি করতো। এভাবে চলতে থাকতো। শেষ পর্যন্ত সাহাবী হতাশ হয়ে চলে যেতেন। আর এরা তাঁকে লক্ষ করে বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়তো।

আবু লাহাব ও উম্মে জামিল বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিবের সাথে এখানে আসে নি। হিংসা ও বিদ্বেষ রাসূলের সাথে নিকটাত্মীয়তার কথা তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে। বরং রাসূলের ক্ষতি করাই এখন তাদের লক্ষ। আবু লাহাব বাজারে বাজারে ঘুরতো আর চিৎকার করে করে বলতো—কেউ যেনো মুহাম্মদের কাছে—তার অনুসারীদের কাছে কিচ্ছু বিক্রি না করে! এতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে-ই তার ক্ষতিপূরণ দেবে।

কুরাইশ যখন এভাবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর রাসূল এবং অন্য সবাইকে ক্ষুধায় মারতে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘাঁটিতে খাদ্যঘাটতি তারপর খাদ্যসংকট দেখা দিলো। এবং এ সংকট বাড়তে বাড়তে ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। একসময় যার কাছে যা ছিলো স-বই শেষ হয়ে গেলো! এদিকে বাইরে থেকে কিনে আনার পথও প্রায় বন্ধ! বয়স্ক নারী-পুরুষেরা কষ্টে কষ্টে দিন কাটাতে পারলেও শিশুদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠলো! এ শিশুকান্না বন্ধ করারও কোনো উপায় নেই! ক্ষুধার রাজ্যে ওরা অবুঝ! মানে না কোনো সান্ত্বনা! শোনে না কোনো

বকুনি! কানেই তোলে না কান্না-থামানো কোনো ভয়বাণী! আহা! ওদের কান্নায় পাথরও বুঝি গলে যায়! গলে না শুধু কুরাইশ জালিমদের মন! অথচ ঘাটি ভেদ করে এ কান্না তাদের কানেও 'আছড়ে পড়ছিলো'!

❋❋❋

এ অমানবিক অবরোধে কেমন ছিলেন মহীয়সী খাদিজা? ধৈর্যে অবিচল! সবরে 'মেওয়া ফল'! পাশাপাশি বিলিয়ে যাচ্ছিলেন নিজের ধন-দৌলত ও সম্পদ-সহযোগিতা! এখানেও খাদিজার মৃদু হাসিটি হারিয়ে যায় নি! সব সময় তা তাঁর মুখে দ্যোতিত! দ্যুতি ছড়ায় তা সবার মনে! বিশেষত প্রিয় নবীর মনে! এখানেও সংকট যতো বাড়ে খাদিজার হাসিটিও ততো পুষ্পময় হয়—অনাবিলতায় জ্যোতির্ময় হয়! কেনো? কেনো এমন হয়? কেননা, খাদিজা বিশ্বাস করেন—এই-যে দীনের জন্যে এতো কষ্ট, এ-সবের বদলা মিলবে আল্লাহর কাছে, মহাবদলা! দুঃখে-কষ্টে হা-হুতাশে কেনো নষ্ট হবে সেই মহাবদলা?! তাই গিরিসংকটে বসে অবরোধের মুখেও তাঁর মুখে অমন করে ফোটে—পুষ্পের হাসি!!

খাদিজা ছিলেন কুরাইশ থেকে বেশ দূরে—সেই পাহাড়ের ঘাটিতে। তবুও কুরাইশ খাদিজাকে ভয় পাচ্ছিলো। খাদিজা কোন সময় কী পরিকল্পনা করে বসেন—বলা যায় না! খাদিজার পরিকল্পনা যেমন বুদ্ধিদীপ্ত তেমনি সুদূরপ্রসারী! তাই খাদিজাকে কুরাইশ ভীষণ ভয় পায়! খাদিজার পরিকল্পনাকেও তারা মারাত্মক ভয় পায়! এ জন্যে তারা অবরোধকে নিশ্ছিদ্র করার পাঁয়তারা চালাচ্ছিলো। বাইরের কেউ যেনো খাদিজার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করতে না-পারে সে ব্যাপারেও তারা ছিলো সীমাহীন সতর্ক। একসময় তাদের মনে হলো, তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু কিছু খাবার কেউ কেউ পৌঁছে দিচ্ছে! ঘাঁটিতে বসে খাদিজাই যে এ-আয়োজন করছেন গোপনে গোপনে, এতে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। সুতরাং পাহারা আরও মজবুত করা হলো। সতর্কতা আরও বাড়ানো হলো। অবরোধের সবকিছুই দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করছিলো আবু জেহেল। সে এ ব্যাপারে আরও অনেক সতর্ক হয়ে উঠলো।

এক রাতে আবু জেহেল দেখতে পেলো এক গোলাম গমের বস্তা নিয়ে যাচ্ছে ঘাঁটির দিকে। পেছনে পেছনে যাচ্ছে খাদিজার ভাইপো হাকিম ইবনে হিযাম! আবু জেহেল সামনে বেড়ে ওই গোলামকে ধরে ফেললো! তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো :

-আমরা কি বনু হাশেমকে বয়কট করে চলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই নি? যে পর্যন্ত না ওরা ইসলাম ত্যাগ করবে কিংবা ক্ষুধায় মারা যাবে?! কেনো তুমি খাবার নিয়ে যাচ্ছো? কেনো তুমি চুক্তি ভাঙছো?

গোলাম তখন তাচ্ছিল্যভরে বললো :

-আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি না! আমি ঋণ আদায় করতে যাচ্ছি! খাদিজা আমার কাছে এটা পায়! মানুষ মানুষের ঋণ পরিশোধ করবে—সেটা তোমরা করতে দেবে না?!

আবু জেহেল তখন রাগে-ক্ষোভে চিৎকার করে উঠলো এই বলে :

-খাদিজা! সবখানে খাদিজা! খাদিজাকে আর ছাড় দেয়া যায় না, তাকে এবং তার খান্দানকে শেষ করে দিতে হবে!

আবু জেহেল হনহন করে ছুটে গেলো কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে ঘটনা জানাতে এবং এবং খাদিজার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফায়সালায় আসতে। সব শুনে কুরাইশ ভাবতেও শুরু করলো। কিন্তু কে কী করবে খাদিজার? আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

আল্লাহর ইচ্ছা হলো—এ অবরোধ ভাঙবে!
আল্লাহর ইচ্ছা হলো—এ অবরোধ ব্যর্থ হবে!
আল্লাহর ইচ্ছা হলো—ইসলাম থাকবে!
'আবু জেহেল' থাকবে না!
'আবু লাহাব' থাকবে না!
আল্লাহর ইচ্ছেয় বাধা দেবে—কে?!

❄❄❄

অবরোধের সময়টা একেবারে কম ছিলো না—তিন বছর! এ তিন বছরে খাদিজা যেমন জানের কুরবানি করেছেন তেমনি মালেরও কুরবানি

করেছেন! অর্থ-সম্পদ যা ছিলো তাঁর—সব বিলিয়ে দিলেন তিনি নবীজীর মায়ায় .. আল্লাহর ভালোবাসায়!

দানের মহিমায় এমন করে 'হারিয়ে যেতে' কোন ইতিহাস কোন নারীকে কোথায় দেখেছে—আমাদের মহীয়সী এই খাদিজা ছাড়া?! অবরোধের কঠিন দিনগুলোতে তিনি নিজে তো ছিলেনই অটল-অবিচল, পাশাপাশি নারীকে যুগিয়েছেন অবিচলতার সাহস আর পুরুষকে দিয়েছেন লড়াই করার শক্তি!

আল্লাহর ইচ্ছায় অবরোধ শেষ হলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে .. স্বগোত্রকে নিয়ে .. খাদিজাকে নিয়ে ফিরে এলেন। খাদিজা এ অবরোধে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো তাঁর মানসিক বল। গৃহে এসে খাদিজা ভাবতে লাগলেন—কুরাইশ এখন কী করতে পারে, নতুন করে? ওদের 'তূণীরে' আছে কি অন্য কোনো তীর? হ্যাঁ .. একটা তীর এখনো আছে! সর্বশেষ তীর!! খাদিজা চিৎকার করে উঠলেন:

-অসম্ভব! ওরা কিছুতেই তাঁকে হত্যা করতে পারবে না! না, কিছুতেই না!! আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন! অবশ্যই রক্ষা করবেন!

একুশ

শেষ তীর

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর খাদিজা গৃহে ফিরে এলেন। তাঁর আগমনে গৃহ-আঙিনা আবার প্রাণ ফিরে পেলো। এতোদিন বাড়িটি যেনো আঁধারে আচ্ছন্ন ছিলো, এখন আবার কী সুন্দর ঝলমলিয়ে উঠেছে। খাদিজার বান্ধবী ও সখীরা ছুটে এলেন খাদিজাকে অভিনন্দন জানাতে, নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে। ছুটে এলো আরও কতো নারী, খাদিজার অনুগ্রহের বৃষ্টিতে ছিলো যাদের নিত্য অবগাহন। সবার চোখে অশ্রু, আনন্দের 'বন্যা'! সবার বুকে ক্ষোভ, কাফির মুশরিকদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ!

খাদিজার গৃহে সাহাবায়ে কেরামও আসছেন দলে দলে। তাঁর বাড়ির এখানে ওখানে গুঞ্জরিত হচ্ছে কুরআনের তিলাওয়াত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করছেন। সাহাবীরাও তিলাওয়াত করছেন, কোথাও একা একা, কোথাও দলবদ্ধ হয়ে। না, এখন আর মুসলমানেরা গোপনে দাওয়াত দিচ্ছেন না কিংবা ইবাদত-বন্দেগি করছেন না। এখন সবই হচ্ছে প্রকাশ্যে, কাফির মুশরিকদের চোখের উপরে। এখন বীর উমর যেমন ইসলাম কবুল করেছেন তেমনি মহাবীর হামযাও ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। এ বীরদের ইসলাম গ্রহণে ইসলাম এখন বীরপুষ্ট। শক্তিশালী।

কাফির মুশরিকদের আরোপিত অবরোধ ব্যর্থ। ওরা এ জন্যে ভেতরে ভেতরে কেবল গড়গড় করছিলো—ফুঁসছিলো। ওরা চেয়েছিলো অবরোধে সবাইকে শেষ করে দেবে। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের ক্ষুধা-মৃত্যুর নিচে চাপা দেবে। কিন্তু কিছুই হলো না, আল্লাহর

ইচ্ছায় অবরোধ ভেঙে গেছে। ব্যর্থ হয়ে গেছে। অবরোধের নিষ্ঠুর কালো দিনগুলোকে পেছনে ফেলে .. আত্মত্যাগের বিরল মহিমায় ভাস্বর হয়ে ফিরে এসেছেন সবাই। এখন সারা আরবে তাদের কথা আলোচনা হচ্ছে। অনেকেই আশ্চর্য হয়েছে। মুগ্ধ হয়েছে। বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ আছেন মুহাম্মদের সাথে। ফলে অনেকেই ঝুঁকে পড়তে লাগলো ইসলামের দিকে। আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে ঘোষণা করতে লাগলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! বাড়তে লাগলো এভাবে দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা।

খাদিজা আবারো নজর দিলেন তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে। তাঁর কাছে এসে ভিড় করতে লাগলো কাজের লোকেরা। জমে উঠলো আগের মতোই আবারও বেচাকেনা। এদিকে ইসলামের জয়যাত্রায়—উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধিতে তিনি ভীষণ খুশি। কাফির মুশরিকদের শত বাধার সামনেও ইসলামের এ-আলোর যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে না। আল হামদুলিল্লাহ!

❄❄❄

খাদিজার বাড়ির দিকে চোখ পড়লেই মক্কার সরদারদের চোখে হিংসা জ্বলে-জ্বলে উঠতো। ওরা চাইতো—খাদিজার বাড়িটা শেষ করে দেয়া যেতো যদি! আবু লাহাব আর উম্মে জামিল দেখতো খাদিজার বাড়িতে মুসলমানেরা এই আসছে এই যাচ্ছে, বিরতিহীন। সারাক্ষণ কী গমগম করে বাড়িটা। উম্মে জামিল এসব দেখে আর জ্বলে। ওরা সবাই এ দৃশ্য দেখে আর জ্বলে। জ্বলতেই থাকে। ওদের জ্বলার যেনো শেষ নেই। ওদের ক্ষোভের যেনো সীমা নেই। ওদের পোড়ারও যেনো কোনো শেষ নেই। ওদের হৃদয় জ্বলে। ওদের চোখ জ্বলে। আগুন-জ্বলা হৃদয় ও চোখ নিয়ে কেমনে তারা ঘুমোবে? যখন বিছানায় শুতে যেতো শুতে পারতো না, হিংসা ও ক্ষোভের এ আগুন ওদের রাতের ঘুম চোখের ঘুম—সব কেড়ে নিতো। বিশেষত যখন খাদিজার গৃহ থেকে কুরআনের সুর ভেসে আসতো, সাহাবীদের কথা শোনা যেতো তখন ওদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতো, হিংসার আগুন যেনো চোখ বেয়ে বেয়ে পড়তো।

নাকি বিষাক্ত তীর এসে এদের বুকে বিঁধতো? তখন বিছানা ছেড়ে তারা উঠে আসতো বাড়ির ছাদে, তাকিয়ে থাকতো খাদিজার বাড়ির দিকে হিংসাভরা দৃষ্টিতে, ক্ষোভের উপর ক্ষোভ নিয়ে। তাদের কটমট দৃষ্টি যেনো বলতো—খাদিজারে খাদিজা! সইতে আর পারি না! কবে যে তুই মরবি জানি না!

❄❄❄

এক রাতে খাদিজার ঘরে ফজর তক কেউ ঘুমোলো না। ওদিকে আবু লাহাবের বাড়িরও একই অবস্থা, সে রাতে কেউ ঘুমায় নি। সকাল হতেই আবু লাহাব ছুটে গেলো কুরাইশের মজলিসে। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগলো :

-হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আর কতো সইতে হবে? সহ্যের একটা সীমা আছে! সে সীমা অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে!

আবু লাহাবের অগ্নি-উত্তেজনাকে কেউ একজন থামাতে চাইলো। আবু লাহাব তখন আরও জ্বলে উঠলো :

-তুমি যদি খাদিজার প্রতিবেশী হতে তাহলে বুঝতে কী জ্বালায় জ্বলছি আমি! ও বাড়িটার দিকে তাকালেই তুমি দেখতে পাবে মুহাম্মদের ধর্মটা কেমন তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে! এরপরও কি তুমি বলবে আরও ধৈর্য ধরতে? ধৈর্যে ধৈর্যে বেলা অনেক হয়ে গেছে! আর ধৈর্য-ধৈর্য করলে এবার বেলাই ডুবে যাবে! তখন কেমন মজা হবে? বিষয়টা এখন এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে এখন গালিতে কাজ হবে না! নতুন কোনো অবরোধেও কাজ হবে না! বন্দি করলেও কোনো ফায়দা হবে না! এখন প্রয়োজন একটি, শুধু একটি! আর তা হলো—শেষ তীরের ব্যবহার!!

আরেকজন শান্তগলায় বললো :

-কিন্তু আবদুল উয্যা! মুহাম্মদ তো তোমার আপন ভাতিজা!

আবু লাহাব আবার জ্বলে উঠলো। নির্দয়তা-বাওয়া কণ্ঠে বললো :

-সে সম্পর্ক নেই! সব চুকেবুকে গেছে! না 'রক্তের বন্ধন' না আত্মীয়তার বন্ধন—কিছুই নেই!

আবু লাহাবের দৃষ্টি পড়লো আবু তালিবের উপর। তিনি সেখানেই বসা ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কটমট করে বললেন :

-আবু তালিবের সাথেও এখন থেকে আমার কোনো সম্পর্ক নেই! আবু তালিব মুহাম্মদের দলের! সুতরাং এখন ওদের বিরুদ্ধে যা করার করো, আমি ওদের পাশে নেই! থাকবোও না! নিভিয়ে দাও এ আগুন, যা বেড়েই চলেছে, দিনে দিনে! তোমরা কি লক্ষ করো নি, এ আগুন এখন মক্কার বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে! মুহাম্মদ তো এখন রীতিমতো ভিনদেশি কবিলা ও গোত্রের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে, তাদেরকে তার ধর্মের দিকে ডাকছে! আবু তালিব মুহাম্মদের এসব কর্মকাণ্ডকে বাধা তো দিচ্ছেই না, উল্টো সমর্থন করে যাচ্ছে! মুহাম্মদ যা চায় আবু তালিবও তা-ই চায়! মুহাম্মদ যা বলে আবু তালিবও তা-ই বলে! আবু তালিব কি ওই ঘাঁটি পর্যন্তও মুহাম্মদের সঙ্গে যায় নি? বেছে নেয় নি কি মুহাম্মদের স্বার্থে নিজের জন্যে অবরোধ? সুতরাং আবু তালিবের কাছ থেকে কিছুই আশা করা যায় না! অবশ্য সবচেয়ে বড় সমস্যাটা এখন আবু তালিবও না! এইমুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, খাদিজা ও খাদিজার মাল-দৌলত!

একটু চুপ থাকার পর আবু লাহাব রাগে গড়গড় করতে করতে বললো :

-খাদিজার পুরা খানদানই মুহাম্মদের পাশে! এমনকি যারা ইসলাম কবুল করে নি তারাও মুহাম্মদের পাশে! খাদিজার বোন হালা ও তার ছেলের খবর কি তোমরা রাখো? মুসলমান না হয়েও তারা মুহাম্মদকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে! খাদিজার গৃহই তাদের গৃহ! এর আগেও এ খানদানের কেউ কেউ রাতের আঁধারে পাহাড়ের ঘাঁটিতে খাবার নিয়ে গেছে! আমাদের পরিকল্পনা নষ্ট করে দেয়ার চেষ্টা করেছে! খাদিজার ভাইদের ছেলে-মেয়েরাও একে একে ইসলাম কবুল করে চলেছে!

আরেকবার থামলো আবু লাহাব। তারপর আরও অগ্নিময় হয়ে বললো :

-খাদিজার পরিবারের কেউ কেউ বাহ্যত ইসলামবিরোধিতা করলেও কে বলবে এরা খাদিজার চর নয়? চর না হলেও কে বলবে এরা ইসলাম গ্রহণের চিন্তা করছে না? না, এদের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না!

এরপর আবু লাহাব জমিনে জোরে একটা থাপ্পর মেরে বললো :

-খাদিজাকে দিয়েই শুরু করতে হবে! খাদিজাকেই আগে ধরতে হবে! খাদিজার পর আমাদের জন্যে সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে!

একজন বললো :

-আবু তালিবকে দিয়ে শুরু করলে?

আবু লাহাব এ-কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলো। বললো :

-আমি আমার মত জানিয়ে দিলাম! এখন তোমরা যাকে চাও তাকে দিয়েই শুরু করো! কিন্তু ঘুমিয়ে থেকো না! বিষয়টা খুবই মারাত্মক! একদিনের কাজ পেছানো মানে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া! আমরা পিছিয়ে গেলে মুহাম্মদের বিজয় আর ঠেকানো যাবে না! পরাজয়ই হবে আমাদের 'ললাট-লিখন'!

শেষে সিদ্ধান্ত হলো, আবু তালিবকে দিয়েই শুরু হবে! একজন বললো :

-আবু তালিবকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও! বেচারা এখন জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছে, প্রচণ্ড অসুস্থ!

পরে তারা ঠিক করলো, আবু তালিবকে মুহাম্মদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে আসবে। হয় আবু তালিব মুহাম্মদকে নতুন দাওয়াত বন্ধ করতে রাজি করাবে নয় মুহাম্মদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। যদি একটাতেও আবু তালিব রাজি না হয়, তাহলে আবু তালিব ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হবে!

❋❋❋

এরপর কুরাইশ গেলো আবু তালিবের কাছে। গিয়ে তাকে জানিয়ে দিলো তাদের বক্তব্য— সাফ সাফ। কিন্ত ফল যা আশা করা হয়েছিলো

তার কিছুই হলো না! আবু তালিব তাদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিলেন! আল্লাহর রাসূল সে সময় প্রিয় চাচা আবু তালিবের কাছেই অবস্থান করছিলেন। তাই কাফির মুশরিকদের বক্তব্য যেমন শুনেছেন তেমনি দেখেছেন তাদের চোখে নিষ্ঠুরতা ও জিঘাংসার ছায়া! ওরা চলে গেলে আল্লাহর রাসূলও বেরিয়ে পড়লেন এবং গৃহে এসে খাদিজার পাশে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। খাদিজা আগের মতোই—সব সময়ের মতোই মৃদু হেসে বললেন :

-আল্লাহর রাসূল! কী ব্যাপার, আপনাকে-যে বিচলিত দেখাচ্ছে?!

আল্লাহর রাসূল উদ্বেগভরা কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! চাচাজান আবু তালিবের অবস্থা ভালো না! কাফিররা তাঁর মওতের ইন্তিজার (অপেক্ষা) করছে! তারপর সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে!

খাদিজা প্রিয় মুহাম্মদের দিকে আলো-ঝলমলে চেহারা নিয়ে তাকালেন! তারপর মিষ্টি করে হাসলেন! তারপর কোমল করে বললেন :

-আল্লাহর রাসূল! বিচলিত হবেন না! হকের উপর বাতিল বিজয়ী হতে পারে না! ওরা যা করতে চাচ্ছে তা কিছুতেই করতে পারবে না। আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না! আবু তালিব যদি চলে যান, কোনো চিন্তা নেই! আবু তালিবের 'রব' তো আছেন!! তিনি আবু তালিবের চেয়ে এবং ওদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী! অনেক!

খাদিজার আস্থাভরা কণ্ঠের দৃঢ় সান্ত্বনায় আল্লাহর রাসূল আশ্বস্ত হলেন। দূর হয়ে গেলো তাঁর বিচলন। কিন্তু বসা থেকে না-উঠতেই এলো চাচাজানের মৃত্যুসংবাদ! আল্লাহর রাসূলের মুখ থেকে একটু আগের হাসিটি মিলিয়ে গেলো! মুখাবয়বের ভাঁজে ভাঁজে পিতৃব্য-বিয়োগ-বেদনার ছাপ ফুটে ফুটে উঠতে লাগলো! তাঁর সান্ত্বনা-দুর্গের একটি বড় স্তম্ভ কি আজ ভেঙে পড়লো? তাই তো মনে হয়!

আল্লাহর রাসূল দ্রুত বেরিয়ে গেলেন! যেতে যেতে খাদিজাকে বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! তুমি ছাড়া আর কেউ-যে রইলো না!

আল্লাহর রাসূল খাদিজার দীর্ঘ জীবন কামনা করে দু'আ করতে লাগলেন।

❄❄❄

প্রিয় চাচাকে শেষ বিদায় জানিয়ে আল্লাহর রাসূল ফিরে এলেন গৃহে, খাদিজার কাছে। খাদিজার টানে। সামনে যে দাঁত খিঁচিয়ে কুরাইশ তাঁর অনিষ্ট সাধনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং এ জন্যে সব অস্ত্র ব্যবহার করবে—তাতে আর সন্দেহ রইলো না। ওদের চেহারায় কী কদর্যভাবে ভাসছে অপরের বিপদে উল্লসিত হওয়ার অপচ্ছায়া! ওই ছায়াটা যেনো বলছে—

-তোমার সাহায্যকারীর মৃত্যু ঘটেছে হে মুহাম্মদ! এখন আছে শুধু খাদিজা! তোমার প্রতিরোধ-দুর্গের এ-শেষ দেয়ালটাও ভেঙে দেবো আমরা! তুমি আমাদের হাতে এসে পড়বে যেমন করে পাখি এসে পড়ে ফাঁদে!

❄❄❄

আশঙ্কা অমূলক ছিলো না! আবু তালিবের মৃত্যুর পর পরই শুরু হয়ে গেলো নিষ্ঠুরতার তুফান! বর্বরতার ঝড়! নির্দয়তার দাঁত-খিঁচানি! ত্যাগ ও কুরবানির অস্ত্র দিয়ে .. ধৈর্য ও সহনশীলতার বর্ম দিয়ে আল্লাহর রাসূল কুরাইশকে মুকাবিলা করে যেতে লাগলেন। এ লড়াইয়ে খাদিজা তাঁর পাশে। কুরাইশের অনিষ্ট থেকে তাঁকে বাঁচাতে তিনি মরিয়া, বদ্ধপরিকর।

দিন যায় দিন আসে। এই একমুখী লড়াইয়ের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। ভয়াবহ আকার ধারণ করে! নিষ্ঠুরতার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পৌঁছে যায় কুরাইশ সেখানে, যেখানে পৌঁছলে খাদিজা থাকবে না মুহাম্মদের পাশে! মুহাম্মদ হবে তখন একা, শুধু একা! তখনই হবে লড়াই, আসল লড়াই!

এটাই নিয়ম। বাতিলের দাপটকালটা ভীষণ ভয়াবহ হয়। মনে হয় হক বুঝি পরাজিতই হয়ে গেলো। সত্যের পতাকা বুঝি জমিনে লুটিয়েই পড়লো। এখানে কুরাইশের বর্তমান আচরণে মনে হচ্ছিলো—ওরা বুঝি এবার জিতেই যাবে। ইসলাম ও ইসলামের নবীকে 'শেষ'ই করে দেবে। কিন্তু ওরা জানে না, গভীর অন্ধকারের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে আলো।
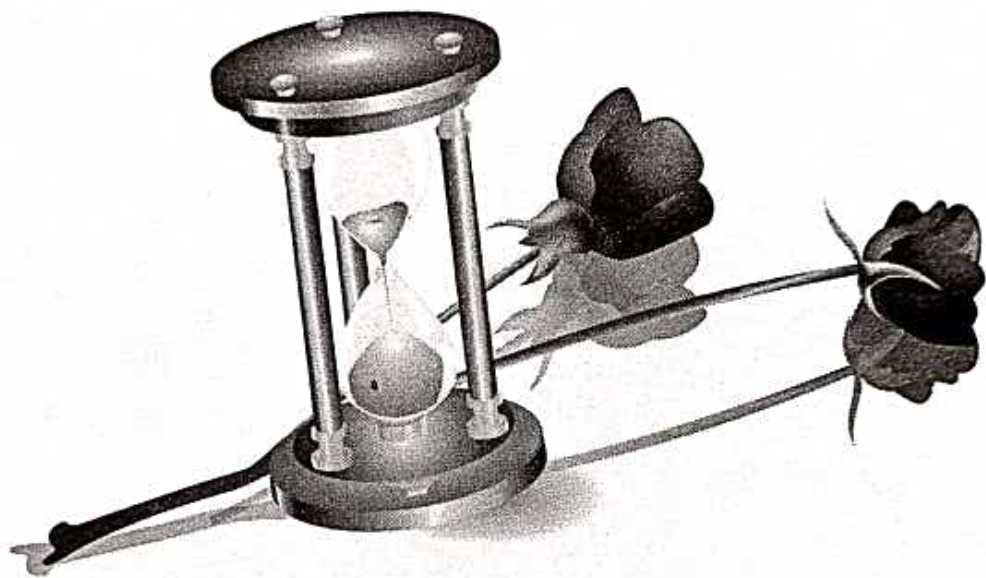
বাইশ

বিদায়

খাদিজা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ক্রমেই শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁকে কখন কীভাবে সহযোগিতা করা যায়—এই হয়ে উঠলো খাদিজার সার্বক্ষণিক চিন্তা। বয়স যদিও এখন তাঁর অনেক—পঁয়ষট্টি ছুঁইছুঁই হয়ে গেছে, তবু ঈমানের বলে হৃদয়টা তাঁর চিরসবুজ! সজীবতায় চিরআন্দোলিত!

আল্লাহর রাসূলের তামান্না—খাদিজা দীর্ঘজীবি হোন! সে দিন পর্যন্ত খাদিজা বেঁচে থাকুন যেদিন আল্লাহর সাহায্যে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবে! ইসলামের সূর্য আলোকিত করবে দুনিয়ার দিক-দিগন্ত। দূর করে দেবে সকল কালো। আহা, খাদিজা! ইসলামের জন্যে .. ইসলামের নবীর জন্যে নিজের জান-জীবন—সব উৎসর্গ করে দিয়েছেন! যখনই আল্লাহর রাসূল এবং সাহাবীদের উপর জুলুম হয় তখন সবার আগে কে ব্যথা পায়? খাদিজা! আল্লাহর রাসূলের কষ্ট যেনো খাদিজার নিজেরই কষ্ট! সাহাবীদের কষ্ট যেনো খাদিজার নিজেরই কষ্ট! মহীয়সী খাদিজার বয়স যতোই বাড়ছে ততোই তিনি প্রিয় মুহাম্মদকে কাছে অনুভব করছেন! তাঁর ভালোবাসার উত্তাপ অনুভব করছেন!

❋❋❋

একদিন আল্লাহর রাসূল ও খাদিজা রাতের গভীরে বসে বসে দু'আ করছিলেন .. কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। খাদিজা হঠাৎ তাঁর সারা শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করলেন! অনুভব করলেন আস্তে আস্তে

দেহটা নিস্তেজ হয়ে আসছে! তিনি আল্লাহর রাসূলের দিকে হাসিমুখে তাকালেন! মায়াবিকণ্ঠে বললেন:

-আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন! ওরা কিছুতেই আল্লাহর নূর—ইসলামকে নেভাতে পারবে না! আল্লাহ এ নূরকে পূর্ণতা দান করবেনই! তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেনই!

আল্লাহর রাসূল দেখলেন খাদিজাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে! তিনি খাদিজার হাতের তালু দেখলেন! ভীষণ গরম! উদ্বেগভরে বললেন :

-খাদিজা, তুমি তো অসুস্থ!

খাদিজা বললেন :

-কিছু না, শরীরটা গরম! ঠিক হয়ে যাবে!

আল্লাহর রাসূল খাদিজাকে ধরে উঠতে সাহায্য করলেন! তারপর বিছানায় শুইয়ে দিলেন! পাশে বসে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন! তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলেন! আল্লাহর কাছে তাঁর আরোগ্যের দু'আ করতে লাগলেন! আর খাদিজা কৃতজ্ঞতাভরা চোখে প্রিয় মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে রইলেন! তাঁর শোকর আদায় করতে লাগলেন! তাঁকেও একটু বিশ্রাম নিতে বললেন! আল্লাহর রাসূল তখন দয়া-ঝরানো কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! কেমন করে আমি তোমার হক আদায় করবো?! আমি ছিলাম নির্ধন! আল্লাহ তোমাকে দিয়ে আমার অভাব দূর করে দিয়েছেন! আমি ছিলাম ঝুঁকির মুখে, বিপদের দুয়ারে! তোমার গৃহে পেয়েছি সাহায্য ও সুরক্ষা! তুমি আমার কী-না ছিলে?! কখনো তুমি ছিলে মায়ের ভূমিকায়। কখনো বোনের ভূমিকায়। স্ত্রীর ভূমিকায় তুমি ছিলে আদর্শ, সফল!

❋❋❋

খাদিজার দেহে প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো! তাঁর চোখ ছলছল করছে। কিসের পানি? ব্যথার? মৃত্যুযন্ত্রণার? আল্লাহর রাসূল তাঁর দিকে তাকিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন :

-খাদিজা! কী হয়েছে তোমার? খুব কষ্ট হচ্ছে?! আল্লাহই তোমাকে দেখবেন! আল্লাহর দয়া অনেক বেশি!

খাদিজা আল্লাহর রাসূলের ব্যথা ও বিচলন দেখে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন :
-হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন! ওরা পারবে না কক্‌খনো আল্লাহর নূরকে নেভাতে! আল্লাহ তাঁর নূরকে নিভে যেতে দিতে পারেন না! অবশ্যই তিনি এ-নূরকে পূর্ণতা দান করবেন, করবেনই! মুশরিকরা না-চাইলেও করবেন!

খাদিজা একটু থামলেন! তারপর মিষ্টি করে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন :
-আমিও মনে-প্রাণে চাইছিলাম—ইসলামের মহাসূর্যটাকে চোখভরে দেখে যাবো! পৃথিবীর সকল অন্ধকার ছিন্নভিন্নকারী সে সূর্য! মক্কার সকল জুলুম-শোষণ-ত্রাসন নিঃশেষকারী সে সূর্য! ...

আল্লাহর রাসূল হেসে বললেন :
-খাদিজা! তুমি দেখে যাবে! অবশ্যই দেখে যাবে! এ বিপদ কেটে যাবে! তুমি আবার সুস্থ হবে! তোমার স্বপ্ন পূরণের পথে তুমি এগিয়ে যাবে!

আল্লাহর রাসূল কী যেনো ভেবে নিয়ে বললেন :
-আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে তুলবেন! আমাকে একা তিনি ছাড়বেন না!

খাদিজা আবারও আল্লাহর রাসূলকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন :
-আপনি একা হবেন কেনো হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আছেন আপনার সাথে! ওরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আল্লাহ ওদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবেন! ওদের কবল থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন! আপনি আছেন আল্লাহর আশ্রয়ে, ওদের সাধ্য কি এখানে পৌঁছে?
একটু নীরব থাকার পর খাদিজা বললেন :
-আল্লাহর রাসূল! আমার রব আমার জন্যে কী প্রস্তুত করে রেখেছেন? তিনি কি আমাকে কবুল করবেন? আমার প্রতি কি তিনি সন্তুষ্ট?

আল্লাহর নবী সোহাগভরে প্রিয় খাদিজার চোখ দু'টি বন্ধ করে দিলেন! খাদিজার অশ্রু ছলোছলো চোখ দেখতে তাঁর বুঝি কষ্ট হচ্ছিলো! তারপর কোমলকণ্ঠে বললেন :

-আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট! আল্লাহ তোমায় বদলা দেবেন! তুমি আশ্রয় দিয়েছো! তুমি সাহায্য করেছো! তুমি নিজের সবকিছু ব্যয় করেছো! তুমি আল্লাহর সাহায্যকারী! তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী! যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে আল্লাহ তাঁর জন্যে হয়ে যান! খাদিজা! তোমার জন্যে জান্নাতে থাকবে এমন প্রাসাদ, যার তলদেশ দিয়ে বইতে থাকবে ঝরনাধারা! সে প্রাসাদ হবে মোতির তৈরি! গোলাপে গোলাপে ছাওয়া! সেটিকে বেষ্টন করে রাখবে ফলের ভারে ভারে নুয়ে পড়া বৃক্ষশাখা! প্রবহমান ঝরনাধারা!!

তারপর আল্লাহর রাসূল খাদিজার মাথায় আবার ঠাণ্ডা পানি ঢাললেন! তারপর বললেন স্নেহভরে .. দরদভরে :

-জ্বর চলে যাবে! তুমি সুস্থ হবে! আবার তুমি তৎপর হয়ে উঠবে ইসলামের সেবায়! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে দুশমনকে খুশি করবেন না! কিছুতেই ওরা পারবে না দীনের আলো নেভাতে!

খাদিজা চোখ মেললেন! বড় বড় সেই চোখ! তারপর শঙ্কা মেশানো কণ্ঠে জানতে চাইলেন :

- কুরাইশের খবর কী!

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা খাদিজার এক মেয়ে অশ্রুভেজা কণ্ঠে জবাব দিলেন :

-মা! ওরা (তোমার মৃত্যুর) অপেক্ষা করছে!

ওর অশ্রু এবার বাঁধভাঙা কান্নায় রূপ নিলো! আল্লাহর রাসূল স্নেহভরে মেয়ের চোখ মুছে দিলেন! সান্ত্বনা দিলেন! খাদিজাকে ডাকলেন কথা বলতে! কিন্তু খাদিজার অসুখের তীব্রতা আরও বেড়ে গিয়েছিলো! আল্লাহর রাসূলের মুখে উদ্বেগের কালো ছায়া!

মেয়েদের মুখে উদ্বেগের কালো ছায়া!

সাহাবীদের মুখেও উদ্বেগের কালো ছায়া!

তাঁদের সবার মুখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—কেমন এখন তিনি? সেরে উঠবেন তো!

অসহায় দরিদ্রদের মুখেও গভীর শোকচ্ছায়া! খাদিজা না-থাকলে কেমন করে চলবে তাদের জীবনের চাকা?

আবু লাহাব ও উম্মে জামিল ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। খাদিজার গৃহ থেকে যে-ই বেরিয়ে আসছে তার কাছেই জানতে চাচ্ছে খাদিজার অবস্থা! কিন্তু জওয়াব মিলছিলো বড়ো রূঢ় ভাষায়! কেননা, ওদের প্রশ্নে ছিলো চাপা উচ্ছ্বাস! খাদিজার জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার উৎকট বাসনা! মক্কার সবাই জানতে চাচ্ছে খাদিজার অবস্থা। প্রিয়জনও, অপ্রিয়জনও। বৈঠকেও একই অবস্থা। কেউ খাদিজার সমালোচনায় মত্ত। কেউ তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। ওরা উৎকর্ণ হয়ে আছে, খাদিজার সর্বশেষ খবর জানতে।

আল্লাহর রাসূল এবং মেয়েরা বসে আছেন খাদিজাকে ঘিরে! খাদিজা জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছিলেন! জীবনসায়াহ্নেও তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিলো—প্রিয় রাসূল! কুরাইশের নিষ্ঠুরতা!

রাতটা ছিলো অনেক দীর্ঘ! এক ফোঁটা ঘুমও হয় নি কারও! চোখ ছিলো বেদনাকাতর—ছলোছলো! মন ছিলো উদ্বেগাচ্ছন্ন! খাদিজা বিছানায়! আল্লাহর রাসূল পাশে! আল্লাহর রাসূল সব আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেন!

❄❄❄

শেষরাতের দিকে খাদিজা চোখ মেললেন, কিছুক্ষণের জন্যে! তারপর .. তারপর মেয়েদের দিকে তাকালেন! প্রিয় রাসূলের দিকে তাকালেন! তারপর হাসি-হাসি মুখে আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন! আর খুললেন না! খুলতে পারলেন না! কোনোদিন খুলতে পারবেন না! নীরব হয়ে গেলেন মহীয়সী খাদিজা! নিথর হয়ে গেলো তাঁর দেহ!

এ-দেহে কী প্রাণ ছিলো! সদা সজীব!
ইসলামের সেবায় আকুল!
নবীজীর সেবায় ব্যাকুল!
দীনের তরে সদা জাগ্রত!
এ-মহীয়সীর সামনে বসে ..
এ দেহের সামনে বসে—
নবীজী কাঁদলেন!
মেয়েরা কাঁদলেন!
আশপাশে সবাই কাঁদলেন!
সবকিছুই যেনো কাঁদতে লাগলো!

সকালবেলা খাদিজা বের হলেন, অশ্রুসিক্ত সাহাবীদের কাঁধে করে! মক্কার উত্তর-পূর্বে কুরাইশ সম্প্রদায়ের কবরস্থান—'হাজুন' নিয়ে যাওয়া হলো!

তারপর আল্লাহর রাসূল নিজে নামলেন কবরে!

তারপর নিজের হাতে তাঁর কবরকে সমান করলেন!

তারপর লাশ গ্রহণ করে নিজের হাতেই তাঁকে শুইয়ে দিলেন!

তারপর বিদায়ের শেষলগ্নে তাঁর চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন!

তারপর বেরিয়ে এলেন কবর থেকে অশ্রুপূর্ণ চোখে!

মাথা নুইয়ে!

ফিরে এলেন খাদিজাবিহীন খাদিজার বাড়িতে! সাহাবীদের সান্ত্বনার ভিড়ে বসে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কুরাইশের পক্ষ থেকে ধেয়ে আসা সম্ভাব্য আঘাতের! এ আঘাত এখন একাই তাঁকে মুকাবিলা করতে হবে! চাচাজান নেই! নেই খাদিজাও! আল্লাহ! তুমিই সহায়! তুমি তো আছো হে মালিক! তুমি চিরসাহায্যকারী! মুমিনের চিরবন্ধু!

তেইশ

তোমার স্মরণে হে খাদিজা!

খাদিজা চলে যাওয়ার পর আল্লাহর রাসূলের মনটা হাহাকার করছিলো। খাঁ খাঁ শূন্যতায় নিঃশব্দে কাঁদছিলো! যখনই তাঁর মনে পড়তো খাদিজার দান ও দয়ার কথা এবং ত্যাগ ও কুরবানির কথা তখন মনটাকে সামাল দিতে তাঁর কী যে কষ্ট হতো! ভেতর থেকে হু হু করে কান্না আসতো। সে কান্নার ছায়া পড়তো তাঁর চোখে-মুখে। তাঁর কথায়-আচরণে!

এদিকে তাঁর মৃত্যু কাফির মুশরিকদের মাঝে আনন্দের মাদকতা সৃষ্টি করলো। ওরা একে অপরকে বলতে লাগলো :

-শোনো হে, এখন না-আছে আবু তালিব না-আছে খাদিজা! তোমাদের পথ এখন খোলা!

❋❋❋

খাদিজার ওফাতের পর আল্লাহর নবী বাইরে বেরুতেই শুরু হলো কুরাইশের তাণ্ডব। কুরাইশের লেলিয়ে-দেয়া একদল কমিনা তাঁকে কষ্ট দিলো! তাঁর মাথায় মাটি ছিটিয়ে দিলো! আল্লাহর রাসূল বেদনাহত মনে ফিরে এলেন গৃহে! মনে পড়ছে এখন খাদিজার কথা! খাদিজা থাকলে মিষ্টি হাসি নিয়ে এগিয়ে আসতেন! তাঁর দুঃখভরা মনে সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিতেন! ছোট্ট মেয়ে ফাতেমার চোখ পড়লো আল্লাহর রাসূলের মাথায়! ফাতেমা ছুটে এলেন! মাটি সরিয়ে পিতার মাথা পরিষ্কার করে দিলেন! ফাতেমার চোখে পানি, মনে মায়ের স্মৃতি! মেয়ের চোখে পানি দেখে আল্লাহর রাসূলের দুঃখবোধ আরও তীব্র হয়ে উঠলো! তিনি

কেঁদে ফেললেন! প্রিয় রাসূল কুরাইশের জুলুম-নিপীড়নের সামনে বারবার খাদিজাকে মনে করতে লাগলেন! বেশি বেশি দু'আ করতে লাগলেন! পুণ্যবতী স্নেহবতী মহীয়সী খাদিজা রাসূলের স্মরণে অমলিন! চিরভাস্বর! চিরঅবিস্মিত!

সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন; আল্লাহর রাসূল ভীষণ শোকাহত! বারবার ফিরে আসছে খাদিজার শোক! আল্লাহর নবীর এ-শোক কি একটু লাঘব করা যায় না? তাঁকে কি বিবাহে উদ্বুদ্ধ করা যায় না? অন্য কোনো স্ত্রীই পারবে খাদিজার শোক লাঘব করতে!

বিবাহে রাজি করাতে তাঁরা একজনকে পাঠালেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। তিনি আল্লাহর নবীকে গিয়ে বললেন :

-হে আল্লাহর রাসূল! খাদিজার শোকে আপনি তো কাতর হয়ে পড়েছেন! এ কাতরতা আপনার চোখে-মুখে ছাপ ফেলেছে! আপনার এ-কষ্ট কি কেউ দূর করতে পারে না?

আল্লাহর রাসূল অশ্রুভরা চোখে বললেন :

-কে পারবে খাদিজার দুঃখ দূর করতে? খাদিজা আল্লাহর রাসূলকে সহযোগিতা করেছেন! আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেছেন! আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করেছেন! খাদিজা ছিলেন ঘরের মালিকান, সন্তান-সন্ততির মা!

ওই মহিলা সাহাবী তখন বললেন :

-হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের ভেতরে এমন কেউ কি নেই, যিনি খাদিজার অভাব কিছুটা হলেও দূর করতে পারবেন? আমার জানামতে নারীদের মধ্যে এমন মহিলাও আছেন, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন!

তিনি অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন আল্লাহর রাসূলের সাথে। তারপর আল্লাহর রাসূল সাওদা বিনতে যামআ'র নাম শুনে প্রস্তাবে রাজি হলেন! কিন্তু তিনি এসেও আল্লাহর রাসূলের মন থেকে খাদিজার স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে পারলেন না! খাদিজা আগে যেমন ছিলেন আল্লাহর রাসূলের হৃদয় জুড়ে এখনো তেমনি আছেন তাঁর সত্তা জুড়ে!

আল্লাহর রাসূল প্রিয় মেয়ে রোকাইয়াকে খুব ভালোবাসতেন! কেননা রোকাইয়ার মুখাবয়ব ছিলো দেখতে অনেকটাই মা খাদিজার মতো। নবীজী রোকাইয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর স্মরণ করতেন প্রিয় খাদিজাকে!

তাঁর ত্যাগ ও কুরবানিকে!

তাঁর মায়া ও মমতাকে!

তাঁর সান্ত্বনা ও মিষ্টি হাসিকে!

তাঁর স্নেহভরা উক্তি ও কথামালাকে!

তাঁর দরদভরা অপার দান ও আকাশ-উদার সাহায্যকে!

রোকাইয়ার কথাও শুনতেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে!

রোকাইয়ার মৃত্যুতে আল্লাহর রাসূল অনেক ব্যথা পেয়েছিলেন!

আল্লাহর রাসূল ঘর থেকে বের হওয়ার সময় খাদিজাকে স্মরণ করতেন, খাদিজার প্রশংসা করতেন! তাঁর জন্যে দু'আ করতেন! এ জন্যে পরবর্তীতে তাঁর এক স্ত্রী অভিমানভরে বলেছিলেন :

-তিনি তো এক বুড়িই ছিলেন! আল্লাহ তো এখন আপনাকে তাঁর বদলে আরও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন!

আল্লাহর রাসূল এ-কথায় প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলেন! উচ্চকণ্ঠে বললেন :

-না, আল্লাহর কসম, না! তাঁরচে' ভালো কোনো স্ত্রী আল্লাহ আমাকে দান করেন নি! যখন মানুষ আমাকে অস্বীকার করছিলো তখন তিনি ঈমান এনেছিলেন! যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিলো তখন তিনি আমাকে সত্যায়ন করেছিলেন! যখন মানুষের কাছে আমি বঞ্চিত হচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে সম্পদ-সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন! তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান জন্ম লাভ করেছে, অন্য কারও গর্ভে নয়!

❄❄❄

বিজয় এলেই আল্লাহর রাসূল খাদিজাকে স্মরণ করতেন! ইসলামের বিজয় দেখার জন্যে প্রিয় খাদিজা কী লালায়িত ছিলেন! বিপদকালেও আল্লাহর রাসূল খাদিজাকে মনে করতেন! তাঁর অমায়িক সান্ত্বনাকে স্মরণ

করতেন! যখন তাঁর হাতে মালে গনিমত জমা হতো, তখনো খাদিজাকে তাঁর মনে পড়তো! আহা, খাদিজা ইসলামের সেবায় তাঁর সবকিছুই তো বিলিয়ে দিয়েছিলেন! আজ তিনি বেঁচে থাকলে তার কিছুটা বিনিময় ফিরিয়ে দেয়া যেতো!

আল্লাহর রাসূল উপলক্ষ এলেই খাদিজাকে স্মরণ করতেন! তাঁর আত্মার সাথে যেনো বাস করতে চাইতেন! ফলে তিনি খাদিজার প্রিয় যারা সবাইকে মনে করতেন .. স্মরণ করতেন .. দান করতেন! বকরি জবাইকালে বলতেন :

-খাদিজার বান্ধবীদের কাছে গোশত পাঠাও! আমি তাঁর বান্ধবীদের পছন্দ করি!

আল্লাহর রাসূল খাদিজার ঋণ পরিশোধ করেছেন, যেমন খাদিজা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ঋণ পরিশোধ করেছেন! সারাজীবনই খাদিজাকে মনে রেখেছেন! কখনো তাঁকে ভুলে যান নি! একেবারে সর্বোচ্চ বন্ধু— আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া পর্যন্ত!

কী সুন্দর এ বিনিময়!
খাদিজা বিনিময় দিয়েছেন রাসূলকে!
রাসূলও বিনিময় দিয়েছেন খাদিজাকে!
খাদিজাকে আল্লাহ বানিয়েছেন সকল মুসলিম নর-নারীর জন্যে অনুপম আদর্শ!
এ-আদর্শ মায়া-মমতায় অগ্রবর্তী হওয়ার!
এ-আদর্শ ন্যায়-নিষ্ঠায় দৃষ্টান্ত হওয়ার!
এ-আদর্শ আল্লাহকে ভালোবাসার .. তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার!
এ ভালোবাসার ওপরে আছে কি আর কোনো ভালোবাসা?
মহীয়সী খাদিজার জীবন বলে— এ ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা!

সমাপ্ত

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

- **তারবিয়াতুস সালিক** (১ম, ২য় এবং ৩য় (শেষ) খণ্ড)
  মূল : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবন**
  মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন** (১ম, ২য় খণ্ড এবং সব খণ্ড একত্রে)
  মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন**
  মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **আল্লাহ্‌র পরিচয়**
  মূল : মাওলানা তারিক জামিল, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **ইয়েমেনে এক শ বিশদিন** (অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা)
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

  কিশোর সিরিজ : পর্ব ১ ও ২
- **প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম,** প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

  কিশোর সিরিজ : পর্ব ৩
- **একজন নাস্তিক প্রফেসর,** প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
- **কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী,** মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী
- **হাদীসের প্রামাণ্যতা**
  মূল : বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ : মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী
- **সমাজ সংশোধনের দিক-নির্দেশনা**
  মূল : বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
- **ঈমান সবার আগে**
  মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
- **সালাম, মুসাফাহা ও অনুমতি প্রার্থনা**
  মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন দোস্ত সাহেব, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী
- **বক্তৃতার ডায়েরী,** মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী
- **পুঁজি কম লাভ বেশি,** মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- **বাইবেলই বলে খৃস্টবাদ একটি বাতিল ধর্ম,** মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী
- **ইমামের পিছনে কেরাত পড়া এবং তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা**
  মূল : মুফতী আনোয়ার হোসেন চিশতী, সম্পাদনা : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?**
  মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রাহ.
  অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন, সম্পাদনা : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- **প্রিয় নবীর দিন রাত** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
  মূল : মাওলানা সা'দ হাসান ইউসুফী, অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- **দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ**
  মূল : মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ., অনুবাদ : মাও. মুহাম্মাদ আল আমিন চাঁদপুরী

⇨ **ইসলামের পরিচয়**
মূল : সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., অনুবাদ : মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী

⇨ **দাওয়াত ও তাবলীগ : উসূল ও আদাব**
মূল : মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী, অনুবাদ : মুফতী হেদায়াতুল্লাহ

⇨ **সুন্নাহ্‌র আলোকে আমাদের নামায,** লেখক : মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আযম

⇨ **ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা,** লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

⇨ **ইমাম আবূ হানীফা রহ. একশো ঘটনা**
সঙ্কলন : মাওলানা মুহাম্মাদ রুহুল আমীন, সম্পাদনা : মাওলানা মাসউদুর রহমান

⇨ **কুরআন-হাদীসের আলোকে তাবলীগের প্রশ্ন-উত্তর,** লেখক : এস. এম. সলেহীন

⇨ **আসহাবে মুহাম্মাদ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), লেখক : মাওলানা মাহবুবুর রহমান

⇨ **সুখময় জীবনের খোঁজে**
মূল : মাওলানা তারিক জামিল, অনুবাদ : মাও. আমিন আশরাফ, সম্পাদনা : মাও. মাসউদুর রহমান

⇨ **দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী**
মূল : শাইখ সিদ্দীক আল মিনশাভী, অনুবাদ : মাও. ওয়ালিউল্লাহ ও আতাউল্লাহ আব্দুল জলীল

⇨ **মৃত্যুশয্যায় শয়তানের ধোঁকা,** মূল : মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ.

⇨ **আহলে হাদীস ও সালাফী আলেমদের ইখতিলাফ,**
লেখক : আবু হাসসান রাইয়ান ইবনে লুৎফুর রহমান

⇨ **বিশ্বব্যাপী রমাদান ও ঈদ, একই দিনে না ভিন্ন দিনে** লেখক : মুহাম্মাদ আবদুস সুবহান শেখ

⇨ **বানানচর্চা,** লেখক : মাওলানা মহীউদ্দীন কাসেমী

⇨ **ফিলহাল : ১. ক্ষয় ও জয়ের গল্প ২. সাদা সভ্যতার কালো মুখ ৩. ছদ্মবেশী প্রগতিশীল**
লেখক : মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ (তিন খণ্ড একসঙ্গে)

⇨ **আরবী পত্রিকার ভাষা ও আরবী বক্তৃতা শেখার পদ্ধতি**
রচনা : মাওলানা ওমর ফারুক, দিক-নির্দেশনায় : মাওলানা সফিউল্লাহ ফুয়াদ

⇨ **জীবন সন্ধ্যায় মানবতা,** মূল : মাও. আবুল কালাম আজাদ, অনু : আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

⇨ **আজব প্রশ্নের আজব উত্তর, যে প্রশ্নে মাথা খোলে,** সংকলন : মুফতী হারুন রসুলাবাদী

⇨ **ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি** রচনা : মুফতী হারুন রসূলাবাদী

⇨ **১. প্রিয় পদরেখা ২. আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনি ৩. ইতিহাসের কান্না ৪. ছেঁড়াপাতা** [ছেঁড়াপাতা–মূল : মাওলানা আবুল কালাম আজাদ]
লেখক : মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

⇨ **সীরাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা,** সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.

⇨ **ফিরে এসো নীড়ে,** মূল : সাইয়্যেদা ফাতেমা বিনতে খলীল

⇨ **ইসলাম জীবনের ধর্ম,** মাওলানা শরীফ মুহম্মদ

⇨ **গণমাধ্যমের বিচিত্র ভ্রষ্টাচার,** মাওলানা শরীফ মুহম্মদ

⇨ **শ্বাশত চেতনার ক্যানভাস,** মাওলানা শরীফ মুহম্মদ

⇨ **আমাদের নবীজির ১০০ মোজেযা,** মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন

⇨ **আমেরিকান নও মুসলিমদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী,** মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন

⇨ **বড় যদি হতে চাও,** মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন

⇨ **সফরে হিজায,** মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

গল্পে আঁকা মহীয়সী খাদিজা (রাযি.)

গল্পেই আঁকা। আছে উপন্যাসের সবুজ ছায়া। সীরাতের নূর। ইতিহাসের ঘণ্টাধ্বনি। নারীর মহিমা, অন্ধকারের ভেতরে। অগতানুগতিক একটি সুন্দর সূচনা, তাঁর কৈশোর-যৌবনের সোনালি-রূপালি দিনগুলো থেকে। যখন তিনি কুমারী। গৃহশোভা। বাড়ির শোভা। বাবার আদর। মায়ের সোহাগ। ...

তারপর এগিয়ে যাওয়া। প্রথম স্বামী। তাঁর বিদায়। দ্বিতীয় স্বামী। তাঁরও বিদায়। শোকের চাদরে সব আচ্ছন্ন। অশ্রু-অশ্রু পরিবেশ। নিঃসঙ্গতার কষ্ট-প্রহরে পাশে এসে দাঁড়ান ফাতেমা ও খোওয়াইলিদ। সাহস যোগান তাঁকে। ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার উঠে দাঁড়ান খাদিজা। কিন্তু আর বিবাহ না! নজর দেন স্বামীর অঢেল সম্পদে। বিশাল ব্যবসায়। নিপুণ সুদক্ষ পরিচালনায় সম্পদ বাড়তেই থাকে। ব্যবসায় নামে—বরকত-বর্ষণ।

তারপর? ...

এক রাতে মহীয়সী খাদিজা দেখলেন বিস্ময়কর এক স্বপ্ন!

তারপর থেকেই জীবনের চিন্তা বদলে যেতে লাগলো।

স্বপ্নসূর্য তাঁকে ডাকতে লাগলো।

কে এই স্বপ্নসূর্য?

আল আমীন!

ভবিষ্যতের স্বামী!

ভবিষ্যতের নবী!

তারপর? ...

তারপর সিরিয়া! মুগ্ধতা! নাফিসার অভিযান! শাদি মুবারক!

তারপর ফুটতে লাগলো ফুল!

অবশেষে এলো আসমানী ওহী! ....

এভাবে আশ্চর্য এক গতিময়তায় বয়ে চলেছে পরের কাহিনী, ছলছল প্রবাহে।

মরুর বুকে যেনো ঝরনাধারা!

একেবারে শেষ তক!

পড়ো বই। পড়তে বসলেই শেষ হয়ে যাবে।

মনে হবে—এত্তো ছোট বই?!